

শান্তিনিকেতন

কবীর

প্রথম খণ্ড

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

ব্রহ্মচর্যাশ্রম.

• বোলপুর

মূল্য ছয় আনা

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান পার্লিশিং হাউস

২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

ত্রীসতীশচন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত

কালিক প্রেস

২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

ত্রীহরিচরণ মারা দ্বারা মুদ্রিত

যিনি আমাকে
হিন্দুস্থান ও প্যারিসের ভক্তগণের
বাণী আশ্বাসন করিতে শিখাইয়াছিলেন,
সেই অগ্রজ ও গুরু পরলোকগত
অবনীমোহন সেন
মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতিতে
গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম ।

অযোগ্য সেবক
শ্রীকৃষ্ণমোহন সেন ।

ভূমিকা

শান্তিনিকেতনে যে সব সাধকের রচনাবলী সংগ্রহ করিবার মানস আছে, কবীর তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইহার নাম অবশ্য আমাদের দেশে অবিদিত নহে, কিন্তু ইহার মধুর রচনাবলী অল্প লোকেই জানেন। আর তাঁহার নামে প্রথিত যে সব জঞ্জাল ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ দোহা প্রভৃতি প্রচলিত আছে, তাহাতে তাঁহার সত্যকে আরও আচ্ছন্ন করিয়াছে।

বাল্যকালহইতে আমি কানীতে ও নানা তীর্থে যে সব সাধকের সহিত পরিচিত হই, তাঁহাদের কাছে আমি কবীরের নানাবিধ গভীর “বাণী” শুনিতে পাই। এখন কবীরের বচনসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া আমি ভারতের যত স্থানহইতে, কবীরের বচন মুদ্রিত হইয়াছে, সমস্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। আর তাহা

ছাড়া যাহাদের সঙ্গীত ও হস্তলিখিত পুঁথি-
হইতে আমি বিশেষভাবে সাহায্য পাইয়াছি,
তাঁহাদের মধ্যে কাশীর বরণা আদিকেশববাসী
দক্ষিণ বাবা, গৈবীর ঝুলন বাবা, ছছুআ তালেক-
নির্ভর দাস, চোকণ্ডীর দীনদেব, ও অন্ধ সাধু
স্বরশ্রামদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের নানাস্থানহইতে যে সব পুস্তক
সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত
পুস্তক কয়গানিহইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

- (১) বীজকমুল—ধেমরাজ কৃষ্ণদাস,
বোম্বাই।
- (২) বীজক কবীর সাহসিকা—পূর্ণদাস।
সাহব, বুরহানপুর।
- (৩) কবীর শব্দাবলী (দুই ভাগ)—
এলাহাবাদ।
- (৪) কবীর সাগর (১১ ভাগ)—ভারত
পণ্ডিক স্বামী যুগলানন্দ, বোম্বাই।
- (৫) সত্য কবীরকী সাধী—শিবহর,
রশ্মীদপুর।

- (୬) କବୀର ମନ୍ତ୍ର—ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରମାନନ୍ଦଜୀ
ଓ ମକନଜୀ କୁବେର, ବୋଧାହି ।
- (୭) ପରମାର୍ଥ ରାଜନୀତି ଧର୍ମ—ସାଧୁ
କାଶୀଦାସ, ବୋଧାହି ।
- (୮) ପଂଚ ଗ୍ରନ୍ଥୀ—ମହାତ୍ମା ରାମରହସ ସାହବ-
କୃତ ।
- (୯) ସଂଜ୍ଞା ପାଠ—ମହାତ୍ମା ପୁରଣ ସାହବ-
କୃତ ।
- (୧୦) କବୀରୋପାସନା ପଦ୍ଧତି—ମକନଜୀ
କୁବେର ।
- (୧୧) କବୀର କୀର୍ତ୍ତୀ—ଲେହନା ସିଂହ,
ପାଟିୟାଳା ।
- (୧୨) କବୀର ବାଣୀ—ମହାରାଜ ବିଘ୍ନନାଥ ଜୀ,
ରୀବା, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ।

ইহা ছাড়া আরও বহু স্থানের বহু গ্রন্থ-
হইতে সাহায্য পাইয়াছি ।

নানাবিধ পাঠের মধ্যে যে পাঠটি সঙ্গত
মনে হইয়াছে এক্ষণে যাহা সাধকেরা সঙ্গত মনে
কରିয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছি । ইহা

ছাড়া যাঁহাদের সঙ্গীত ও হস্তলিখিত পুঁথি-
হইতে আমি বিশেষভাবে সাহায্য পাইয়াছি,
তাঁহাদের মধ্যে কাশীর বরণা আদিকেশববাসী
দক্ষিণ বাবা, গৈবীর ঝুলন বাবা, ছছুআ তালের
নির্ভয় দাস, চোকণ্ডীর দীনদের, ও অন্ধ সাধু
স্বরশ্রামদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের নানাস্থানহইতে যে সব পুস্তক
সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত
পুস্তক কয়খানিহইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

(১) বীজকমূল—খেমরাজ কৃষ্ণদাস,
বোম্বাই।

(২) বীজক কবীর সাহঁধকা—পূর্ণদাস
সাহব, বুরহানপুর।

(৩) কবীর শব্দাবলী (দুই ভাগ)—
এলাহাবাদ।

(৪) কবীর সাগর (১১ ভাগ)—ভারত
পণ্ডিক স্বামী যুগলানন্দ, বোম্বাই।

(৫) সত্য কবীরকী সাধী—শিবহর,
রশীদপুর।

- (୬) କବୀର ମନ୍ତ୍ର—ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରମାନନ୍ଦଜୀ
ଓ ମକନଜୀ କୁବେର, ବୋଷାହି ।
- (୭) ପରମାର୍ଥ ରାଜନୀତି ଧର୍ମ—ସାଧୁ
କାଶୀଦାସ, ବୋଷାହି ।
- (୮) ପଞ୍ଚ ଗ୍ରନ୍ଥୀ—ମହାତ୍ମା ରାମରହସ ସାହବ-
କୃତ ।
- (୯) ସଞ୍ଜା ପାଠ—ମହାତ୍ମା ପୁରଣ ସାହବ-
କୃତ ।
- (୧୦) କବୀରୋପାସନା ପଦ୍ଧତି—ମକନଜୀ
କୁବେର ।
- (୧୧) କବୀର କୀର୍ତ୍ତୀ—ଲେହନା ସିଂହ,
ପାଟିଗାଲା ।
- (୧୨) କବୀର ବାଣୀ—ମହାରାଜ ବିଞ୍ଚନାଥ ଜୀ,
ରୀବା, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ।

ଇହା ଛାଡ଼ା ଆରଓ ବହ ସ୍ଵାନେର ବହ ଶ୍ରୀମୁ-
ହୈତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ଵ ।

ନାନାବିଧ ପାଠେର ମଧ୍ୟେ ସେ ପାଠଟି ସମ୍ମତ
ମନେ ହୈମାଛୁ ଏବଂ ସାହା ସାଧକେରା ସମ୍ମତ ମନେ
କରିମାଛୁ, ତାହାହି ଉଦ୍ଧୃତ କରିମାଛୁ । ଇହା

বলা বাহুল্য যে আমরা অনেক উপদেশহইতে
 বাছিয়া বাছিয়া এই রচনাবলী সংগ্রহ
 করিয়াছি। সাধকদের এমন বহু কথা থাকে,
 যাহা সেই যুগেরই উপযোগী। আবার একই
 কথা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকের
 কাছে কথিত হয়; আবার এমন কথাও থাকে,
 যাহা সেই সাধকের যুগেই সুবোধ্য। এই সব
 হিসাব না করিলে চলে না।

কবীরের একটি বিস্তৃত প্রবেশিকা ও
 জীবনী কবীরের রচনাবলী সব খণ্ড মুদ্রিত
 হইলে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এইরূপ
 অনেক খণ্ড ছাপিবার মত সংগ্রহ আমাদের
 হাতে আছে।

এখন কবীরের জীবনী সম্বন্ধে দুই একটি
 মাত্র কথা বলিয়া রাখিব। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে
 তৈয়্যে মাসে পূর্ণিমা তিথিতে সোমবারে কবীর
 কাশীস্থ লহরতালার নামক স্থানে জন্মগ্রহণ
 করেন ও ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশ মাসে কাশীর
 নিকটবর্তী বস্তী জেলার মগহর গ্রামে দেহত্যাগ

করেন। তাঁহার সময়েই গোরক্ষনাথ, নানক, চৈতন্য ভারতের নানা স্থানে ধর্মসাধনা করিতেছিলেন। দিল্লীপতি সিকন্দর সাহ লোদীর সহিত তাঁহার বহুবার সাক্ষাৎ হয়। কবীর মুসলমানের সম্মান। কেহ কেহ বলেন, তিনি মুসলমানের পালিত। তাঁহার পিতার নাম নূর ও মাতার নাম নীমা। রামানন্দের শিষ্য হইলেও তিনি গৃহস্থ সন্ন্যাসী ছিলেন; লোঙ্গ তাঁহার পত্নী। তিনি ভিক্ষা করিতেন না, কাপড় বুনিয়া খাইতেন। অন্নাহারী, শীর্ণ, ধ্যানমগ্ন, সদানন্দ। এই গৃহস্থসাধুটি অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন। পুত্র হইলে তাহার নাম রাখিলেন কমাল—অর্থাৎ ভাগ্যের পরিপূর্ণতা; কণ্ঠার নাম রাখিলেন কমালী। এখন সাম্প্রদায়িক সাধুরা সেই সব সহজ কথা, নানা অসম্ভব কথাবার্তা চাপিয়া ফেলিতে চাহেন; যেন এইরূপ গৃহস্থজীবন একটা নিন্দার কথা। পরে এই সব বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

কবীর ঐত্ববাদী বা অঐত্ববাদী ছিলেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সকল সীমাকে পূর্ণ করিয়াই সকল সীমার অতীত। তাঁহার ব্রহ্ম কাল্পনিক (Abstract) ব্রহ্ম নহেন, তিনি একেবারে সত্য (Real); সমস্ত জগৎ তাঁহার রূপ। সব বৈচিত্র্য সেই অরূপেরই লীলা। কল্পনার দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে হইবে না; ব্রহ্ম সর্বত্র সমাহিত, সেই সহজের মধ্যে নিমজ্জিত হইতে হইবে। কোথাও বাওয়া আসার প্রয়োজন নাই, ঠিক যেমনটি আছে তেমনটিতে প্রবেশ করাই সঞ্চনা।

কবীর লেখাপড়া জানিতেন না। অসাধারণ প্রতিভা ও সাধনার বলে সর্ববিধ জ্ঞানেই তাঁহার অব্যাহত প্রবেশ ছিল। তাঁহার সমস্ত বচন “ভাষা হিন্দী”তে রচিত। “ভাষা” কিনা চলিত ভাষা —

সংস্কৃত কুপজল কবীর ভাষা বহুতানীর ।

জব চাহৌ তবহি ডুবৌ শাস্ত হোর শরীর ॥

(সত্য কবীর কী সাধী, অচানক অঙ্গ)

হে কবীর, সংস্কৃত কূপজল, ভাষা প্রবহমান
জলধারা ; যখনই চাও তখনই ডুব দাও, শরীর
জুড়াইয়া যাইবে ।

কবীরের অনুবাদ যতটা সম্ভব, যথাতথ
করিয়াছি । তবে “ভাষায়” বিভিন্ন কালে ও
পুরুষে উলট-পালট থাকে ; কখনও কর্তা,
কখনও কর্ম্ম, কখনও ক্রিয়া উহু থাকে ;
বাংলায় তাহা চলে না । তাই দুই এক
জায়গায় একটু আধটু মূলহইতে সরিতে
হইয়াছে ; নহিলে সবই একেবারে “মূলঘেঁষা”
অনুবাদ । অনেক শব্দের ও রচনাপ্রণালীর
পরিবর্তনই করি নাই । আশা করি, হিন্দী-
ভাবের বাংলা ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া আসিলে,
পরে আর মন্দ লাগিবে না ।

কবীরের পরিভাষাতেও মাঝে মাঝে
গোলমাল লাগে ।—লগন=দ্বিলন ও প্রেম ।
'লৌ=ধান । হসন=হাস্ত ও আনন্দ ; কল্যাণ
ও ভদ্র । সজীবন=জীবনাধার । শব্দ=
সঙ্গীত ; সাধনার সঙ্গীতকেই শব্দ বলা হয়,

কবীরের সঙ্গীতাবলীর নাম শকাবলী ।
সাহব=স্বামী । রাম অর্থ যিনি আত্মাতে
রমণ করিতেছেন ; দশরথের পুত্র রামকে
তিনি একেবারেই মানিতেন না । যথা—

সিরজনহার ন ব্যাহী সীতা

জল পখান নহিঁ বংধা ।

বৈ রঘুনাথ এক কৈ স্মিটৈ

জে স্মিটৈ সো অংধা ॥

(বীজক মূল, ৬২ পৃষ্ঠা)

দশরথ স্মৃত তিহঁ জানা ।

রামনামকা মন্ম হৈ আনা ॥

(বীজক কবীর সাহবকা, ২৮৬ পৃষ্ঠা)

বহুতর সম্প্রদায়ী কবীরের অনেক বচনের
মধ্য হইতে নানারূপ শব্দ তুলিয়া লইয়া বৃথা
“রাম” শব্দ ভরিয়া দিয়াছেন । কারণ তাঁহারা
অনেকেই এখন রামোপাসক । ভাষায় “তে”
বিভক্তিচিহ্নদ্বারা তৃতীয়া পুংসমী ও সপ্তমীর
বোধ হয় । বাংলাতে একরূপ স্মৃতিধা না থাকায়,

অনেক স্থানে মূলের জমাট অর্থ রক্ষা করিতে
পারা যায় নাই। মূলে আমরা যেরূপ বানান
ও ব্যাকরণের অশুদ্ধি পাইয়াছি, সেইরূপই
রাখিয়াছি ; কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি নাই।

ভূমিকা সমাপ্ত করিবার পূর্বে যে সব
সাধুভক্তদের সাহায্য পাইয়াছি ও যাহাদের
গ্রন্থ আমার প্রয়োজনে লাগিয়াছে, সকলের
কাছেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আমার
সহযোগী ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু শরৎকুমার রায়
মহাশয় এই গ্রন্থের প্রফ আদৃত দেখিয়া
দিয়াছেন ; তাঁহার কাছে আমি ধনী। যাহার
উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে আমার এই গ্রন্থ
প্রকাশ করাই হইত না, সেই পূজ্যপাদ
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমার
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম,
শান্তিনিকেতন, বোলপুর। } শ্রীক্ষতিমোহন সেন
১লা আশ্বিন, ১৩১৭।

কবীর বৈতবাদী বা অবৈতবাদী ছিলেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সকল সীমাকে পূর্ণ করিয়াই সকল সীমার অতীত। তাঁহার ব্রহ্ম কাল্পনিক (Abstract) ব্রহ্ম নহেন, তিনি একেবারে সত্য (Real); সমস্ত জগৎ তাঁহার রূপ। সব বৈচিত্র্য সেই অরূপেরই লীলা। কল্পনার দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে হইবে না; ব্রহ্ম সর্বত্র সমাহিত, সেই সহজের মধ্যে নিমজ্জিত হইতে হইবে। কোথাও যাওয়া আসার প্রয়োজন নাই, ঠিক যেমনটি আছে তেমনটিতে প্রবেশ করাই সংধনা।

কবীর লেখাপড়া জানিতেন না। অসাধারণ প্রতিভা ও সাধনার বলে সর্ববিধ জানেই তাঁহার অব্যাহত প্রবেশ ছিল। তাঁহার সমস্ত বচন “ভাষা হিন্দী”তে রচিত। “ভাষা” কিনা চলিত ভাষা --

সংস্কৃত কূপজল কবীর ভাষা বহুতানীর ।

জব চাহৌ তবহি ডুবৌ শ্যুস্ত হোর শরীর ॥

(সত্য কবীর কী সাথী, অচানক অঙ্গ)

হে কবীর, সংস্কৃত কূপজল, ভাষা প্রবহমান
জলধারা ; যখনই চাও তখনই ডুব দাও, শরীর
জুড়াইয়া যাইবে ।

কবীরের অনুবাদ যতটা সম্ভব, যথাতথ
করিয়াছি । তবে “ভাষায়” বিভিন্ন কালে ও
পুরুষে উলট-পালট থাকে ; কখনও কৰ্ত্তা,
কখনও কৰ্ম্ম, কখনও ক্রিয়া উহ্য থাকে ;
বাংলায় তাহা চলে না । তাই ছই এক
জায়গায় একটু আধটু মূলহইতে সরিতে
হইয়াছে ; নহিলে সবই একেবারে “মূলঘেঁষা”
অনুবাদ । অনেক শব্দের ও রচনাপ্রণালীর
পরিবর্তনই করি নাই । আশা করি, হিন্দী-
ভাবের বাংলা ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া আসিলে,
পরে আর মন্দ লাগিবে না ।

কবীরের পরিভাষাতেও মাঝে মাঝে
গোলমাল লাগে ।—লগন=মিলন ও প্রেম ।
'লৌ=ধ্যান । হসন=হাস্ত ও আনন্দ ; কল্যাণ
ও ভদ্র । সজীবন=জীবনাধার । শব্দ=
সঙ্গীত ; সাধনার সঙ্গীতকেই শব্দ বলা হয়,

কবীরের সঙ্গীতাবলীর নাম শকাবলী ।
সাহব=স্বামী । রাম অর্থ যিনি আত্মাতে
রমণ করিতেছেন ; দশরথের পুত্র রামকে
তিনি একেবারেই মানিতেন না । যথা—

সিরজনহার ন ব্যাহী সীতা

জল পথান নহিঁ বংধা ।

বৈ রঘুনাথ এক কৈ স্মিরৈ

জে স্মিরৈ গো অংধা ॥

(বীজক মূল, ৬২ পৃষ্ঠা)

দশরথ সূত তিহঁ জানা ।

রামনামকা মন্স হৈ আঁনা ॥

(বীজক কবীর সাহবকা, ২৮৬ পৃষ্ঠা)

বহুতর সম্প্রদায়ী কবীরের অনেক বচনের
মধ্য হইতে নানারূপ শব্দ তুলিয়া লইয়া বৃথা
“রাম” শব্দ ভরিয়া দিয়াছেন । কারণ তাঁহারা
অনেকেই এখন রামোপাসক । ভাষায় “তে”
বিভক্তিচিহ্নদ্বারা তৃতীয় পঞ্চমী ও সপ্তমীর
বোধ হয় । বাংলাতে একরূপ স্মৃতিধা না থাকায়,

অনেক স্থানে মূলের জমাট অর্থ রক্ষা করিতে পারা যায় নাই। মূলে আমরা যেক্রপ বানান ও ব্যাকরণের অগুন্নি পাইয়াছি, সেইক্রপই রাখিয়াছি ; কোনক্রপ হস্তক্ষেপ করি নাই।

ভূমিকা সমাপ্ত করিবার পূর্বে যে সব সাধুভক্তদের সাহায্য পাইয়াছি ও যাহাদের গ্রন্থ আমার প্রয়োজনে লাগিয়াছে, সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আমার সহযোগী ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু শরৎকুমার রায় মহাশয় এই গ্রন্থের প্রকৃ আশুস্ত দেখিয়া দিয়াছেন ; তাঁহার কাছে আমি ঋণী। যাহার উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে আমার এই গ্রন্থ প্রকাশ করাই হইত না, সেই পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,
শান্তিনিকেতন, বোলপুর। } শ্রীক্ষিত্তিমোহন মেন
১লা আশ্বিন, ১৩১৭। }

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
অগম পন্থ জই	... ১১৯
অপনে স্মৃতকৈ মুংডন করাবে	... ৩০
অবতো জরে মরে বন আবে	... ১১০
অবধু অমল কঠৈ সো পাবে	... ৩৩
অবধু বেগম দেস হমারা	... ৯২
অবধু ভজন ভেদহৈ চারা	... ৬০
অবধু ভুলেকো মরলাবে	... ৬৫
অবধু মায়া তজী ন জাঈ	... ৬৩
অরে ইন্ হুহু রাহ ন পান্দি	... ৫
অরে মন ধীরজ কাহে ন ধরৈ	... ৩৯
ইস গগন গুফামেঁ অমৃত ঝরে	... ১২৫
ইস ঘট অম্বর বাগ বগীচে	... ১০১
ঐসা লো নহিঁ তৈসা লো	... ১০৪
ঐসী দিবানী কুনিয়া	... ১৪
ওরোঁ কহুঁ স্বতায় সুনো	... ২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
কা জোগী মুদ্রা কটের	... ১৮
কায় কোট মেঁ কাম বিরাজে	... ৪৭
কোই ভূলা মন সমুঝাবৈ	... ৫১
কোই রহীম কোই রাম বখাটেন	... ১
কোই সুনতা হৈ জ্ঞানী রাগ গগন	... ১০০
কোন মুবলী শব্দ সুন	... ১২২
খসম্ ন চান্‌হৈ বাবরী	... ৫২
গগন ঘটা ঘহরাণী সাধো	... ৭১
গগন মঠ গৈব নিসান গড়ে	... ৯৩
চরণন ধ্যান লগায় কে রহৌ	... ৪০
চলত মনসা অচল কীন্‌হী	... ১০৭
চংদা ঝলকৈ রহি ঘট মাহী	... ৮৩
ছিমা গহৌ হো ভাঙ্গ	... ৫১
জগতসেঁ খবর নহী পলকী	... ৪৪
জব মেঁ ভুলারে ভাই	... ২২
জবলগ ঘট সোঁ পরচে নাহী	... ৩৪
জহঁ সে আয়ে অমর র দেশরা	... ৮৯
জাকে প্রেম ন আবত হিয়ে	... ১৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
জাকো লগী শব্দ কী চোট	...	৭৮
জাগরী মেবী সুরত মোহাগিন	...	১১৬
জীরত ব্রহ্মকো কোই ন পুঁজ	...	৩২
জোগ জাপ নেম ব্রত পূজা	...	৪৫
জো দীসে সো তো হৈ নাই	...	১০৫
তন মন ধন বাজী লাগী হো	...	৮০
তরবর এক মূল বিন ঠাড়া	...	১০২
তীরথ মে তো সব পানী হৈ	...	৭৯
তেরে গরনে কা দিন নগিচানা	...	১১৪
তোহি মোরি লগুন লগায়ে	...	১২১
দেবী জাকো খসুসী ভেড়া	...	৩১
না জানে সাহব কৈসা হৈ	...	৯
নিস দিন খেলত রহী	...	১৩১
নিস দিন প্রীত করো	...	৬২
নৈহরবা হমকো নঁহি ভাবে	...	১২৩
পানী বিচ মীন পিয়াসী	...	৮২
পিয়া উঁচীরে অটরিয়া	...	১২৫
পীলে প্যালা হো মতবালা	...	৬৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রেম গহৌ নিরভয় রহৌ ...	৪১
প্রেম লগন ছুটে নহী ...	৪৩
বাগো না জারে না জা ...	৫৮
বার্তৌ মুক্তি না হোই হৈ ...	৪১
ভাই কোই সত গুরু সন্তু কহাবৈ ...	৬৮
ভক্তিকা মারগ ঝীনারে ...	৭৩
ভক্তি সব কোই করে ...	৫৪
ভ্রমকে তালী লগা মহল মেঁ ...	৫০
মন করলে সাহবসে প্রীত ...	৪৬
মন তু নাহক ছন্দ মচায়ে ...	২
মন ন রঙ্গায়ে ...	২০
মনরে অবকী বের সম্হারো ...	৪৬
মহরম হোয় সো জানে সাধো ...	৯০
মুরলী বজ্রত অখণ্ড সদায়ে ...	১২৬
মেঁ অপনে সাহব সঙ্গ চলী ...	১২৯
মেঁ কাসে বুঝোঁ ...	১০৮
মো কো কহী চুঁড়ো বন্দে ...	১৩
মোটৈ সাজি রঙ্গ ডারা ...	১২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
যহ জিন্নরা অনমোল হৈ	... ৫০
যা ঘট ভীতর সপ্ত সমুন্দর	... ৮৫
রা ঘরকী সুধ কোর্জ ন বতাবে	... ৯৪
সখিয়ো হম হুঁ বলমাসী	... ১২৯
সতী কো কোন সিখারতা হৈ	... ৩৫
সব জগ রোগিয়া হো	... ২৮
সমুঝ দেখ মন মীত পিয়রবা	... ৭৫
সহজৈ রহে সমায় সহজ মে	... ৭২
সংতো সহজ সমাধ ভলী	... ৭৬
সার্জি বিন দরদ করেজে হোয়	... ১৩০
সাধো এক আপ সব মাহী	... ৯৫
সাধো একরূপ জগমাহী	... ৯৬
সাধো দেখো জগ বোরানা	... ৬
সাধো পাঁড়ে নিপুন কসার্জি	... ৩
সাধো ব্রহ্ম অলখ লখায়	... ৮৫
সাধো ভজন ভেদ হৈ ছায়া	... ২৪
সাধো ভার্জি জীবতহী কয়ো আসা	... ৫৭
সাধো যহ তন ঠাঠ তংবুরেকা	... ৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাধো শব্দ সাধনা কীটক	... ৬৬
সাধো সো জন উতবে পারা	... ১০
সুখ সাগর মে' আয়কে	... ৪৮
সুখ সিংধকী সৈরকা	... ৫৬
সুনতা নহী ধুন কী খবর	... ১১২
সুর পরকাশ তাঁহ রৈন কই	... ৩৬
সন্তন জাত ন পূছো নিরগুণিরা	... ১৬
সাধো কো হৈ কঁহ সে আয়ো	... ৯৭
সাধো সহজৈ কায়া সোধো	... ৯৮
সাঁই কে সঙ্গ সাসুর আঙ্গি	... ১০৯
সাঁঙ্গিঘর দাগ লগায় আঙ্গি চুংদরী	... ১১৫
সাঁই সে লগন কঠিন হৈ ভাঙ্গি	... ১১৭
সাঁঙ্গি সব কুছ দীনহ দেত কুছ না	... ১২০
হিলমিল মঙ্গল গাও মেরী সজনী	... ১১৯



কবীর

কবীর-পত্র ।

১

কোই রহীম কোই রাম বখানৈ,
কোই কহে আদেস ।
নানা ভেষ বনায়ে সর্বৈ মিল,
চুর ফিরে চহঁ দেস ॥
কহৈ কবীর অস্ত না পৈহো
বিনা সত্য উপদেশ ॥

কেহ বলেন, রাম আমার উপাস্ত, কেহ
বলেন আমার উপাস্ত রহিম, কেহ বলেন
প্রত্যাদেশই আমার চালক, এইরূপে সকলে

কবীর

নানা ভেদ ধারণ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া
মরিতেছেন। কবীর বলেন, সত্য জ্ঞান ভিন্ন
কখনই সেই রহস্যের অন্ত পাইবে না।

২

মন তু নাহক হৃদ মচায়ে
কর অস্নান ছবো নহি কাহু
পাতী ফুল চঢ়ায়ে।
মুরতসে ছনিয়া ফল মা'গৈ,
অপনে হাথ বনায়ে ॥
যহ জগ পূজে দেব দেৱা,
তীরথ বর্ত অনুহায়ে ॥
চলত ফিরত মেঁ পাবন্ধঃখিত ভয়ে
যহ ছঃখ কহাঁ সমায়ে ॥
সাঁচে কে সঙ্গ সাঁচ বসত হৈ
ঝুঠে মার হঠায়ে
কট্টে কবীর জই সাঁচ বস্তু হৈ
সহজ দর্শন পায়ে ॥

২

কবীর-গরু

হে কবীর, কেন তুমি ব্যর্থ গোলমাল
করিতেছ ? তুমি নিত্য স্নান কর এবং
অন্যকে ছুঁইতে তোমার ঘৃণা হয়—নিত্য তুমি
পুষ্পপত্রদ্বারা দেবতাকে পূজা করিতেছ ।
পৃথিবীর লোক নিজ নিজ হস্তে মূর্তি প্রস্তুত
করিয়া তাহার কাছেই ফল আকাজকা
করিতেছে । সমস্ত জগৎ দেবমূর্তি, জীনমূর্তি
পূজা করিতেছে, তীর্থ, ব্রত, স্নান করিতেছে ।
পর্যটন করিতে করিতে চরণ ক্লান্ত ও অবসন্ন
হইয়া আসিয়াছে, এই দুঃখের কোথায় অবসান
হইতে পারে ? সত্যের সঙ্গে সেই সত্যময়
বাস করেন—মিথ্যাকে মারিয়া হঠাইয়া দেয় ।
কবীর বলেন, যেখানে সত্যবস্ত আছে,
সেখানে সহজেই তাঁহার দর্শনলাভ হয় ।

৩

সাধো পাঁড়ে নিপুন কসাই ।

বক্রী মার ভেড় কো ধাবে ।

দিলমে দরদ ন আঁই ॥

৩

কবীর

কর অন্নান তিলক দে বৈঠে
বিধি সে দেবী পূজাঙ্গি ।
আতম মার পলক মে বিন্‌সে
রুধির কী, নদী বহাঙ্গি ॥
অতি পুনীত উঁচে কুল कहिये
सभा माँहि अधिकाङ्गि ।
ইনসে গুরুদীচ্ছা সব মাজে
হাঁসি আঁরে মোহিঁ ভাঙ্গি ॥
পাপ করণ কো কথা গুনাবেঁ
করম করাবেঁ নীচা ।
গায় বধৈ সো তুরুক কহাবে
যহ ক্যা ইনসে ছোট্টে ॥

হে সাধো, পুরোহিত বড় নিপুণ কসাই ।
(প্রাণহস্তা) পাঁঠা মারিয়া সে মেঘের প্রতি
ধাবমান— চিন্তে একটুও দয়া যোধ করে না ।
স্নান করিয়া তিলক ধারণ করিয়া বসিয়া
বসিয়া সে যথারীতি তাহা'ন দেবীকে পূজা

কবীর-পর্যবেক্ষণ

করে—আর পলকের মধ্যে প্রাণহিংসা
করিয়া রক্তের নদী বহাইয়া দেয়। আবার
অতি পবিত্র উচ্চকুল বলিয়া সভার মাঝে
গৌরব করে। ইহাদেরই নিকট লোকে দীক্ষা
গ্রহণ করে, শুনিয়া আমার হাসি পায়।
ইহারা পাপ কথা শুনার, নীচ কর্ম করার—
হায়রে, যাহারা গো বধ করে তাহাদের তো
ইহারা তুরুক বলেন। ইহারা কি তাহাদের
অপেক্ষা কম নাকি ?

৪

অরে ইন্‌ দুহু^০ রাহ ন পার্জি ।
হিন্দুকী হিংদবার্জি দেখী,
তুর্কন কী তুর্কার্জি ।
কঠেই কবীর শুনো ভাই সাখো,
কোন রাহ হ্‌বৈ বার্জি ॥

হায়রে, এই উভয়েই পথ পায় নাই।
হিন্দুর হিন্দুমানী দেখিয়াছি, মুসলমানের

কবীর

মুসলমানী দেখিরাছি। কবীর বলেন, হে
সাধো, কোন পথে আমি যাই ?

৫

সাধো দেখো জগ বোয়ানা ।
সাঁচ কহো তো মারন ধাৰে
ঝুঁঠে জগ পতিয়ানা ।
হিন্দু কহত হৈ রাম হমারা
মুসলমান রহিমানা ।
আপস মে দোউ লড়ে মরত হৈ
মরম কোই নহি জানা ॥
বহত মিলে মোহি নেমী শ্বর্মা,
প্রাত করে অন্নানা ।
আতম ছোড়ে পধানৈ পূজৈ,
তিনকা থোখা জানা ॥
নীতর পাথর পূজন লাগৈ,
তীরথ বর্ত ভুলানা ।
মালা পহিনে টোপী পহিনে,
ছাপ তিলক ক্ষমুমানা ॥

সাধী শটকৈ গারত ভুলে,
 আতম জ্ঞান ন জানা ।
 ঘর ঘর মন্ত্র জো দেত ফিরত হৈঁ,
 মায়াকে অভিমানা ।
 গুরুবা সহিত শিষ্য সব বুড়ে,
 অমুকাল পছতানা ॥
 বহুতক দেখা পীব ঔলিয়া,
 পঢ়েঁ কিতাব কুরানা ।
 কঠেঁ মুব্বীদ কবর বতলাবৈঁ,
 উনহুঁ খুদান জানা ॥
 হিন্দুকী দয়্যামেহর তুরকন কী,
 দোনোঁ ঘরমে ভাগী ।
 রহ করে জিবহ রহ ঝটকা মাঠেঁ,
 আগ দোউ ঘর লাগী ।
 যা বিধি হসত চলত হৈঁ হমকো
 • আপ কহাঠেঁ সানা
 কঠেঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
 • ইন মেঁ কোন দিবানা ।

কবীর

হে সাধু, দেখ জগৎ কেমন পাগল । যদি
সত্য কথা বল তবে তোমাকে মারিতে
চাহিবে, যদি মিথ্যা বল তো বিশ্বাস করিবে ।
হিন্দু বলেন, আমার রাম, মুসলমান বলেন
আমার রহিম—পরস্পরে উভয়ে মারামারি
করেন অথচ মর্শ্বকথা কেহই বুঝিলেন না ।
আবার ধর্ম ও বিধিরপালক নিত্য প্রাতঃস্মারী
অনেক দেখিয়াছি । তাঁহাদের জ্ঞান স্থূল,
কারণ তাঁহারা পরমাত্মাকে ছাড়িয়া পাষণকে
পূজা করেন । কেহ বা পিস্তল মূর্তি পাষণমূর্তি
পূজা করেন, তীর্থত্রেতে কেহবা ব্রাহ্ম
রহিয়াছেন, কেহ কেহ বা মাণ্য ধারণ করেন,
টুপী পরিধান করেন, ছাপা তিলক করেন,
দৌহা জপ করেন, ভজন গান করেন—কেবল
জানেন না পরমাত্মাকে । ঐ যে মিথ্যা অভি-
মানে মস্ত হইয়া ঘরে ঘরে মস্ত দিক্কা ফিরিতে-
ছেন—শিষ্যের সহিত সেই গুরু রসাতলে
যাইতেছেন—অস্তকালে পরিতাপ হইবে ।

কবীর-পত্র

পীর ফকীরও বহুত দেখিয়াছি—কেহবা ধর্ম-
গ্রন্থ কেহবা কোরাণ পড়েন তাঁহারা সবাই
শিষ্য করেন—গুপ্তবার্তা বলেন—অথচ
ঈশ্বরকে জানেন না। হিন্দুর দয়া মুসলমানের
করণা উভয়ের ঘর হইতে পলাইয়াছে।
একজন বলি দেয় অন্ত্রজন জবাই করে—
উভয়ের ঘরেই আগুন লাগিয়াছে। তাঁহারা
নিজেদের বুদ্ধিমান মনে করেন এবং আমাকে
উপহাস করেন। কবীর কহেন—হে সাধু,
ইহার মধ্যে কে পাগল আমাকে বল ?

৬

না জানে সাহব কৈসা হৈ ।

মুল্লা হোকর বাংগ যো দেবে ।

ক্যা তেরা সাহব বহরা হৈ ।

কীড়ী কে পগ নেবর বাজে,

সোভী সাহব সুন্তা হৈ ॥

কবীর

মালা ফেরী তিলক লগায়,
লম্বী জটা বঢ়াতা হৈ ।
অস্তর তেরে কুফর কটারী,
যৌ নহি সাহব মিলতা হৈ ॥

জানিনা সেই ঈশ্বর কেমন ? ঐ যে
মুন্না চীৎকার করিয়া ডাকিতেছেন তাহার
অর্থ কি ? তোমার প্রভু কি বধির ? হার,
অতি ক্ষুদ্র কীটের চরণেও যে সুপূর বাজে
তাহাও তিনি গুনিত পান্ । মালাই ফিরাও,
তিলকই লাগাও, লম্বা জটাই বাড়াও তোমার
অস্তরে শাণিত খড়া ;—এমন করিয়া ঈশ্বর
মেলে না ।

৭

সাধো সো জন উতরে পারা
জিন মনতে আপা ডারা ॥
কোঙ্গি কহে মৈ জ্ঞানী রে ভাই,
কোঙ্গি কহে মৈ ত্যাগী ।

কোঙ্গি কহে মৈঁ ইছরী জীতী,

অহং সবন কো লাগী ॥

কোঙ্গি কহে মৈঁ জোগীরে ভাই,

• কোঙ্গি কহে মৈঁ ভোগী ।

মৈঁ তো আপা দূর ন ডারা

কৈসে জীয়ে রোগী ।

কোঙ্গি কহে মৈঁ দাতারে ভাই,

কোঙ্গি কহে মৈঁ তপসী ।

নিজতত্ত নাম নিশ্চয় নহিঁ জানা

সব ভর্মমে খপনী ॥

কোঙ্গি কহে জোগ সব জানুঁ,

কোঙ্গি কহে মৈঁ রহনী ।

আতমদেব সোঁ পরচো নাইঁ,

রহ সব ঝুটা কহনী ॥

কোঙ্গি কহে ধর্ম সব সাঠে,

• ঔর বত সব কীন্হা ।

আপকী ভরম নিকসী নাইঁ তো,

কলেস বহত সির লীন্হা ॥

কবীর

গরব গুমান সব দূর নিবারে,
করনীকা বল নাহী' ।
কহে' কবীর সাহবকা বন্দা,
পহ' চা নিজ পদ মাহী' ॥

যে জন মন হইতে আপনাকে দূর
করিয়াছে সেই উত্তীর্ণ হইয়াছে । কেহ কহেন
আমি জ্ঞানী, কেহ কহেন আমি ভাগী,
কেহ কহেন আমি ইঞ্জিয়জ্ঞেতা—অভিমান
কিন্তু সকলেরই লাগিয়া আছে । কেহ বলেন
আমি যোগী, কেহ বলেন আমি ভোগী,
অভিমানই দূর হইল না—এখন রোগী বাঁচে
কেমন করিয়া? কেহ কহেন আমি দাতা,
কেহ কহেন আমি তপস্বী, আত্মার তত্ত্ব কেহই
নিশ্চিতরূপে জানিলেন না—সকলেই ভ্রমের
মধ্যে নিমগ্ন । কেহ কহেন আমি সব যোগ
জানি, কেহ কহেন রহস্য জানি—সেই
আত্মদেবকে বধন জানা হয় নাই তখন

কবীর-পুরাণ

এই সব কথাই ব্যর্থ। কেহ বলেন সব ধর্ম সাধন করিয়াছি, কেহ বলেন সব ব্রত পালন করিয়াছি—কিন্তু আত্মার ভ্রান্তি যদি দূর না হইয়া থাকে তবে কপালে অনেক ক্লেশ আছে। গর্জ অতিমান যে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, কর্মবন্ধন তাহার কাছে শক্তিহীন। কবীর কহেন, আমি সেই স্বামীর ভৃত্য— নিজপদে আমি উপনীত হইয়াছি।

৮

মো কো কহাঁ চুঁড়ো বন্দে ।
মৈতো তেরে পাসমোঁ ।
না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ,
না কাবে কৈলাস মোঁ ।
না তোঁ কোঁন জিয়া কর্ম মোঁ,
নহীঁ যোগ বৈরাগ মোঁ ॥
খোজী হোর তো তুরতে মিলিহৌ,
পল ভরকী তালাস মোঁ ।

কবীর

কহেই কবীর সুনো ভাই সাধো,

সব স্বাসো কী স্বাস মে ॥

হে সেবক, আমাকে কোণায় অনুসন্ধান
করিতেছ ? আমি তোমারই পার্শ্বে রহিয়াছি ।
আমি কোন মন্দিরে নাই, মস্জিদে নাই ।
কাবা তীর্থে আমি নাই, কৈলাসে আমি নাই,
ক্রিয়া কশ্মে আমি নাই, যোগে, বৈরাগ্যে
আমি নাই । যদি অব্বেষণ করিতে জান
তবে তৎক্ষণাৎ আমার দেখা পাইবে—
এক নিমেষ খুঁজিলেই পাইবে । কবীর
কহেন—হে সাধো, আমি সকল নিঃখাসের
নিঃখাসের মধ্যে আছি ।

৯

ঐসী দিবানী ছনিয়াঁ,

ভক্তিভাব নহি বুঝে জী ।

কোই আবে তো বেটা মাংগে,

যহী গুসার্দী দীজৈ জী ॥

কবীর-পদ্য

কোই আবে দুখ কা মারা,
হম পর কিরপা কীজৈ জী ।
কোই আবেতো দৌলত মাংগে,
ভেঁট কুটপয়া লীজৈ জী ।
সাঁচেকো কোই গাহক নাই,
ঝুঠে জগত খোজে জী ।
কট্টে কবীর শুনো ভাই সাধো,
অংশো কো কা কীজৈ জী ॥

হায়, এই ছুনিয়া এমন পাগল যে ভক্তির
ভাব কেহ বুঝে না। কেহ .পুত্রপ্রার্থী হইয়া
আসিয়া বলে, “হে গোসাঞী, আমাকে পুত্র
দাও।” কেহ দুঃখ-পীড়িত হইয়া আসে
আর বলে, “আমার উপর কৃপা কর।” কেহ
আসিয়া ধন .প্রার্থনা করে এবং ধন উপহার
দেয়। সেই পরম সত্যের গ্রাহক কেহ নাই—
সকলেই মিথ্যাকে অন্বেষণ করে। কবীর

কবীর

কহেন—“হে সাধু, এই অন্ধদের লইয়া
কি করা যায় ?”

১০

সস্তন জাত ন পুছো নিরগুনিয়া ।

সাধ ব্রাহ্মণ, সাধ ছতরী,

সাধে জাতী বনিয়া ।

সাধন মাঁ ছত্তীস কোম হৈ,

টেটী তোর পুছনিয়া ॥

সাধে নাউ সাধে ধোবী,

সাধ জাতি হৈ বরিয়া ।

সাধন মাঁ রৈদাস সস্ত হৈ,

সুপচ ঋষি সো ভঁগিয়া ।

হিন্দু ভূর্ক ছই দীন বনে হৈ,

কছু নহী পহচনিয়া ॥

সাধুদের জাতি বিজ্ঞাঙ্গা করা বৃথা ।
কারণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেই সাধনা
করিতেছে । সাধনার মধ্যে ছত্রিশ জাতি

আছে। সাধকের জাতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করাই
অদ্ভুত। নাপিত সাধনা করিয়াছেন, ধোপা
সাধনা করিয়াছেন, ছুতোর সাধনা করিয়াছেন।
সাধনার মধ্যে রৈদাস সাধক আছেন, ঋষি
ঋষি তো জাতিতে চামার। হিন্দু মুসলমান
সব জাতির লোকই সাধক হইয়াছেন, ইহার
মধ্যে কিছুই বিচার নাই।

১১

জাকে প্রেম ন আবত হিয়ে ॥

কাহ ভয়ে নরু কাসী বসে সে,

কা গংগা জল পিয়ে ।

কাহ ভয়ে নর জটা বঢ়ায়ে

কা গুদরীকে সিয়ে ॥

কারে ভয়ে কংঠীকে বাধে,

কাহ তিলক কে সিয়ে ।

কই কবীর সুনো ভাই সাধো

নাহক ঐসে জিয়ে ॥

কবীর

তাহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয় নাই
তাহার কাশীবাস করিলেই বা কি, গঙ্গাজল
পান করিলেই বা কি, কস্থা শিলাই করিলেই
বা কি ? তাহার কণ্ঠী পরিলেই বা কি, তিলক
লাগাইলেই বা কি ? কবীর কহেন—হে ভাই,
তাহার বাঁচিয়া থাকাই বৃথা ।

১২

কা জোগী মুদ্রা কবৈ,

সাহিব গতি-ন্তারী ।

ঝাড়ী জংগল বে ফিরেঁ,

অন্ধে বৈপারী ।

পূজা তর্পন জাপ মেঁ,

ভুলে ব্রহ্মচারী ॥

উলটা পবন চটায়কে,

জীবেঁ অধিকারী ।

বায় তজকে অজগর ভয়ে,

গয়ে বাজী হারী ॥

সুন্ন মহল কই সোইয়ে

জই নিস ঐধিয়ারী ।

কই কবীর বই সোইয়ে,

রবি সসি উজিয়ারী ॥

আমার স্বামীর নিগূঢ় লীলা । যোগী মুদ্রা-
যোগ অভ্যাসের দ্বারা তাঁহাকে কেমন করিয়া
জানিবে ? অন্ধ ধর্মের ব্যবসায়ী ঝাড়ে জঙ্গলে
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । ব্রহ্মচারী পূজা তর্পণ
জপে ভুলিয়া আছে । কুম্ভকের দ্বারা যোগী
যে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন, তিনি জগতের
বায়ু ত্যাগ করিয়া অজগর সর্পের গায় শক্তি-
লাভ করিয়া এই বিশ্বখেলায় বাজী হারাইলেন
—ব্রহ্মকে পাইলেন না ।

শূন্য আমার মন্দির, গভীর রজনীর গায়
সেখানে অঙ্ককার—কোথায় আমি বিশ্রাম
করিব ? কবীর কহেন, “সেইখানে শয়ন কর,
যেখানে তোমার মন্দিরে রবি শশী দীপ্যমান ।”

মন ন রঙ্গায়ে,

রঙ্গায়ে জোগী কপড়া ॥

আসন স্মারি মন্দির মেন্ বৈঠে

ব্রহ্ম ছাড়ি পূজন লগে পথরা

কনবা ফড়ায় জোগী

জটরা বচৌলৈ ।

দাঢ়ী বচায় জোগী,

হোই গৈলৈ বকরা ॥

জঙ্গল জায় জোগী,

ধুনিয়া রমৌলৈ ।

কাম জরায় জোগী,

হোই গৈলৈ হিঅরা ॥

মথরা মুড়ায় জোগী,

কপড়া রঙ্গৌলৈ ।

গীতা বাঁচকে,

হোই গৈলৈ লবরা ॥

কহিঁ কবীর,

সুনো ভাই সাধো

জম দরজবা,

বাকুল জৈবে পকড়া ॥

প্রেমের রঙ্গে মন না রঙ্গাইয়া যোগী তাহার
কাপড় রঙ্গাইয়াছে। দিব্য মন্দিরের মধ্যে
আসন করিয়া বসিয়া ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া
পাষণ পূজা করিতেছে। কান বিদীর্ণ করিয়া
যোগী জটাশুল্লি দীর্ঘ করিতেছেন—দাড়ী
বাড়াইয়া যোগী একেবারে ছাগলের মত হইয়া-
ছেন। অঙ্গলে যাইয়া যোগী ধুনি জ্বালাইয়া
বসিতেছেন এবং কামকে দগ্ধ করিয়া নপুংসক
হইয়া গিয়াছেন। মাথা মুড়াইয়া, কাপড়
রঙ্গাইয়া গীতা পড়িয়া, যোগী মিথ্যা বাচাণ
হইয়া গিয়াছেন। কবীর কহেন—“তোমাকে
বদ্ধ হইয়া মৃত্যুর দ্বারে যাইতে হইবে।”

জব মৈঁ ভুলারে ভাদ্দি,
 মেরে সতগুর জুগত লখাঈ ॥
 কিরিয়া কস্ম অচার মৈঁ ছাঁড়া,
 ছাঁড়া তীরথকা ন্হানা ।
 সগরী ছনিয়া ভুঈ সয়ানী,
 মৈঁ হী ইক বোরানা ॥
 না মৈঁ জানুঁ সেবা বংদগী,
 না মৈঁ ঘণ্ট বজাঈ ।
 না মৈঁ মুরত ধরী সিংঘাসন,
 না মৈঁ পুছপ চড়াঈ ॥
 না হরি রীবে জপ তপ কীন্হে,
 না কায়াকে জারে ।
 না হরি রীবে ধোতী ছাঁড়ে,
 না পাঁচো কে যারে ॥
 দয়া রাখি ধরম কো পাতৈল,
 জগ সোঁ রহে উদাসী ।

আপনা সা জীব সব কো জানৈ,
তাঁহি মিলৈ অবিনাসী ॥
সহৈ কুশল বাদকো ত্যাগৈ
ছাঁড়ৈ গরু গুমানা ।
সস্ত নাম তাহি কো মিলিহৈ
কহৈ কবীর সূজানা ॥

হে ভাই, যখন আমি ভুলিয়াছিলাম তখন সেই আমার সদগুরুই আমাকে যুক্তিযুক্ত পথ দেখাইয়াছেন। আমি তখন ক্রিয়াকর্ম্ম আচার ছাড়িলাম—তীর্থে তীর্থে স্নান ছাড়িলাম। তখন দেখি কি সমস্ত সংসারই মহাজ্ঞানী আমিই একা পাগল, তাহাদের মধ্যে থাকিয়া সকলকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছি। সেদিন হইতে আমি না জানি দণ্ডবত প্রণাম—না বাজাই ঘণ্টা—না আমি সিংহাসনে কোন মূর্ত্তি স্থাপন করি—না আমি পুষ্পের দ্বারা কোন প্রতিমা অর্চনা করি।

কবীর

অপতপ করিয়া দেহকে দখ্ব করিলেই
হরি তৃপ্ত হন না—পঞ্চেন্দ্রিয়কে বধ করিয়া
বসন পরিধান ত্যাগ করিলেই হরি তৃপ্ত
হন না ।

যে দয়ালু ধর্মকে পালন করে, জগতের
মধ্যে উদাসীন থাকে, সকল জীবকে আত্মবৎ
জ্ঞান করে, সেই অমৃতপুরুষকে প্রাপ্ত হয় ।
যে অপমান সহ্য করে, কু কথা ত্যাগ করে,
সকল গর্ভ হইতে যে মুক্ত, কবীর কহেন, সেই
সত্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয় ।

১৫

সাধো ভজন ভেদ হৈ গুরা ॥
কা মালা মুদ্রা কে পহিরে,
চন্দন ঘসে গিলারা ।
মুঁড় মুড়ায়ৈ সির জটা রাখায়ৈ,
অংগ লগায়ৈ ছারা ॥

কা পানী পাহন কে পূজে,
কন্দ মূল ফরহারা ।
কহা নেম তীরথ ব্রত কীন্হে,
জো নহি তস্ব বিচারা ॥
কা গায়ে কা পঢ়ি দিখ্লামে,
কা ভরমে সংসারা ।
কা সন্ধ্যা তরপনকে কীন্হে,
কা ঘট কন্ম্ব অচারা ॥
দৈ পরচে স্বামী হোয় বৈঠে,
করে বিষয় ব্যোহারা ।
জ্ঞান ধানকো মরম ন জানে,
বাদ করে নিঃকারা ॥
* ফুঁকে কান কুমতি আপনেসে,
বোঝ লিয়ো সির ভারা ।
বিন সত্গুরু ব্রহ্ম কেতিক বহিগে,
জোভ লহরকী ধারা ॥
গহীব গংভীর পার নাহি পার্বে,
খণ্ড অখণ্ড সে ছারা ।

কবীর

দৃষ্টি অপার চলব কো সহজৈ,
কটে ভরমকৈ জায়া ॥

নির্মাল দৃষ্টি আয়া জাকী,
সাহব নাম অধারা ।

কহৈ কবীর, তিহী জন আবে,
মৈ তৈ তৈজৈ বিকারা ॥

হে সাধু, সাধনার রহস্য অতিশয় নিগূঢ় ।
মাল্য ও মুদ্রা ধারণ করিলেই বা কি, ললাটে
চন্দন ঘসিলেই বা কি ? মাথা মুড়াইয়া,
জটা ধারণ করিয়া, অঙ্গে ভস্ম লেপন করিয়া,
জল বা মূর্তি পূজা করিয়া, কন্দ ফলমূল আহাৰ
করিয়া লাভ কি ?

যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে নাই তাহার
তীর্থ ব্রত নিয়ম পালন করিলে কি ? গাঃহিলেই
বা কি, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেই বা কি,
সংসারময় ভ্রমণ করিলেই বা কি, সন্ধ্যা তর্পণ
ষট্‌কর্ম আচরণ করিলেই বা কি ?

এই সব তত্ত্বজ্ঞানহীনেরা নিজেদের সাধু

বলিয়া জানায় এবং স্বামী হইয়া বসিয়া* বিষয় ভোগ করে ; ইহারা জ্ঞান ধ্যানের মর্ম্ম জানে না, কেবল বৃথা তর্ক করে ।

আপনার মাথায় শ্বর্ম্মের বোঝা অথচ অস্ত্রের কানে মন্ত্র দিয়া বেড়ায়—এমনই ইহাদের কুমতি, পরমগুরু ব্রহ্মকে না জানিয়া আর কতদিন ইহারা লোভের তরণে ভাসিয়া বেড়াইবে ?

নিগূঢ় যিনি, গভীর যিনি, যাঁহার পার পাওয়া যায় না, সীমা ও অসীমা হইতে যিনি অতীত অপার যাঁহার দৃষ্টি, সর্ব্বত্র যাঁহার অব্যাহত প্রবেশ, সেই ব্রহ্মই সকল ভ্রম-জাল মোচন করিতে পারেন ।

যাঁহার নির্ম্মল দৃষ্টি, যাঁহার আত্মা ব্রহ্ম নামের আধার, যিনি ‘আমি’ ‘তুমি’ এই ভেদজ্ঞানহইতে মুক্ত, তিনিই সাধানার রহস্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ—কবীর এই কথাই বলিতেছেন ।

কবীর

১৬

সব জগ রোগিয়া হো,
জিন বেহদ বৈদ ন খোজা ॥
ঝুঠে গুরুকো সব কোই পুঞ্জ,
সাঁচে না পতিয়াই ।
অন্ধে বাঁহ গহী অন্ধেকী
মারগ কোন দিখাই ॥

সংসারে সবাই রোগী হইয়া আছে—
কারণ যিনি অসীম বৈত্ত তাঁহার সন্ধান
এখনও লওয়া হয় নাই ।

মিথ্যা গুরুকেই সকলে পূজা করে—যিনি
সত্য তাঁহাকে কেহ প্রত্যয়ই করে না । অন্ধ
অন্ধেব বাহু ধরিয়া চলিয়াছে—এখন পথ
দেখাইবে কে ?

১৭

ওঁরোঁ কহুঁ বতায় সুনো,
পরপংচকে ফন্দা ।

২৮

পূজিঁ ভূত পিসাচ কাল

ঘর করৈঁ অনন্দা ॥

একাদসী নির্জল রহৈ,

ভগুতা শুনৈ পুরান ।

বকরা মারি মাস কৈ ভোজন,

ত্রৈসে চতুর সূছান ॥

অবে নিপট চণ্ডাল মহা-

পাপী অপরাধী ।

বিনা দয়া অজ্ঞান কারা

কাহৈঁ নহিঁ সাধী ॥

তোহি অস নিগুন্না বহুত ফিরত হৈঁ,

মনমেঁ করৈঁ গুমান ।

কহৈঁ কবীর জো প্রেমসে বিছুড়ে,

তাকো নরক নিদান ॥

মোহবন্ধন সম্বন্ধে আমি আরও বিশেষ
করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর :—ইহারা ভূত

কবীর

পিশাচ পূজা করেন এবং মৃত্যু তাহার ধামে
বসিয়া আনন্দ করিতে থাকে ।

ভক্ত মহাশয় তো একাদশীতে নির্জলা
উপবাস করেন, মনোযোগ দিয়া পুরাণ
শ্রবণ করেন । এদিকে আবার এমন বুদ্ধিমান
ও সহৃদয় যে ছাগ মারিয়া মাংস ভোজনটুকু
বেশ চলে । ওরে ওরে অত্যন্ত চণ্ডাল
মহাপাপী অপরাধী, দয়া বিনা তুই অন্ধকারে
রহিয়াছিস্—তোর দেহকে কেন তুই দয়ার
সাধনায় নিয়োগ না করিলি ?

তোর মত অকর্মণ্য বহু লোক জগতে
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—মনে তাহাদের গর্হ
কত ! কবীর কহেন, প্রেম হইতে যে
বিচ্ছিন্ন, নরকে তাহার নিশ্চয় গতি ।

১৮

অপনে স্মৃতকৈ মুণ্ডন করাবে,
ছুরা লগন ন পাবে ।

৩০

অজয়া কৈ চিংগনা ধর মারৈ,

তনিকো দয়া ন আরৈ ॥

আপনার পুত্রের মস্তকমুণ্ডন করাইবাব
সময় কত দয়া, কত সাবধান, মাথায় যেন
ক্ষুর না লাগে! আর ছাগের শিশু ধরিয়া
ধরিয়া বলি দেয়,—একটুও দয়া হয় না!

১৯

দেবী জীকো ধসসী ভেড়া

স্বীরন কো নৌ নেজা ।

উন সাহেব কো কুছভী নাই

বাঁহ পকড় জ্বিন ভেজা ॥

দেবীর জন্ত শাসী ভেড়া ; পীরদের জন্ত
উত্তম উত্তম দ্রব্য । সেই প্রভু. যিনি হাতে
ধরিয়া আমাদিগকে পাঠাইলেন তাঁহার জন্ত
কিছুই নাই !

জীবিত ব্রহ্মকে কোই ন পূটৈর,

মুরদাকে মেহমানী ॥

জীবন্ত ব্রহ্মকে কেহই পূজা কবে না
সকলেই মৃত দেবতাকে আদব কবে ।

কবীর উপদেশ

• ১

অবধু অমল কঠৈ সো পারৈ ।

জ্বৌলগ অমল অসর না হোরৈ,

তৌলগ প্রেম ন আরৈ ।

বিন খাষে ফল স্বাদ বখানৈ,

কহত ন সোভা পারৈ ।

আঁধর হাত লিয়ে কর দীপক,

কর পরকাস দিখারৈ ।

ওরন আগে কবে চাঁদনা,

আপ অন্ধরে ধারৈ ॥

হে সাধু, যে পবিত্র হয় সেই পায় ।
যে পর্য্যন্ত পবিত্রতার সাধনা সফল না হয় সেই
পর্য্যন্ত প্রেম হইতে পারে না । না পাইয়া যদি
কেহ ফলুর স্বাদ ব্যাখ্যা করে, তবে সে কথা

কবীর

শোভন নহে। অন্ধ যদি নিজ হস্তে দীপ
লইয়া আলোক দেখায় তবে অন্ধের নিকট
আলোক ধরিলেও সে স্বয়ং অন্ধকারে
ধাবিত হয়।

২

জবলগ ঘট সোঁ পরচে নাই,
তবলগ কিছু নহি পায়ো হো।
তীরথ ব্রত ঔর জপ তপ সংঘম,
য়া করনী মত ভুলো হো,
না কিছু নহাধা না কিছু ধোয়া
না কিছু ঘণ্ট বজায়া হো।
না কিছু নেতী না কিছু ধোতী
না কিছু নাচা গায়া হো ॥
সিঙ্গী সেল্হী ভভুত ঔর বটুয়া
সাঁঙ্গি স্বাংগসে ন্যারা হো
কঠেই কবীর মুক্তি যো চাহো
মানো শব্দ হমারা হো ॥

যে পর্য্যন্ত পরমাত্মার সহিত পরিচয় হয়
নাই সে পর্য্যন্ত কিছুই পাও নাই। তীর্থ,
ব্রত, জপ, তপ, সংযম এই সকল কর্ম্মই
ভুলিয়া থাকিও না।

আমি না নাহিলাম, না ধুইলাম, না ঘণ্টা
বাজাইলাম, না কিছু নেতী, না কিছু ধোঁতি,
না কিছু নৃত্য গীত করিলাম। শিঙা, মালা,
বিভূতি, ঝোলা এই সবহইতে সেই
স্বামী স্বতন্ত্র। কবীর কহেন, যদি মুক্তি
চাও তবে আমার কথা শোন।

৩

সতী কো কোন সিখারতা হৈ,

সঙ্গ স্বামীকে তন জারনা জী।

প্রেম কো কোন সিখারতা হৈ,

ত্যাগ মাছি ভোগ কা পানা জী।

স্বামীর সঙ্গে দেহ দন্ধ করিতে সতীকে
কে কবে শিখাইয়াছে? ত্যাগের মধ্যে

কবীর

ভোগকে লাভ করিতে প্রেমকে কে কবে
শিখাইয়াছে ?

৪

স্বর পরকাস, তঁহ রৈন কই পাইয়ে
রৈন পরকাস, নহি স্বর ভাসৈ ।
জ্ঞান পরকাশ, অজ্ঞান কই পাইয়ে
হোয় অজ্ঞান, তই জ্ঞান নাসৈ ।
কাম বলবান, তঁহ প্রেম কই পাইয়ে
প্রেম জই হোয় তঁহ কাম নাই ।
কহৈ কবীর যহ সত্ত্ব বিচার হৈ
সমঝ বিচার কর দেখ মাথী ॥

পকড় সমসের সংগ্রাম মেঁ পৈসিয়ে
দেহ পরয়ন্ত কর যুদ্ধ ভান্দি ।
কাট সির বৈরিয়ঁ দাব জইকা তইাঁ,
আয় দরবারমেঁ সীস নরাঙ্গি ॥

স্বর সংগ্রামকে দেখ ভাগে নহী,
দেখ ভাগৈ সোঙ্গি স্বর নাহী ।

কবীর উপদেশ

কাম ঔর ক্রোধ মদ লোভসে জুঝনা,
মচা ঘমসান তন খেত মাহী ॥
সীল ঔর সাঁচ সম্বোধ সাহী ভয়ে,
নাম সমসের তহাঁ খুব বাজে ।
কহৈ কবীর কোই জুঝিহে সুরমা
কাঘরী। ভীড় তঁহ তুত ভাজে ॥

সাধকা খেলতো বিকট বেঁড়া মন্তী
সতী ঔর সুরকী চাল আগে ।
সুর ঘমসান হৈ পলক দো চারকা,
সতী ঘমসান পল এক লাগে ॥
সাধ সংগ্রাম হৈ রৈন দিন জুঝনা
দেহ পর্য্যন্তকা কাম ভাজে ॥

XXXVII

সূর্য্য যেখানে প্রকাশিত সেখানে রাত্রি
কোথায় ? • রাত্রি যদি থাকে তবে সেখানে
সূর্য্য আলো দেয় না । যেখানে জ্ঞান
প্রকাশিত সেখানে অজ্ঞান কোথায় ?

কবীর

অজ্ঞান যদি থাকে তো জ্ঞান সেখানে বিনষ্ট
হইয়াছে।

কাম যেখানে বলবান্ সেখানে প্রেম
কোথায়? প্রেম যেখানে আছে সেখানে
কাম নাই। কবীর কহেন, ইহা সত্য বিচার,
অস্তরের মধ্যে ইহা ভাল করিয়া
বিবেচনা করিয়া দেখ।

খড়্গ লইয়া সংগ্রামে প্রবেশ কর। হে
ভ্রাতঃ, দেহপাত পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর। মুগ্ধচেদ
করিয়া শত্রুকে সেইখানেই পরাস্ত করিয়া সেই
প্রভুর দরবারে আসিয়া মস্তক অবনত কর।

বীর কখনও সংগ্রাম করিয়া পলায়ন করে
না, যে পলায়ন করে সে কখনই বীর নহে।
কাম, ক্রোধ, মদ, লোভের সহিত এই দেহ-
ক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ লাগিয়াছে। শীল এবং সত্য
সন্তোষের রাজ্যমধ্যে এই যুদ্ধ চলিয়াছে,—
নাম-খড়্গা সেখানে খুব ধ্বনিত হইতেছে।
কবীর কহেন, যদি কোন বীর যুদ্ধ করিতে

অগ্রসর হন, তবে সেই কাপুরুষদের ভীড় এক
নিমিষে পলায়ন করে ।

সাধকের যুদ্ধ অতিভীষণ, অতি দুষ্কর ।
সতী ও বীরের ব্রত অপেক্ষা সাধকের ব্রত
অনেক দুর্কর । বীরের যুদ্ধ দুই চারি দণ্ডের,
সতীর যুদ্ধ দুই এক পনের । সাধকের সংগ্রাম
দিবারাত্র চলিয়াছে, যতকাল কায়া আছে
ততকাল সেই যুদ্ধের অবসান নাই ।

৫

অরে মন ধীরজ কাছে ন ধরৈ ।

পসু পংছী•জিব কীট পতংগা

সব কী সুদ্ধ করৈ ।

গৰ্ভ বাসমেঁ খবর লেতু হৈ

বাহর কোঁ। বিসরৈ ॥

মন তু হসনসে * সাহেবকে

ভটকত কাছে ফিরৈ ।

* হসন অর্থে ভাল, আনন্দ ও কল্যাণও হয় ।
সুকীদের সাধন-শাস্ত্র হইতে এই শব্দটি গৃহীত ।

কবীর

পীতম ছোড় ঔরকো ধ্যাটের,
কারজ ইকন সটের ॥

হে মন, কেন তুমি ঠৈখ্যা ধরিতেছনা ?
ঘিনি পশু, পক্ষী, জীব কীট পতঙ্গ সকলের
খবর নেন ; গর্ভে থাকিতে ঘিনি খবর
নিয়াছেন, বাহিরে কি তিনি খবর নিবেন না ।

হে মন, প্রভুর হাসি হইতে দূরে
দূরে কেন পলাইয়া ফিরিতেছে ? প্রিয়তমকে
ছাড়িয়া তুমি অগ্রণে ধ্যান করিতেছ—তাই
তোমার সব ব্যর্থ হইয়া যাষ্টতেছে ।

৬

চরণন ধ্যান লগায় কে রহৌ,
নাম লৌ লায় । •
তনিক ন তোহি বিসারি হৌ
য়হ তন রহে কি যায় ।

কবীর উপদেশ

তোমাব নাম-খ্যান লইয়া তোমার চরণের
খ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিব। এট দেহ থাকুক
না যাউক, এক পলের ক্ষণও তোমাকে বিস্মৃত
হইব না।

৭

প্রেম গঠো নিবস্তর রহো,
তনিক ন আঁর পীব
যহ লীলা হৈ মুক্তিকী
গরত দাস কবীর।

প্রেমকে গ্রহণ করিব। নির্ভর থাকিব।
লেশমাত্র পীড়া আসিবে না। দাস কবীর
গাহিতেছেন, ঐহাই মুক্তির সহজ লীলা।

৮

বার্তী মুক্তি না হোই হৈ
ছাট্ট চতুরাঙ্গ হো ॥
এক প্রেম জানে বিনা
ভূলা ছনিয়াঙ্গ হো।

কবীর

বেদ কতবে ভবজাল হৈ,
মরি হৈ বোরাঙ্গি হো ॥
মুক্তি ভার কুছ 'ওব হৈ
কোই বিবলে পাঙ্গি হো ।
বসহ হমানে দেশরা,
জম তলব নসাদি হো ॥
কহৈ কবীর পুকারিকে,
সাধুন সমুঝাঙ্গি হো ।
সন্ত সজীবন প্রেম হৈ
সত গুরুচি লখাঙ্গি হো ॥

চতুরতা ত্যাগ কব, বাক্যধারা
মুক্তিলাভ কবা সম্ভবনয় । একমাত্র প্রেমকে
যতদিন না জানিবে ততদিন এই বিশ্ব-জগতে
দ্রাস্ত হইয়া ঘুরিবে । বেদ ও কোরাণ
ভববন্ধনস্বরূপ ; ইহাদের মধ্যে তুমি পাগল
হইয়া মরিবে । মুক্তি ও প্রেম অস্ত কিছু,
বিবলে ইহাদিগকে কেহ পায় । এস ভাই,
আমার দেশে আসিয়া বাস কর, মমের

আস্থান তুমি অতিক্রম করিবে। কবীর
চাৎকার করিয়া বলিতেছেন, প্রেমই একমাত্র
সত্য, প্রেমই একমাত্র জীবনাধার, সদ্গুরু এই
লক্ষ্যই স্থির করিয়া যেন।

৯

প্রেম লগন ছুটে ন'হৌ

সেই সাধু সরানা হৌ।

ক্যা সরায় কা বাসনা,

সব লোগ বেগানা হৌ ॥

হুআ ভোর চল দরবার মে,

সব কো পহচানো হৌ ॥

সেই সাধুই জানী প্রেমের সংযোগ যাহার
আর ছুটিবার নহে। পাছশালার বাস করি-
তেছ, সমস্ত লোক তোমার অপরিচিত, এখন
তোমার হইয়াছে সেই দরবারে চল—সকলেরই
পরিচয় লাভ করিবে।

জগতসেঁ পবব নহী পলকী ॥

ঝুট কপট করি বন্ধ জোরিন

বাত করেঁ ছলকী ।

কামকী পোট ধবে সির উপর

কিস বিধি হোয় হলকী ॥

জ্ঞান বৈরাগ প্রেম মন রাপো

কহেঁ কবীরা দিল কী ॥

এক পলকব জ্ঞাও জগৃতেব সঙ্গে
তোমাব পরিচয় হইল না। ছলনার কথা
কহিতেছ এবং মিথ্যা ও কপটাচরণ করিয়া
আপনার বন্ধন প্রস্তুত করিতেছ। কামনার
বোঝা তোমার মাথার উপরে রহিয়াছে—
হালকা হইবে কেমন করিয়া? কবীর
অনুরোধ কথা বলিতেছেন—জ্ঞান, বৈরাগ্য ও
প্রেমকে প্রাণের মধ্যে রাখ।

জোগ জাপ নেম ব্রত পূজা

বহু পরপাচ পসারা হো ।

সতগুরু পীর জীবকে রক্ষক

তাসে কেরো মিলানা হো ॥

জাকে মিলে পরম সুখ উপজৈ,

পারো পদ নির্কানা হো ।

কহেই কবীর তহাঁ পহঁ চাউঁ,

সতপুরুষ দরবারা হো ॥

যোগযাগ নিয়ম ব্রত পূজা প্রভৃতি কত
ব্যাপারই বিস্তীর্ণ হইয়াছে ।

যিনি সদ্গুরু, যিনি প্রিয়, যিনি
জীবের রক্ষাকর্তা, তাঁহার সহিত মিলন
কর,—যাঁহার সঙ্গে মিলনে পরমানন্দ
ও নির্কাম-পদকে প্রাপ্ত হওয়া যায় । কবীর
কহেন, আমি সেখানে পৌছাইয়া দিব যেখানে
সত্য পুরুষের দরবার ।

মনরে অবকী বের সম্হারো ॥
 পূর রহেঁ। জগদীশ গুরু তন
 বা সে রহো নিয়ারো।
 কট্টেই কবীর সুনো ভাঙ্গি সাধো,
 সব ঘট দেখনহারো ॥

হে মন, এইবার নিজকে নিজে সামলাও।
 ত্রৈ যে জগদীশ জগতের গুরু তোমার তমুকে
 পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন—তাহার নিকটে
 অবস্থান কর। কবীর কহেন, হে সাধু, সকল
 জীবকে তিনি সর্বদা দেখিতেছেন।

মন করলে সাহবসে প্রীত।
 সরন আয়ে সো সবহী উবরে,
 ত্রৈসী উনকী রীত।
 ত্রৈসো জন্ম বহর নহিঁ পৈহো,
 জাত উমির সব বীত।

হে মন, সেই স্বামীর সঙ্গে প্রেম করিয়া
 লও। যে তাঁহার শরণ লয় তাহার আর কল্প
 নাট, এমনই তাঁহার রীতি। এমন জন্ম আর
 ফিরিয়া পাইবে না; তোমার বয়স বহিয়া
 গেল।

১৪

কায় কোট মেরে কাম বিরাজ
 সো জম কে গঢ় ছায়ো।
 জনম মরনতে অমীকী ধারা
 প্রেম পিয়ালা লাও ॥
 সরস গগন যেরে হোত মহা ধুন
 সাধন সুন উঠি ধাও।
 রাগ গভীরা কহে কবীরা,
 স্তল ব্রহ্ম জগাও।

তোমার দেহমন্দিরে যে কাম বিরাজ করে
 সেই তো মৃত্যুর দুর্গ বাঁধিয়াছে! জনম হইতে

কবীৰ

মরণ পর্যান্ত অমৃতের প্রবাহ চলিয়াছে—
প্রেমের পেয়ালা গ্রহণ কর । গগনে যে সরস মহা
সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে সাধনার তাহা শুনিয়া
উষ্ণীয়া ধাবিত হও । গভীর রাগিণীতে কবীর
কহিতেছেন, “সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগ্রত কর ।”

১৫

সুপসাগরমে আয়কে,

মত জা রে প্যাসা ।

অজহ সমঝ নর বারেরে,

জম কবত তিরাসা ॥

নিশ্চল নীর ভরের তেরে আগে

পীলে স্বাসো স্বাসা ।

মৃগতৃন্না জল ছাঁড় বারেরে

করো সুধারস আসা ॥

ক্র প্রহলাদ শুকদেব পিরা

ওঁর পিয়া রৈদাসা

কবীর উপদেশ

প্রেমহি সংত সদা মতবালা

এক প্রেমকী আসা ॥

কইই কবীর শুনো ভাই সাধো

মিটগঙ্গ ভয়কী বাসা ॥

হে বিভ্রান্ত মানব, সুখসাগরে আসিয়া
পিপাসার্ত্ত হইয়া ফিরিয়া যাইও না। এখনও
প্রবুদ্ধ হও—কারণ মৃত্যু ভয় তোমাকে
ধরিয়া রহিয়াছে। তোমার সম্মুখে
নির্ম্মল নীর ভরিয়া আছে, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
পান করিয়া লও। হে উন্মত্ত, মৃগতৃষ্ণার
পশ্চাতে ধাবমান হইও না—সেই অমৃত-
রসের আকাজকা কর। ঞ্জব, প্রহ্লাদ ও
শুকদেব ইহা পান করিয়াছেন; আর পান
করিয়াছেন সাধক রইদাস।

প্রেমেই সাধক সদাই মত্ত। এক প্রেমেই
তীর্থার আশা। কবীর কহেন, হে সাধু ভয়ের
বাসা ভাঙিয়াছে।

কবীর

১৬

ভ্রমকে তালা লগা মহল যে

প্রেমকী কুঁজী লগাব ।

কপট কিরড়িয়া খোল করে

যহি বিধি পিয়কো জগাব ॥

কহেই কবীর সুনো ভাই সাধো

ফির ন লগৈ অস দাব ॥

মহলে ভ্রমের তালা বন্ধ আছে—প্রেমের
চাবী লাগাও । এমন করিয়াই কপটের ছয়র
খুলিয়া সেই ভবনের মধ্যে প্রিয়তমকে আগ্রত
কর । কবীর কহেন, হে ভাই এমন সুবিধা
কি আর পাইবে ?

১৭

যহ জিয়রা অনমোল হৈ

ভয়ো কোড়ীকো ফেকারে ।

এই প্রাণ অমূল্য ইহাকে এক কড়ার
বাজীতে দান রাখিয়াছ !

১৮

কোই ভূলা মন সমুখাবে ।
বোয় বকুল, দাখ ফল চাইহে,
সো ফল কৈসে পাবে ।

ভোলামনকে কে বুঝাইবে ? সে বাবুলা
কাঁটা রোপণ করিয়া ড্রাক্সা ফল চাহিতেছে,
সে ফল কেমন করিয়া পাইবে ?

১৯

ছিমা গহৌ হো ভাঈ
ধর বালম চরনী ধ্যান রে ।
মিথ্যা কপট তজো চতুরাঈ
তজো জাতি অভিমান রে ॥
দয়া দীনতা সমতা ধাবো,
• হো জীবত মৃতক সমান রে ।
স্বরত নিরত্ত মন পবন এক কর
সুনো শব্দ ধুন তান রে ॥

কবীর

কট্টে কবীর পছঁচো সত লোকা

জই রহে পুরুষ অমান রে ।

হে ভাই, ক্ষমাকে গ্রহণ কর, বলভের
চরণ ধ্যান কর । মিথ্যা, কপটতা, চতুরতা,
ও জাতির অভিমান ত্যাগ কর । দয়া, দীনতা,
সাম্য অভ্যাস কর এবং জীবিত থাকিতেই
মৃতের স্থায় হও ।

প্রেম ও বৈরাগ্য, মন ও জীবন ক্রিয়াকে
এক করিয়া বিশ্বসঙ্গীতের ধ্বনি ও তান
শোন । কবীর কহেন, এই উপায়ে সেই
সত্যলোকে উত্তীর্ণ হও যেখানে অসীম
পুরুষের ধাম ।

২০

ধস্‌ম ন চীন্‌ই বাবরী,

কা করত বড়াঈ ।

বাতন লগন ন হোয়ঁগে

ছোড়ো চতুরাঈ ॥

সাধী শব্দ সন্দেস পঢ়ি

মত ভুলো ভাঙ্গি ।

সার প্রেম কছু ঔর হৈ

ধোজা মো পাঙ্গি ॥

ওরে পাগলিনী, স্বামীকেই চিনিম্ নাই
তুই কিসের বড়াই করিম্ ? চতুরতা ত্যাগ
কর, বাক্যের দ্বারা কখনও মিলন হইবার
নহে । ধর্মবিষয়ক শব্দ ও সন্দেশ পড়িয়া
ভুলিয়া থাকিও না । সার প্রেম এক স্বতন্ত্র
বস্তু—যে যথার্থভাবে চাহিয়াছে সে তাহা
পাইয়াছে ।

କବୀର ସାଧନା

୧

ଭକ୍ତି ସବ କୋଟି କରେ

ଭରମ ନା ଟରେ

ଭରମ ଉଞ୍ଚାଳ ହୁଏ ହୁଏ ଭାରି ।

ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତା ନହିଁ

ଭରମ ପୂଜିତ କିରେ

ହିଁକେ ନୈନକୈ ଫୋଡ଼ି ଡାରି ॥

କାଟି ସର ଜୀବ ଧର

ଧାମ ନିରଜୀବକୋ,

ଜୀବକେ ହତନ ଅପରାଧ ଭାରି ॥

ଜୀବ କା ଦର୍ଦ୍ଦ

ବେଦର୍ଦ୍ଦ କସକେ ନହିଁ

ଜୀବକେ ସ୍ବାଦ ନିତ ଜୀବ ମାରି ॥

ধন্য সৌভাগ্যিন্

সাধু সংগত করী

জ্ঞানকী দৃষ্টি লীলৈ বিচারী ॥

সস্ত দাবা গহো

আপ নির্ভয় রহো

আপকো চীনহ লখ নাম সাবী ॥

কই কবীর তু

সস্তকো নজর কর

বোলতা ব্রহ্ম সব ঘটকো উজারী ।

অনেকেই ভক্তি করে অথচ ভাস্তি
টলে না। ভাস্তি বড়ই অজ্ঞান, ভাস্তি
ঘোর দুঃখও সংশয়েব আগার ।

ইহারা ব্রহ্মকে চেনেনা ভাস্তিকেই পূজা
করিয়া বেড়ায়—হৃদয়ের নেত্রকে ইহারা
উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছে । জীবিতের
শির কাটিয়া ইহারা নির্জীবের সম্মুখে পূজা
দেয় । জীবের হত্যায় যে ঘোর পাপ আছে,

কবীর

জীবের যে দুঃখ ও বেদনা আছে, ইহারা
সে সব বিবেচনা করে না—নিত্য জীবহত্যা
করিয়া ইহারা রসনা তৃপ্ত করে। তিনি ধন্য
যিনি সাধুর সঙ্গ করিয়াছেন এবং বিচারের দ্বারা
জ্ঞানের দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন।

তোমার যে সত্য দাবী আছে তাহা
গ্রহণ কর, নির্ভয় হও, আপনাকে চিনিয়া লও,
সকলের সার ব্রহ্মকে লক্ষ্য কর। কবীর
কহেন, তুমি সত্যের দিকে নেত্রপাত কর।
চাহিয়া দেখ, সকল জীবকে উজ্জ্বল করিয়া
ব্রহ্মই নিরন্তর দীপ্যমান।

২

সুপ সিংধকী সৈরক।

স্বাম তব পাই হৈ

চাহকা চৌতরা ভুল আবে।

বীজকে মাহি জেঁয়া

বৃচ্ছ বিস্তার য়েঁ।

চাহকে মাহিঁ সব রোগ আবে ॥

তোমার অমৃতসিক্তে বিহারের স্বাদ
পাইয়া আমার চাওয়ার বাণাই ঘুচিয়াছে ।
বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষের বিস্তার, তেমনি
এই চাওয়ার মধ্যেই যত রোগ ।

৩

সাধো ভাঙ্গি জীবতহী করো আসা ॥
জীবত সম্বে জীবত বুঝে,
জীবত মুক্তি নিরাসা
জীবত করমকী ফাঁস ন কাটা
মুয়ে মুক্তিকী আসা ॥
তন ছুটে জিব মিলন কহত হৈ
সো সব ঝুঠী আসা ।
অবহঁ মিলা সো তবছ মিলেগা
নহি তো জমপুর বাসা ॥
সত্ত গহে সত গুরুকো চীনহে
সত্ত নাম বিশ্বাসা ।

কবীর

কট্টে কবীর সাধন হিতকারী

হম সাধনকে দাসা ॥

হে বন্ধু, বাচিয়া থাকিতে থাকিতেই
তাঁহাকে আকাজ্জা করিয়া লও। বাচিয়া
থাকিতে থাকিতে বুঝিয়া গুনিয়া লও, কারণ
জীবনের মধ্যেই মুক্তির নিবাস। জীবিত
থাকিতে যদি কর্মের ফাঁস না কাটে তবে
মরিলে মুক্তির আশা কি? দেহত্যাগ
হইলেই তাঁহার সহিত মিলন হইবে সে আশা
মিথ্যা। যদি এখন মিলিয়া থাকে তবে তখনো
মিলিবে, নতুনা যমপুরে তোমার বাসা। সত্যে
অবগাহন কর, সৎগুরুকে জান, সত্য নামে
বিশ্বাস কর। কবীর কহেন, আমি সাধনের
দাস, কারণ সাধনই হিতকারী।

৪

বাগো না জারে না জা,

তেরে কামা মে গুলজার।

সহস্র কংকণপর বৈঠকে

তু দেখে রূপ অপার ॥

কুম্বমোছানে যাইও না, হে বন্ধু, কুম্বমো-
ছানে যাইও না ; তোমার অন্তরেই পুষ্পবন ।
সহস্র কমলদলের উপর বসিয়া তুমি তাঁহার
অপার রূপদর্শন কর ।

•

সাধো যহ তন ঠাঠ তংবুরেকা ॥

ঐঁ চত তার মরোরত খুঁটি,

• নিকসত রাগ হজুরেকা ।

টুটে তার বিখর গঙ্গ খুঁটা

হো গয়া ধুরম ধুরেকা ॥

কট্টে কবীর সুনো ভাই সাধো

অগম পংথ কোই সুরেকা ॥

হে বন্ধু, এই তমু তাঁহার বীণা তাই তিনি
ইহার তার টানিয়া খুঁটা মোচড়াইয়া ব্রহ্ম-

কবীর

রাগিণী বাহির করিতেছেন । যদি তার
ছিঁড়িয়া যার, কি খুঁটা শিথিল হইয়া যার,
তবে ধূলার যন্ত্র ধূলায় পরিণত হইবে ।
কবীর কহেন, শুন ভাই সাধু, কেবল স্বয়ং
ব্রহ্মই সেই সুর বাজাইয়া তুলিতে পারেন ।

৬

অনধু ভজন ভেদ হৈ ন্যারা ॥

ক্যা গায়ে ক্যা লিখ বস্তলারে

কা ভমে সংসারা ।

কা সঙ্ঘা তর্পনকে কীন্হে

জো নহিঁ তত্ত বিচারা ॥

মুড় মুড়য়ে সির অটা রথয়ে

ক্যা তন লয়ে ছারা ॥

ক্যা পূজা পাহন কী কীন্হে

ক্যা ফল কিরে অহারা ॥

বিনা পরচে সাহেব হো বৈঠে

বিষয় কঠৈ ব্যোপারা ।

জ্ঞান ধ্যান কা মর্শ্ব ন জানৈ
 বাদ কঠৈ অহংকারা ॥
 অগম অধাহ মহা অতি গহরা
 বীজ ন ধেত নিবারা
 মহা সো ধ্যান মগন হ্বে বৈঠে
 কাট করমকী ছারা ।

হে সাধু, ভজনের রহস্য বড়ই গভীর ।
 গান গাহিয়া, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া, সংসার
 ভ্রমিয়া, সন্ধ্যাতর্পণ করিয়া, কি হইবে যদি
 তত্ত্ববিচার না করিলে ? মস্তক মুণ্ডিত করিলে,
 মাথায় জটা রাখিলে, শরীরে ছাই মাখিলে,
 পূজা অর্চনা করিলে, ফলাহার করিলেই
 বা কি হইবে ?

ঠাঁহার সহিত পরিচয় না করিয়াই সকলে
 মহাত্মা হইয়া বসে এবং বিষয়ব্যবহার করে ।
 জ্ঞান ধ্যানের মর্শ্বও জানেনা, শুধু অহঙ্কারের
 কথা বলে ।

কবীর

অসীম অতল মহাগভীর সেই তব্ব,
কোথায় তাহার বীজ কোথায় তাহার ক্ষেত্র ।
সেই মহাধানে যে রুখ হইয়া যায় সে কর্ম-
বন্ধন হইতে মুক্ত ।

৯

নিস দিন প্রীত করো সাহিবসে
নাহিন কঠিন কঠোর ।
সত্য পুরুষ ইক বসেঁ পছম দিস
তাসেঁ। করো নিহোর ।
আবে দরদ রাহ তোহি লাবে
তব পৈহো নিজ ওর ।

নিশিদিন সেই স্বামীর সহিত প্রেম কর,
আমি কোন কঠিন কঠোর কার্য্য করিতে
বলিতেছি না । এক সত্য পুরুষ সকলের
পশ্চাতে বসিয়া আছেন, তাঁহার নিকট প্রণত
হও । যদি প্রাণে বেদনা জাগ্রত হয় তবে

কবীর সাধনা

তোমাকে যথার্থ পথে লইয়া আসিবে এবং
তুমি নিজ গম্ভব্য প্রাপ্ত হইবে।

৮

পীলে প্যালা হো মতরালা

প্যালা নাম অমীরসকা রে।

কহৈ কবীর সুনো ভাই সাধো

নখ সিখ পুর রহা বিষকা রে।

কবীর কহেন হে সাধু, নখ হইতে শিখা
পর্যাস্ত বিবে পরিপূর্ণ। আজ প্যালা ভরিয়া
সুধা পান কর আজ মত্ত হও,—নামামৃত
রসের প্যালা আজ পান কর।

৯

অনধু মায়া তজী ন জাদি ॥

গিরহ তজকে বস্তর বাধা

বস্তর তজকে ফেরী ॥

কাম তজ্জেতে ক্রোধ ন জাদি

ক্রোধ তজ্জেতে লোভা।

কবীর

লোভ তজে অহংকার ন জাঈ
মান বড়াই সোভা ॥
মন বৈরাগী মায়্যা ত্যাগী
শকমেঁ সুরত সমাঈ
কহেঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
য়হ গম বিয়লে পাঈ ।

মায়্যা কেমন করিয়া ত্যাগ করা যায়
বলতো ভাই? বসনগ্রহি ত্যাগ করিলাম
তো বসন বাধিতে লাগিলাম—বসন বাধা
ত্যাগ করিলাম তো বস্ত্রের ফেরী অভ্যাগ
করিলাম । কাম ত্যাগ" করি তো ক্রোধ
থাকে; ক্রোধ ছাড়ি তো লোভ থাকে, লোভ
ত্যাগ করি তো অহংকার অভিমান শ্রেষ্ঠতার
গর্ব আসিয়া উপস্থিত । মন বৈরাগ্যবশতঃ
মায়্যাকে ত্যাগ করিল . অথচ শাস্ত্রকে
আঁকড়াইয়া রাখিল । কবীর কহেন, সেই সত্য
পথ কচিৎ কেচ পায় ।

ଅବଧୁ ଭୁଲେକୋ ସର ଲାବେ
 ସୋ ଜନ ହମ୍‌କୋ ଭାବେ ।
 ସବମେଁ ଯୋଗ ଭୋଗ ସରହୀମେଁ
 ସର ତଜ୍ଜ ବନ ନହିଁ ଜାବେ ॥
 ସବମେଁ ଜୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ ସରହୀମେଁ
 ଜୋ ଗୁର ଅଳଖ ଲଖାବେ ।
 ସଠଜ୍ଜ ସୁମ୍‌ମେଁ ରହେଁ ସମାନା
 ସହଜ୍ଜ ସମାଧି ଲଗାବେ ॥
 ଉନ୍ମୁନି ରହେଁ ବ୍ରହ୍ମକୋ ଚୀନ୍‌ଟେ
 ପରମ୍ ତବ୍‌କୋ ଧ୍ୟାବେ ।
 ସୁବତ ନିରତସେଁ ମେଳା କରକେ
 ଅନହଦ ନାଦ ବଜାବେ ॥
 ସରମେଁ ବସତ ବସ୍ତୁଭି ସର ହେ
 ସରହୀ ବସ୍ତୁ ମିଳାବେ ।
 କଟେଁ କବୀରା ସୁନୋହୋ ଅବଧୁ
 କେଁ ଯା କା ଚେଁ ଯା ଠହରାବେ ॥

কবীর

লাহকে যে ঘরে ফিরাইয়া আনে সেই
আমার প্রাণের প্রিয় । ঘরের মধ্যেই যোগ,
ঘরের মধ্যেই ভোগ, ঘর ছাড়িয়া কেন বনে
যাওয়া ? ব্রহ্ম যদি তবু দেখাইয়া দেন তবে
দেখিব যে ঘরেই যুক্ত ঘরেই মুক্ত । সেইত
আমাব প্রিয় সে সহজেই ব্রহ্মের মধ্যে মগ্ন
পাকে, সহজেই সমাধিতে লগ্ন হয় । যে
উন্নতা, যে ব্রহ্মকে জানে, যে পরম তত্ত্বকে ধ্যান
করে, যে প্রেম ও বৈরাগ্যকে সঙ্গত করিয়া
অসীম রাগিনী বাজাইয়া তোলে, সেই
আমার প্রিয় । কবীর কহেন—ঘরই বসতি
ঘরেই ব্রহ্ম বস্তু, ঘরই সেই বস্তুকে মিলাইয়া
দেয়, ঠিক যেমন আছ তেমনিই স্থির থাক সব
মিলিবে ।

১১

সাধো শব্দ সাধনা কীটক ।

জেহী শব্দতে প্রগট ভয়ে সব

সোই শব্দ গহি লীটক ।

শব্দ গুরু শব্দ সুন সিব ভয়ে
 শব্দ সো বিরলা বুনে
 সোই সিধ্য সোই গুরু মহাতম
 জেহি অন্তর গতি দৈব ।
 শব্দ বেদ পুৰান কহত হৈ
 শব্দ সব ঠহরাবৈ
 শব্দ সুর মুনি সংত কহত হৈ
 শব্দ ভেদ নাহি পাবৈ ।
 শব্দ সুনসুন ভেব ধরত হৈ
 শব্দ কহৈ অমুরাগী,
 ষট্ দর্শন সব শব্দ কহত হৈ
 শব্দ কহে বৈরাগী ।
 শব্দ কায়া জগ উতপানী
 শব্দ কেরি পসারা
 কহৈ কবীর জঁহ শব্দ হোতহৈ
 তবন ভেদ হৈ জ্বারা

হে সাধু, সেই শব্দের সাধনা কর ।

কবীর

যেই শব্দহইতে বিশ্ব সমুৎপন্ন সেই শব্দকে
গ্রহণ কর। সেই শব্দই গুরু, তাহা
শুনিয়াই শিষ্য হইয়াছি। কল্প জনে সেই
শব্দের মর্ম্ম জানে? বেদ, পুরাণ সেই
শব্দই কহিতেছেন। সেই শব্দই বিশ্ব-
সংসার প্রতিষ্ঠিত। দেব, মুনি, সাধক সেই
শব্দের কথাই বলেন। সেই শব্দের
রহস্য কেহই জানেনা। সেই শব্দ শুনিয়া
গৃহী বৈরাগী হইয়াছেন, সেই শব্দ শুনিয়াই
বৈরাগী প্রেম লাভ করিয়াছেন। ষট্ দর্শন
সেই শব্দের কথাই বলেন, বৈরাগ্য সেই
শব্দের কথাই বলেন। সেই শব্দহইতে
বিশ্বদেহ উৎপন্ন, সেই শব্দই সব প্রকাশিত।
কবীর কহেন, কোথাহইতে যে সেই শব্দ
আসিতেছে তাহা কে জানে ?

১২

ভাই কোই সত গুরু সন্ত কহাবৈ

নৈনন অলখ লখাবৈ।

৬৮

•

কবীর সাধনা

প্রাণ পূজ্য কিরিয়্যতে স্তারা

সহজ সমাধ সিখাটৈ ।

স্মার ন ক্ল'ষ্টে পবন ন মোটৈক

নহি ভবখণ্ড তজাটৈ

যহ মন জায় যহাঁ লগ জবহী

পরমাতম দরশাটৈ ।

করম কটৈ নিঃকরম রহৈ জো

ঐসী জুগত লখাটৈ

সদা বিলাস জাস নহি তনমে

ভোগমে জোগ জগাবে ।

ধর্তী পানী অকাশ পবন মে

অধর ম'ড়িয়া ছাটৈ

সুন্ন সিখরকে সার সিলা পর

আসন অচল জমাটৈ

ভীতর রহা সো বাহর দেষ্টে

দুজা দৃষ্টি ন আটৈ ।

ভাই, সেই সদগুরুকেই আমি সাধু বলি

কবীর

যিনি এই নয়নে অরূপের রূপ দেখাইতে
পারেন ; যিনি প্রাণায়াম, পূজা, আচার
হইতে স্বতন্ত্র সহজ সমাধি শিখাইতে পারেন ;
দ্বার যিনি বন্ধ করান না, স্বাস যিনি রোধ
করান না, বিশ্বসংসার যিনি ত্যাগ করান না,
এই মন যখনি যেখানে লাগুক, সর্বত্রই
যিনি তাহাকে পরমাত্মা দর্শন করান এবং
কর্মের মধ্যেও নিষ্কর্ম থাকিবার শিক্ষা যিনি
দিতে পারেন ।

সদাই আনন্দ ; অন্তরে কোথাও বিন্দুমাত্র
ভয় নাই ; ভোগের মধ্যেও যোগ সদাই
জাগ্রত । ধরিত্রী, জল, আকাশ, পবন ব্যাপিয়া
সেই অসীম পুরুষের অনন্তধাম । সকল
শূন্যতার উর্ধ্বে বজ্রের ছায় কঠিন সাধকের
আসন । ভিতরে যিনি আছেন বাহিরেও
তাঁহাকেই দেখি, দ্বিতীয় আর কিছুই দৃষ্ট
হয় না ।

গগন ঘটা ঘহরানী সাধো
গগন ঘটা ঘহরানী
পূরব দিসসে উঠাট্টেই বদরিয়া
রিমঝিম বরসত পানী ।
আপন আপন মেঁড় সম্হারো
বহো জাত য়হ পানী ।
সুরত নিরত কা বেল নহায়ন
করৈ খেত নির্ঝানী ।
ধান কাট মার ঘর আরৈ
মোই কুসল কিসানী
দোনো খার বরাবর পরসে
জেবেঁ মুনী ঔব জ্ঞানী ।

আজ গগনে ঘোর ঘনঘটা, আজ ঐ
শোন মেঘের গভীর ধ্বনি । পূর্ক দিক হইতে
বাদল উঠিয়াছে, আজ রিমঝিম জলধারা বর্ষণ
হইতেছে ।

কবীর

আপন আপন ক্ষেত্রের আলি আজ
সামলাও, আজ এই জল বহিরা চলিল ।

প্রেম ও বৈরাগ্যের লতাকে আজ এই
রসে সিক্ত করিয়া মুক্তি ক্ষেত্র প্রস্তুত কর ।

ধান কাটিয়া যে ঘরে আনিতে পারিবে সেই
ত কুশল কৃষাণ । যদি সেই প্রেম বৈরাগ্যের
অগ্নে পূর্ণ পাত্র সমানভাবে পরিবেশন করিতে
পার, তবে মুনি জ্ঞানী সকলেই তোমার অগ্নে
পরম তৃপ্তি লাভ করিবেন ।

১৪

সহজৈ রহে সময় সহজদেঁ

না কহঁ আয়ে ন জায়ে ।

ধরৈ ন ধ্যান করৈ নহি জপতপ

রাম রহীম ন গাৱৈ ।

তীরধ বর্ত সকল পরিত্যাগৈ

স্বন্ন ডোর নহিঁ লাৱৈ ।

যোগ যুগ্ত তে ভরম ন ছুটে

জবলগ আপ ন সূৱৈ ।

কঠেই কবীর সেই সাধক পূরা
জো কোই সমঠে বুঠে ।

সহজেই সেই সহজের মধ্যে ডুবিয়া
থাকিতে হইবে ; না কোথাও ঘাইবে, না
কোথাও আসিবে । জপ, তপ, ধ্যান, রাম,
রহিম গাইবার কোন প্রয়োজন নাই । তীর্থ,
ব্রত সব পরিত্যাগ করিতে হইবে, মিথ্যা
আচারের বন্ধনে কোথাও বন্ধ হইবার
প্রয়োজন নাই । কবীর কহেন, আমার কথা
যে বুঝিবে সেই তো সাধক । যে পর্য্যন্ত আত্মা
দৃষ্ট না হন, সে পর্য্যন্ত যোগ বা জ্ঞান কিছুতেই
লাভি দূর হয় না ।

১৫

ভক্তিকা মারগ খীনারে ।
নহিঁ অচাহ নহিঁ চাহনা
চরনন গৌ লীনারে ।

কবীর

সাধনকে রস ধার মেঁ
রহে নিস দিন ভীনারে ।
রাগমেঁ স্রুত ঐসে বসে
বৈসে জল মীনারে ।
সাঁই সেকলমেঁ যেত সির কুছ
বিলম ন কীনারে ।
কহেই কবীর মত ভক্তিক
পরঘট কহ দীনারে ।

ভক্তির পথ অতি সূক্ষ্ম । তাহাতে চাহাও
নাই, না-চাহাও নাই । তাহার ধ্যান সেই
চরণে সম্পূর্ণ লীন । সাধনের রসধারার সে
নিশিদিন অভিষিক্ত । জলের মধ্যে যেমন
মীন তেমনি সে প্রেমের রাগে ডুবিয়া থাকে ।
স্বামীর সেবার মাথা দিতে সে কিছু বিলম্ব করে
না । ভক্তির এই গুণ কবীর প্রকাশ করিয়া
কহিতেছেন ।

১৩

সমুখ দেখে মন মীত পিয়রবা
আসিক হোকর সোনা ক্যারে ।
পায় হো তো দেলে প্যারে
পায় পায় ফিরেখোনা ক্যারে ॥
জব আঁখিরনমোঁ নিংদ ঘনেরী
তকিয়া ঠর বিছোঁনা ক্যারে ।
কই কবীর প্রেম কা মারগ
সির দেনা তো রোনা ক্যারে ॥

হে বন্ধু, হে প্রিয় আমার মন, বুঝিয়া
দেখ যে, প্রেম যদি করিয়াছ তবে ঘুমাইয়া
থাকা কেন? যদি পাইয়া থাক তবে দিয়া
লও; বার বার পাইয়া যদি থাক তবে হারাইয়া
ফেল কেন? চক্ষুতে যদি নিত্মা ঘনাইয়া
থাকে তবে শয্যা ও বাগিশের প্রয়োজন কি?
কবীর কহেন—প্রেমের পথ বলিতেছি।
যদি মাথাই দিতে হয়, তবে আর কাঁদা কেন?

সংতো সহজ সমাধ ভণী
 সান্ধি সে মিলন ভয়ো জা ধিনুতে
 সুরত ন অস্ত চলী ॥
 আঁখনি মুদ্ কান ন ক্রংধু ,
 কায়া কষ্ট ন ধার্ক ।
 থুলে নয়ন মৈঁ ইস ইস দেখুঁ
 সুন্দর রূপ নিহার্ক ॥
 কহঁ সো নাম সুনু সোই সুমিরন
 জো কর্ক সো পূজা ।
 গিরহ উদয়ান এক সম দেখুঁ
 ভাব মিটাউঁ ছজা ॥
 জই-জই জাউঁ সোই পরিকরমা
 জো কুছ কর্ক সো সেবা ।
 জব সোঁউ তব কর্ক ডণ্ডবত
 পূজুঁ ঔর ন দেবা ॥
 শব্দ নিরস্তর মহুয়া রাতা
 মলিন বচন ত্যাগী ।

উঠত বৈঠত কবছ ন বিসরৈ

ঐসী তাড়ী লাগী ॥

কট্টই কবীর যহ উন্মুন রহনী

সো পরঘট কর গাঙ্গি ।

হুখ সুখ কে ইক পরে পরম সুখ

ভেছি রহা সমাজি ॥

হে সাধু, সহজ সমাধিই ভাল। স্বামীর
সহিত যেদিন মিলন হইয়াছে সেইদিন হইতে
প্রেমের জ্বালায় আর অবসান নাই। আমি
চক্ষু মুদি না, কর্ণু কুধি না, দেহকে কোন
কষ্ট দেই না। নয়ন খুলিয়া আমি হাসিতে
হাসিতে দেখি এবং সর্বত্র সেই সুন্দর রূপ
দেখিতে পাই। সেই নামই বলি, যাহা শুনি
তাঁহাকেই স্মরণ করি, যাহা কিছু করি সেই
পূজা, উদয় অস্ত আজ আমার কাছে এক,
সব বন্দ আমার মিটিয়া গিয়াছে। যেখানেই
যাই তাঁহাকেই প্রার্থনা করি, যাহা করি

কবীর

সে তাঁরই সেবা, যখন শয়ন করি তখন তাঁরই
চরণে প্রণত হই, অল্প পূজনীর আমার
আর নাই। রসনা আমার মলিন রচন ত্যাগ
করিয়াছে, সে দিন রাত্রি তাঁহারই গান গায়।
উঠিতে বসিতে কখনই বিস্মৃত হইতে পারি না,
আমার কর্ণে তাঁহার গানের তাল এমনি
বাজিতেছে। কবীর কহেন, আমার প্রাণ
উন্ননা, যাহা প্রচ্ছন্ন তাহাই প্রকাশ করিয়া
গাহিলাম। হৃৎস্বরের অতীত যে
এক পরম সুখ, তাহাতেই আমি সর্বদা ডুবিয়া
আছি।

১৮

आको लगी शक की चोट ।

क्या पोथरु क्या कुरा बावरी

क्या धाँडे क्या कोट ।

क्या बरही क्या छुरी कटारी

क्या टालनकी ओट ।

१५

সেই ধ্বনি যাহার হৃদয়ে আঘাত করি-
 য়াছে, পুরুষিণী কৃপ, বাপী, খাদ, প্রাচীর
 কিসে তাহাকে বাধা দিবে ? বর্শা, ছুঁবী, খড়গ,
 ঢাল কিসেই বা তাহার কি করিবে ?

১২

তীব্র মে তো সব পানীহৈ,
 হোবে নহী কছু অহুয় দেখা ।
 প্রতিমা সকল তো জড় হৈ,
 বোলে নহি, বোলায় দেখা ॥
 পুরান কোরান সব বাস্তহৈ
 যাঁঘটকা পরদা খোল দেখা ।
 অমুভব কী বাত কবীর কঠৈ
 য়হ সব হৈ ঝুঠী পোল দেখা ॥

তীর্থ তো কেবল জল, তাহাতে কোন
 ফল নাই—সে আমি জ্ঞান করিয়া দেখিয়াছি ।
 প্রতিমাগুলিত জড়, কোন কথাই বলেনা—
 আমি ডাকিয়া দেখিয়াছি । পুরাণ কোরাণ তো

কবীর

কেবল কথা—যবনিকা অপসৃত করিয়া আমি
দেখিয়াছি। কবীর কেবল অমুভব করা
কথা কহিতেছে—আর সব যে শূণ্য ও অস্বঃ-
সারবিহীন তাহা সে বেশ দেখিয়াছে।

২০

তন মন ধন বাজী লাগী হো।

চৌপড় খেলুঁ পীর সেবে,

তনমন বাজী লগায়।

হারী তো পিরকী ভঙ্গ রে,

জীতী তো পিয় মোর হো ॥

চৌসরিয়াকে খেলমেঁ রে,

জুগ্গ মিলনকী আস।

নদ' অকৈলী রহগঙ্গ রে

নহিঁ জীবনকী আসহো ॥

আমার তনু, মন, ধন আজ আমি
বাজী রাখিয়াছি। প্রিয়তমের সঙ্গে আজ
আমার খেলা, তনু মন আমার বাজী।

৮০

কবীর সাধনা

হারি যদি, আমি তাহার সম্পত্তি ; যদি জিতি,
তবে প্রিয়তম আমার সম্পত্তি । এই প্রেমের
খেলার যুগলের মিলন নিশ্চিত ।

(কবীর কহেন) একলা আমি খেলার
আয়োজন লইয়া বসিয়া আছি, প্রাণে আমার
বড় ব্যথা, বুঝি আমি আর বাঁচিব না ।



কবীর তত্ত্ব

১

পানী বিচ মীন পিঙ্গাসী ।

মোহিঁ সুন সুন আবত হাঁসী ॥

ঘরমেঁ বস্ত নজর নহি আবত

বন বন ফিরত উদাসী ।

আতম জ্ঞান বিনা জগ বুঁঠা

ক্যা মথুরা ক্যা কাসী ॥

জলের মধ্যেও মীন পিঙ্গাসী আছে, ইহা
শুনিয়া শুনিয়া আমার হাসি পাইতেছে ।
হায়, ঘরের মধ্যে বস্ত থাকিতেও দেখিতে
পাইতেছ না—তাইত বনে বনে উদাসী হইয়া
ফিরিতেছ ! সার কথা এই যে, কান্দীই যাও
আর মথুরাই যাও—আত্মজ্ঞান না হইলে
বিশ্ব তোমার কাছে মিথ্যা ।

চন্দা বলটেক রহি ঘট মাহী

অংশী আধন স্তৈষ নাই ॥

রহি ঘট চন্দা রহি ঘট সুর,

রহি ঘট গাঠৈ অনহদ তুর ॥

রহি ঘট বাঠৈ তবল নিগান ।

বহিরা শক স্তৈন নহি কান ॥

জবলগ মেরী মেরী করে ।

তবলগ কাজ একৌ ন সরে ।

জব মেরী মমতা মর যায় ।

তবলগ প্রভু কাজ সবাইর আর ॥

জ্ঞানকে কারন করম কমায় ।

হোর জ্ঞান তব করম নসায় ॥

ফল কারন ফুলে বনসায় ।

ফল লাগৈ পর ফুল স্থায় ॥

মৃগা পাস কস্তুরী বাস ।

আপ ন খোঠৈ খোঠৈ ঘাস ॥

আমার দেহের মধ্যে চন্দ্র দীপ্যমান—অন্ধ
 চক্ষু তাহা দেখিতে পাইবে না। আমার
 মধ্যেই চন্দ্র প্রকাশিত, আমার মধ্যেই সূর্য্য,
 আমার মধ্যেই অসীমের তুরী বাজিতেছে
 —আমার মধ্যেই পণব মৃদঙ্গের তাল
 পড়িতেছে—বধির কর্ণ শ্রবণ করে না।
 যতক্ষণ লোক আমার আমার করে ততক্ষণ
 একটি কার্য্যও নিষ্পন্ন হয় না। যখন
 আমার আশ্রয় মরিয়া যায়, তখনি প্রভুর কার্য্য
 সুসম্পন্ন হয়। জ্ঞান উৎপন্ন হইবার জন্তই
 কৰ্ম্ম করা—জ্ঞান হইলে কৰ্ম্ম বিনষ্ট হইয়া
 যায়। ফলের জন্ত পুষ্প উদ্গত হয়—ফল হইলে
 পুষ্প আপনিই ঝরিয়া পড়ে। মৃগের মধ্যেই
 কস্তুরী—কিন্তু সে তাহা জানেনা এবং
 খোঁজে না, সে ঘাস অন্বেষণ করিয়া
 বেড়ায়।

৩

য়া ঘট ভীতর সপ্ত সমুন্দর,
 যাহী মেঁ নদী নারা ।
 য়া ঘট ভীতর কাশী দ্বারকা,
 যাহী মেঁ ঠাকুরদ্বারা ।
 য়া ঘট ভীতর চন্দ্র সূর হৈঁ,
 যাহী মেঁ নোলখ তারা
 কর্হৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো,
 য়াহী মেঁ সত্য করতার। ।

কবীর কহেন,—আমারি মধো সপ্ত সমুদ্র,
 আরাব মধোই সকল নদী উপনদী, আমারি
 মধো কাশী দ্বারকা, আমারি মধো সকল
 দেব-মন্দির, আমারি মধো চন্দ্র সূর্য্য, আমারি
 মধো .নবলক্ষ তারা । কবীর কহে শুন ভাই
 সাধু, আমারি মধো সত্য স্বামী ।

৪

সাধো ব্রহ্ম অলখ লখায়

জব আপ আপ দরসায় ॥

কবীর

বীজ মন্ধ জেঁয়া বৃচ্ছা দরসৈ,
বৃচ্ছা মন্ধে ছায়া ।
জেঁয়া নভ মন্ধে সূর্য দেখিয়ে,
সূর্য অনন্ত আকারা ।
নিঃঅচ্ছরতে অচ্ছর তৈসে,
অচ্ছর ছর বিস্তারা ॥
জেঁয়া রবি মন্ধে কিরণ দেখিয়ে
কিরণ মন্ধ পরকাসা ।
পরমাতম মেঁ জীব ব্রহ্ম ইমি,
জীব মন্ধ তিনি স্বাসা ॥
স্বাসা মন্ধে শব্দ দেখিয়ে,
অর্থ শব্দকে মাহী ।
ব্রহ্মতে জীব জীবতে মন য়েঁ।
ন্যারা মিলা সদাহী ॥
আপহি বীজ বৃচ্ছ অঙ্কুরা,
আপ ফুল ফল ছায়া ।
আপহি সূর্য কিরণ পরকাসা,
আপ ব্রহ্ম জিউ মারা ॥

অনন্তাকার স্তম্ভ নভ আটপে,
 স্বাস শব্দ অরধারা ।
 নিঃঅক্ষর অক্ষর ছর আটপে,
 মন জীব ব্রহ্ম সমারা ।
 আতম মে' পরমাতম দরসে
 পরমাতম মে' ঝাঁঙ্গি' ।
 ঝাঁঙ্গি' মে পরছাই দরসে,
 লঠে কবীরা সাজি' ॥

হে সাধু, বাহা দেখিবার নয় ব্রহ্ম তাহা
 দেখাইলেন যখন তিনি আপনার রূপ
 আপনি প্রকাশিত করিলেন ।

বীজ মধ্যে যেমন বৃক্ষ, বৃক্ষ মধ্যে যেমন
 ছায়া, আকাশ মধ্যে যেমন শূন্য, শূন্য মধ্যে যেমন
 অনন্ত আকার; তেমনি নিঃঅক্ষর হইতে
 অক্ষর, এবং অক্ষর হইতে কবীরের বিস্তার । *

* নিঃঅক্ষর শব্দে অন্ত ও অনন্তের অতীত
 সত্তাকে বুঝাইতেছে । কবীর অর্থে সাত্ত, অক্ষর অর্থে
 অনন্ত বুঝিতে হইবে ।

কবীর

যেমন রবির মধ্যে কিরণ, কিরণের মধ্যে
প্রকাশ—পরমাঙ্গার মধ্যে সেইরূপ জীবব্রহ্ম,
জীবের মধ্যে তেমনই শ্বাস, শ্বাসের মধ্যে
তেমনই শব্দ, শব্দের মধ্যে তেমনই অর্থ।
ব্রহ্মে জীব, জীবে ব্রহ্ম, ইহারা সদাই স্বতন্ত্র
সদাই মিলিত। আপনি তিনি ব্রহ্ম, আপনিই
তিনি বীজ ও অঙ্কুর। আপনিই তিনি ফুল,
ফল, ছায়া। আপনিই তিনি সূর্য্য, কিরণ,
প্রকাশ। আপনি তিনি ব্রহ্ম, জীব ও মায়া।
আপনিই তিনি অন্তহীন আকার, আপনি তিনি
শূন্য আকাশ, আপনি তিনি শ্বাস শব্দ ও
অর্থ। সীমা, অসীম ও সীমাসীমের অতীত
তিনিই আপনি—তিনিই মন, জীব ও ব্রহ্মের
মধ্যে সমাহিত।

আঙ্গার মধ্যে পরমাঙ্গাকে দেখা যাইতেছে,
পরমাঙ্গার মধ্যে বিন্দু দেখা যাইতেছে,
বিন্দুর মধ্যে প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে,—
কবীর তাহাই দেখিয়া ধন্ত !

৫

জইঁ সে আয়ে অমর ব দেশবা ।
 না ছবঁ। ধরতী ন পোন অকসবা ।
 না ছবঁ। টাঁদ সুরজ পরগসবা ।
 না ছবঁ। বান্ধন সূত্র ন সেখবা ।
 না ছবঁ। একা ন বিষ্ণু মহেসবা ।
 না জোগী জংগম দরবেসবা ।
 কাইঁ কবীর লৈ আয়ন সন্দেসবা ।
 সার সুর গহৌ চলৌ বহি দেসবা ॥

যেখান হইতে আসিয়াছ অমর সেই
 দেশ। নাই সেখানে ধরিত্রী, না পবন,
 না আকাশ। না সেখানে চন্দ্রসূর্য্যের প্রকাশ,
 না সেখানে ব্রাহ্মণ, শূত্র, শেখ। না
 সেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ। না যোগী,
 জঙ্গম, দরবেশ।

কবীর কহেন সেই সঘাদ লইয়া
 আসিয়াছি। সেই পূর্ণ সুরের মধ্যে ডুব দাও
 ও সেই দেশে চল।

মহরম হোর সো জানে সাধো
 ঐসা দেস হমারা ।
 বেদ কতেব পার নহিঁ পারত,
 কহন সুননসো স্তারা ॥
 জাতি বরন কুল কিরিয়া নাহী,
 সঙ্ঘা নেম অচারা ।
 বিন জল ব্দ পড়ত জঁহ ভারী,
 নাহিঁ মীঠা নহিঁ ধারা ॥
 সুর মহল মেঁ নোবত বাজে,
 মুদঙ্গ বীন সেতারা ।
 বিন বাদর জঁহ বিজলী চমকৈ,
 বিন সুরজ উজিয়ারা ॥
 বিনা নৈন জঁহ মোতি পোটেই,
 বিন শক সুর উচারা ।
 জো চল জায় ব্রহ্ম জঁহ দরশৈ,
 আগে অগম অপারা ॥

কঠেই কবীর বই রহন হমারী,
বুধে ধরদী প্যারা ॥

হে সাধু, যে জন পবিত্র সেই জানে, এমন
দেশ আমার। বেদ, কোরাণ তাহার পার
পায় নাই—তাহা সকল বচন ও শ্রবণের
অতীত। সেখানে জাতি, বর্ণ, কুল, জিয়া নাই।
সন্ধ্যা, নিয়ম, আচার সেখানে কোথায় ?
বিনা জলে যেখানে নিত্য ঘোরতর বৃষ্টি
হইতেছে—(সেই ধারা) মিষ্টও নহে কষায়ও
নহে। সেই শূন্যমহলে নহবত বাজে—
সেখানে মৃদঙ্গ, বীণা, সেতার। মেঘ বিনা
সেখানে বিদ্যাৎ চমকিত, সূর্য্য বিনা প্রকাশিত
সেই ধাম। নরন বিনা সেখানে শুভ্র-
জ্যোতি উদ্ভাসিত, শব্দ বিনা সেখানে
সঙ্গীত ধ্বনিত। যেখানেই দৃষ্টি চলে
সেখানেই ব্রহ্মই দৃষ্ট হন বিনি সকলেরই
পুরোবর্তী অগম্য, অপার। কবীর কহেন

কবীর

সেখানে আমার নিবাস। যিনি গেমিক
ও দরদী তিনিই বোঝেন।

৭

অবধু বেগম দেস হমারা ॥

রাজা রংক ফকীর বাদশা,

সবসে কহৌ পুকারা।

জো তুম চাহো পরম পদে কো,

বসিহো দেস হমাণা ॥

জো তুম আয়ে কীনে হোকে,

তজো মনকী ভারা।

ত্রিসী বচন রহোরে প্যাবে,

সহজ উতর জাব পাবা ॥

ধরন অকাস গগন কুছ নাহিঁ,

নহাঁ চন্দ্র নহাঁ তারা।

সস্ত ধর্মকী হৈঁ মহতাবে,

সাহবকে দরবারা ॥

কহৈঁ কবীর শুনো হো প্যারে,

সস্ত ধর্ম হৈঁ সারা ॥

কবীর তত্ত্ব

হে সাধু, হুঃখহীন আমার দেশ । রাজা,
কাঙাল, বাদশা, ফকীর সকলকে ডাকিয়া
উচ্চস্বরে আমি বলিতেছি—পরম পদের যিনি
প্রার্থী, তিনি আমার দেশে বাস করুন । জীর্ণ
হইয়া যে আসিয়াছে, সে এখানে তাহার
প্রাণের ভার ত্যাগ করুক । হে প্রিয় ভ্রাতা,
এখানে এমন ঠাকা ঠাক বাহাতে সহজেই
পারে উত্তীর্ণ হইতে পার । ধরণী, আকাশ,
গগন কিছুই সেখানে নাই ; না আছে
সেখানে চন্দ্র, না আছে সেখানে তারা ;—
সেই প্রভুর দরবারে কেবল সত্যধর্মের জ্যোতি
ধেদীপ্যমান । কবীর কহেন, শোন হে প্রিয়,
সেখানে সত্য ধর্মই সার ।

৮

গগন মঠ গৈব নিসান গড়ে ॥

চন্দ্রহার চন্দ্রা জই টাঙ্গে,

মুক্তা মানিক মড়ে ।

কবীর

মহিমা তাসু দেখ মন ধীর কর,
রবি সসি জ্যোত জরে
কহে কবীর পিঠে জোই জন,
মাতা ফিরত মরে ॥

গগনমন্দিরে গুপ্ত পতাকা প্রতিষ্ঠিত ।
চন্দ্রমণ্ডিত, মুক্তামণিক্যাঞ্চলিত চন্দ্রাতপ
যেখানে প্রসারিত ; যেখানে রবি শশীর জ্যোতি
অলিতেছে ; সেই মহিমা দেখিয়া মনকে স্তব
কর । কবীর কহে, সে সুখা যে পান করিয়াছে
সে মত্ত হইয়া ঘুরিয়া মরে ।

বা ঘরকী সুধ কোন্দি ন বতাবে
আ ঘরসে জিব আরা হো ॥
ঘরতী অকাস পবন নহিঁ পানী,
নহিঁ আদি মারা হো ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ নহিঁ তব
জীব কহাসে আরা হো ॥

যে দেশহইতে জীব আসিয়াছে সে
ঘরের সন্ধান কেহই বলে না ।

ধরিত্রী, আকাশ, পবন, জল সেখানে
নাই—আদিমারা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ সেখানে
নাই—জীব তবে কোথাহইতে আসিল ?

১০

সাধো এক আপ সব মাহী ॥

দুজা করম ভরম হৈ কর্তুম,

• জ্যো মর্পন মে ছাহী,

জল তরঙ্গ জিমি জলতে উপজৈ,

কির জল মাহি রহাঈ ॥

সাধু, এক আত্মা সকলের মধ্যে ।
তাঁহাকে ছাড়িয়া সমস্তই মর্পণের মধ্যস্থ
প্রতিবিম্বের স্তায় মিথ্যা ; জলের তরঙ্গ
যেমন জলেই উৎপন্ন হইয়া জলেই থাকিয়া
যায় ।

সাধো একরূপ জগমাহী ।
 আটপে গুরু হোয় মন্ত্র দেতহেই,
 শিষ হোয় সবে সুনাহী ।
 জো জস গহে লহে তস মারগ,
 তিনকে সতগুর আহী,
 শব্দ পুকার সত্যময় ভাষে
 অন্তর রাখে মাহী ।
 কহেই কবীর জ্ঞান জেহি নির্মল
 খণ্ড অখণ্ড লখাহী ।

হে সাধু, জগতের মধ্যে সেই একই রূপ ।
 আপনিই গুরু হইয়া তিনি মন্ত্র দেন এবং শিষ্য
 হইয়া তিনিই সবই শোনেন । যে যেমন গ্রহণ
 করে সেইক্রমনি পথ প্রাপ্ত হয়—সর্ব পথে
 তিনিই সদগুরু । শব্দ সুকারিয়া সত্যময়
 ব্রহ্মই ঘোষণা করিতেছেন ; কোন অন্তর
 তিনি তো রাখেন না । কবীর কহেন,

জ্ঞান যেখানে নিৰ্ম্মল সেখানে ধণ্ডের মধ্যে
অধণ্ড লক্ষিত হয় ।

১২

সাধো কো হৈ কঁহ সে আয়ো ।
তেহি কে মন ধোঁ কঁহী বসত হৈ,
কো ধোঁ নাচ নচায়ো ॥
পারক সৰ্ব্ব অন্ত কাঠহি মেঁ,
কো ধোঁ ডহক জগায়ো ।
হো গয়ো থাক তেজ পুনি বাকো
কহ ধোঁ কঁহী সমায়ো ॥
অহৈ অপার পার কহু নাহী
সতগুরু জিনহৈঁ লখায়ো ।
কহৈঁ কবীর জেহি সুখ বুঝ অস,
তেঙ্গ তস ভাব সুনায়ো ॥

সাধু, তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ ?
সেই পরমাশ্রা না জানি কোথার আছেন, না
জানি কেমন করিয়া সকলকে নাচাইতেছেন ।

কবীর

অগ্নি যেমন কাঠের সর্কাজে আছে—না
জানি কে হঠাৎ তাহাকে আগাইয়া তুলিল।
আবার ছাই হইয়া গেল, পুনরায় সেই তেজ
কি জানি কোথায় সমাহিত হইল ? সদৃশ
যাহাকে লক্ষ্য করাইয়াছেন তাঁহার পার
অপার কিছুই নাই। কবীর কহেন, যাহার
যেমন বুঝ-সুঝ, ব্রহ্ম তাঁহাকে তেমনি ভাবাই
শুনাইয়াছেন।

১৩

সাধো সহজে কারা সাধো ।

জैसे বট কা বীজ তুহি মেঁ,

পত্র ফল ফুল ছায়া ।

কারা মজে বীজ বিরাজে,

বীজ মজে কারা ॥

‘অগ্নি পর্বন পানী পিন্নধী নস্ত

তা বিন মিঠে নাহী ।

কাজী পণ্ডিত করো নিরনয়,

কো ন আপা মাহী ॥

জল ভর কুস্ত জলৈ বিচ ধরিয়া,
 বাহর ভীতর সোই ।
 উন কো নাম কহন কো নাই,
 ছায়া ধোখা হোই ।
 কহেঁ কবীর সুনো ভাই সাধো,
 সত্যশব্দ নিজ সারা
 আপা মজে আটপ বোলে,
 আটপে সিরজনহারা ।

হে গাধু, সহজ ভাবে কাগ্নাকে পবিত্র
 কর । যেমন বটবৃক্ষে বীজ আছে এবং
 বীজের মধ্যেই ফলফুল ছায়া আছে, তেমনি
 কাগ্নার মধ্যে বীজ আছে এবং বীজের মধ্যে
 কাগ্না আছে । অগ্নি, পবন, জল, পৃথ্বী,
 আকাশ, কিছুই তাঁহাকে ছাড়া ত মেলেনা ;
 কাজি, পণ্ডিত এই কথাটি নির্ণয় কর যে,
 সেই আত্মার মধ্যে কী নাই ।

জলভরা কুস্ত জলের মধ্যেই স্থাপিত ;

কবীর

বাহিরেও জল, ভিতরেও জল। উহার
নাম বলিতে নাই, পাছে ষেতের সংশয় জন্মে ।
কবীর কহেন “হে সাধু, নিজের সার সেই
সত্যশব্দ শোন—আপনার মধ্যে আপনিই
গাহিতেছেন—আপনিই সেই সঙ্গীতের
রচয়িতা” ।

১৪

কোই স্ননতা হৈ জানী রাগ গগন মেঁ,

অবাক হোতী পীনী ।

সব ঘট পূরণ পূর রহা হৈ,

সব সুরনকে ধানী ॥

ঝো তন পারা খণ্ড দেখারা,

তুয়া নহীঁ বুঝানী ।

অমৃত ছোড়ি খণ্ড রস চাখা

তুয়া তাপ তপানী ।

ও অংগ সো অংগ বাজা বাজে

সুরত নিরত লহানী ।

কহেঁ কবীর সুনো ভান্দি সাধো

রহী আদকী বাণী ॥

আছ কেহ জানী, গগনে যে গভীর
সুর উঠিতেছে তাহা শুনিতেছ ? সকল সুরের
মিনি আকর তিনি সকল ঘটকে পূর্ণ করিয়া
পূর্ণ রহিয়াছেন ।

যে তম্বুলাভ করিয়াছে সে খণ্ড
দেখিয়াই চলিয়াছে, তাহার তৃষ্ণা আর মিটে
না । অমৃত ছাড়িয়া সে খণ্ড-রসই পান
করিতেছে—তৃষ্ণা তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়াই
চলিতেছে । “তিনিই এই ও ইনিই সেই”
এই বাণী সর্বদা বাজিতেছে—প্রেম ও
বৈরাগ্যকে পরিপূর্ণ করিতেছে । কবীর কহেন
শুন ভাই সাধু, ইহাই আদি বাণী ।

ইস ঘট অন্তর বাগ বগীচে,

ইসী মেঁ গিরজনহারা ।

কবীর

ইস ঘট অস্তর সাত সমুন্দর,
ইসী মেঁ নোলখ তারা ।

ইস ঘট অস্তর পারস মোতী,
ইসী মেঁ পরখনহারা ।

ইস ঘট অস্তর অনহদ গরঙে,
ইসী মেঁ উঠত ফুহারা ।

কহত কবীর সুনো ভাই সাধো,
ইসী মেঁ সাঁঙ্গ হমারা ।

এই ঘটের মধ্যেই কুঞ্জ নিকুঞ্জ, ইহারি
মধ্যে তাহার সৃষ্টিকর্তা । এই ঘটের মধ্যে
সপ্তসমুদ্র, ইহারি মধ্যে নবলক্ষ তারা, এই
ঘটের মধ্যেই পরশমণি, ইহারি মধ্যে রত্ন-
পন্নীকক, এই ঘটের মধ্যে অসীম নিনাদিত,
ইহারি মধ্যে উৎস উঠিতেছে—কবীর কহেন
তন ভাই সাধু, ইহারি মধ্যে আমার স্বামী ।

১৬

তরবর এক মূল বিন ঠাড়া,
বিন ফুলে ফল লাগে ॥

শাখা পত্র নহী কিছু তাকে

সকল কমল দল গাঞ্জৈ ॥

চড় তরবর দো পংছী বোলে,

এক গুরু এক চেলা ।

চেলা রহা সো রস চুন খায়া,

গুরু নিরস্তব খেলা ॥

পংছী কে খোজ অগম পরগট,

কই কবীর বড়ী ভারী ।

সবহী মুরত বীচ অমুরত,

• মুরতকী বলিহারী

বিনামূলে এক অদ্ভুত গাছ খাড়া আছে;
বিনাপুল্পেই ফল ধরিতেছে। শাখাপত্র কিছুই
তাহার নাই—সর্বত্রই কমলদল বিকসিত।
সেই তরবরে দুই পক্ষী গীত গায়—একটি
গুরু, একটি চেলা। চেলা যে ছিল সে রস
বাছিয়া বাছিয়া সম্ভোগ করিল, গুরু কেবলই
আনন্দের খেলাই খেলিল। কবীর বড় ভারী

কবীর

একটি কথা বলিতেছেন—সেই পক্ষীর সন্ধান
অতি অগম্য, আবার তাহাই অতি প্রত্যক্ষ ।
সকল মূর্ত্তিরই মধ্যে অমূর্ত্ত,—বলিহারি যাই
সকল মূর্ত্তির !

১৭

ঐসা লো নহিঁ তৈসা লো,
মৈঁ কেহিঁ বিধিঁ কথোঁ গস্তীরা লো ।
ভীতর কহুঁ তো অগমর লাটৈ,
বাহর কহুঁ তো ঝুটা লো ॥
বাহর ভীতর সকল নিরস্তর,
চিত্ত অচিত্ত দউ পীঠা লো ।
দৃষ্টি ন মুষ্টি পরগট অগোচর,
বাতন কহা ন জাঈ লো ॥

এমন নহেন তিনি যেমন গো, কেমন
করিয়া সেই গস্তীর কথা বলিব গো । যদি
বলি তিনি অনুরে আছেন,—তবে বিশ্বজগৎ
লজ্জার পড়ে ; যদি বলি তিনি বাহিরে, তবে যে

কবীর গুণ

সে কণা মিথ্যা হয় গো । বাহির ভিতর
সকলকেই নিরস্তর করিয়া আছেন ; চেতন
অচেতন, এই ছই তাঁর পাদপীঠ । তিনি
দৃষ্টও নহেন, তিনি প্রকল্পও নহেন—তিনি
প্রকটও নহেন, অগোচরও নহেন । বাক্যে
সে যে বলা যায় না গো ।

১৮

জ্ঞো দীর্ঘে সো ভো হৈ নহী,
হৈ সো কহা ন জাঈ ॥
বিন বেধে পরতীত ন আবে,
কহে ন কো পতিয়ানা ।
সমঝা হোর ভো শকৈ চীনুহে,
অচরজ হোর অয়ানা ॥
কোই ধ্যাঐে নিরাকার কো,
কোই ধ্যাঐে আকারা ।
রা বিধি ইন ঘোনোঁ ভে জ্ঞারা,
জাটৈ জাননহারা ॥

কবীর

বহ রাগ তো লখা ন জাঈ,
মাত্রা লগৈ ন কানা ।
কহৈ কবীর সো পড়ৈ ন পরলয়,
হুরত নিরত জিন জানা ।

যাহা দেখা যাইতেছে সে তো নাই ।
যিনি আছেন তাঁহার কথা বলা যায় না ।
না দেখিলে প্রত্যয় হয় না, কহিলেও কেহ
বিশ্বাস করেনা । যে বুঝে সে শব্দ মাত্রেই
বোঝে—যে অজ্ঞান সে আশ্চর্য্য হইয়া
থাকে । কেহ নিরাকারের ধ্যান করে,
কেহ আকারের ধ্যান করে—যে জানী সে
জানে যে ব্রহ্ম এই ছুইয়েরি অতীত । সেই
রাগ তো নয়নে দৃষ্ট হয় না—সেই মাত্রা তো
শ্রবণে শ্রুত হয় না । কবীর কহেন, যে প্রেম
ও বৈরাগ্যকে জানিয়াছে সে প্রলয়প্রাপ্ত
হয় না ।

চলত মনসা অচল কীন্দী, ।
 মন হরা রংগী
 তবমোঁ নিঃতত্ত্ব দরসা,
 সংগ মোঁ সংগী ।
 বংধতে নির্বন্ধ কীন্দা,
 তোড় সব তংগী ।
 কঠেই কবীর অগম গম কীরা,
 প্রেম রংগ রংগী ॥

চঞ্চল মনকে আমি অচল করিয়াছি, আমার মন এখন রঙ্গী হইয়াছে। তবের মধ্যে তবাতীতকে দেখিয়াছি—সঙ্গের মধ্যে সঙ্গীকে। সমস্ত সংকীর্ণতা ত্যাগিয়া বন্ধনের মধ্যে আজ আমি বন্ধনহীন। কবীর কহেন, অপ্রাপ্যকে পাঠিয়াছি, প্রেম রঙ্গে রঙ্গী হইয়াছি।

মৈঁ কাসে বৃকোঁ,
অপনে পিয়কী বাতরী ।
কট্টেই কবীর,
বিছুড় নহিঁ মিলিহো,
জ্যৌ তন্নবর ছোড় বনধামরী ।

আপন প্রিয়ের কথা আমি কাহার কাছে
বুঝিব গো ? কবীর কহেন, তরুকে ছাড়িয়া
যেমন বনকে খুঁজিয়া পাইবে না—তেমন
তিনি বিচ্ছিন্ন ভাবে মিলিবেন না ।

কবীর-প্রেম

১

সাঁজি কে সজ' সাসুর আঁজি ॥

সংগ না রহী স্বাদ ন জানৌ

গয়ো যৌবন সুপনেকি নাঁজি ।

সখী সহেলী মঙ্গল গাবেঁ,

• দুখ সুখ মাথে হরদী চড়াঁজি ॥

ভয়ো বিবাহু চলী বিন হুলহ

বাট বাত সমখী সমঝাঁজি ।

কহেঁ কবীর হম গবনে জৈবে

তরব কস্ত লৈ তুর বজাঁজি ॥

স্বামীর সঙ্গে আমি স্বামীর ঘরে আসিলাম;
সঙ্গেও থাকিলাম না, স্বাদও জানিলাম না;
যখনে গায় আমার যৌবন চলিয়া গেল ।

কবীর

সখী সহচরীরা মঙ্গলগীত গাহিয়াছিল, সুখ
দুঃখের হরিদ্রা মাথার উপর রাখিয়া স্নান
করাইয়াছিল ;—বিবাহ হইয়া গেল, অঞ্চ
স্বামীকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম—পথে
আস্বীররা কত প্রবোধ দিলেন ।

কবীর কহেন আজ আমি স্বামীর গৃহে
যাইব—কাস্তকে লইয়া তুরী বাজাইয়া তরিয়া
যাইব ।

২

অবতো জরে মরে বন আবে,
লিন্‌হি চাপ সিংধোরা ।
প্রীত প্রতীত করো দৃঢ় সাঁইকী
সুনো শঙ্গ ঘন ধোরা ॥
অগিন জরে না সতী কহাটবে
রন যুঝে নহিঁ সুরা ।
বিরহ অগিন অন্দর জাটবে
তব পাটবে পদ পুরা ॥

কবীর-প্রেম

রহ সংসার সকল জগ মৈলা,

নাম গহে তেহি সূচা ।

কহৈ কবীর ভক্তি মত ছাড়ো

গিরত পড়ত চচ উঁচা ॥

এখন তো অনেক আলায়ত্বের পর
প্রিয়তম আসিয়াছেন ; সিন্দূরপাত্র হস্তে
লইয়াছেন । স্বামীর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ও
প্রেম রাখ—ঐ শোন ঘনঘোর বাস্ত ।
অগ্নিতে দগ্ধ হইলেই সত্য হয় না—যুদ্ধ
করিলেই কিছু বীর হয় না, বিরহ অগ্নি যদি
অস্তরকে দগ্ধ করে তবেই পূর্ণ পদকে প্রাপ্ত
হওয়া যায় ।

এই মলিন জগৎ সংসারের মধ্যে তাঁহার
নামসাগরে ডুব দিলেই পবিত্র । কবীর
কহেন ভক্তিকে ছাড়িওনা—উখান পতনের
মধ্য দিয়া উচে উঠ ।

সুন্তা নহী ধুন কী খবর
অনহদকা বাজা বাজতা ॥
রস রন মন্দির বাজতা
বাহর সূনে তো কা হআ ।
ইক প্রেমরস চাখা নহী
অমলী হআ তো কা হআ ॥
কাজী কিতাবে খোজতা
করতা নসীহত ঔরকো
‘মহরম নহী’ উস হাল সে
কাজী হআ তো কা হআ ॥
জোগী দিগম্বর সেবরা কপড়া
রঙ্গে রঙ্গ লাল সে ।
বাকিফ্, নহী’ উস রঙ্গসে
কপড়া রঙ্গে সে কা হআ ॥

মন্দির ঝরোখে রাবটী

গুল চমন মেরে রহতে সদা ।

কহতে কবীরা হৈঁ সহী

হরদম মেরে সাহিব রম রহা ॥

ধ্বনির ধবর কি শোন নাই, ঐ যে
অসীমেব বাস্ত বাঞ্জিতেছে। মন্দিরের মধ্যে
বসের মৃদুমন্দ বাস্ত বাঞ্জিতেছে—বাহিরে যদি
শুনিতে চাও তবে হইল কি ? সেই এক
শ্রেয়রস যদি আশ্রয় না করিয়া থাক,
তবে পবিত্র হইয়াছে ত কি হইল ? কাজি
যে কেবল কোরাণ খুঁজিয়া মরিতেছেন, এবং
অন্তকে উপদেশ দিতেছেন, যদি তিনি সেই
ভাবের ভাবুক না হইয়া থাকেন তবে কাজি
হইল ত কি হইল ? যোগী দিগম্বর যে তাঁহার
কহা লাল রঙে রঞ্জাইলেন যদি সেই রঙের
মর্দ না পাইয়া থাকেন তবে কাপড় রং
করিয়া হইল কি ?

কবীর

কবীর কহেন—“মন্দিরেই থাকি,
বাতায়নেই থাকি, পটবাসেই থাকি আর
পুষ্পোষ্ঠানেই থাকি, ইহা সতাই কহিতেছি
যে প্রতি মুহূর্ত্তে স্বামী আমাতে আনন্দ
ভোগ করিতেছেন ।

৪

তেরে গবনে কা দিন নগিচানা
সোহাগিন চেত করোৱী ।
ঝিলঝিল জোত জই নিসদিন ঝলকৈ
স্বরতমে নিরত করোৱী ॥
কই কবীর সোই সতবংশী,
জো পিরাকে রংগ রাভী ।
অজর অমর ঘর পারকে
রহী মন্দির বিচ সোর
নির্ভয় হোয় সৈন, করোৱী ॥

কবীর-প্রেম

হে সোহাগিনি, তোমার প্রিয়তমের গৃহে
ষাইবার দিন নিকটে আসিরাছে, চিন্তকে
আগ্রত কর। সেই গৃহে নিশিদিন জ্যোতি
ঝিলমিল করিয়া ঝলকিত। তাঁহার প্রেমের
দ্বারা তুমি বৈরাগ্য কর।

কবীর কহেন, সেই ধন্য যে প্রিয়তমের
বন্ধে রঙ্গী হইয়াছে। সে অজর অমর ধামকে
প্রাপ্ত হইয়া সেই মন্দিরে বিশ্রাম করিতেছে।
নির্ভর হইয়া তুমি শয়ন কর।

সাঁজ্জবর ঝাগ লগার আন্ট চুন্দরী ॥

উ রংগরেজবা কো মবম ন আটন,
নহিঁ মিটল ধোবিয়া কোন কঠের উজরী।

পহির ওচ কে চলী সন্থরিয়া,

গৌবা কে লোগ কঠেই বড়ী ফুহরী ॥

স্বামীর গৃহে আমি আমার ওড়নার রং
লাগাইয়া আসিরাছি। যে এই রঙ্গে রঙ্গাইল

কবীর

তাহার রহস্য তো জানি না। কোন রজকই
সেই রঙ্গ আর উঠাইতে পারিল না।
সেই বসন পরিয়া আমি স্বামীর গৃহে
চলিয়াছি, গ্রামের লোক আমাকে মূঢ়া বলিয়া
উপহাস করিতেছে।

৬

জাগরী মেরী সুরত সোহাগিন জাগরী।
ক্যা তুম সোরত মোহ নী'দ মেঁ,
উঠকে ভজনীয়া মেঁ লাগরী।
চিতসে শব্দ সুনো সর্বন দে,
উঠত মধুর ধুন রাগরী।
দোউ কর জোর সীস চরনন দে,
ভক্তি অচল বর মাংগরী ॥

জাগ, ওগো আমার প্রেম সোহাগিনি,
জাগ। কেন তুমি মোহ নিদ্রায় গুইয়া আছ ?
উঠিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হও। তোমার সর্বদেহে
মধুর ধ্বনির রাগিনী উঠিয়াছে—চিত্তদিয়া

১১৬

একবার শ্রবণ কর। দুইহস্ত জোড়করিয়া
 তাঁহার চরণে মস্তক প্রণত করিয়া অচল ভক্তি
 বর প্রার্থনা কর।

৭

সাঁই সে লগন কঠিন হৈ ভাঙ্গি ॥
 জৈসে পপিহা প্যাসা বুংদকা
 পিয়া পিয়া রটলাঙ্গি ।
 প্যাসে প্রান তড়কৈ দিন রাতি
 • ঔর নীর না ভাঙ্গি ॥
 জৈসে মিরগা শক সনেহী,
 শক সুনন কো জাঙ্গি ।
 শক সুনৈ ঔর প্রানদান দে
 তনিকো নাহিঁ ডরাঙ্গি ॥
 জৈসে সতী চটী সত উপর
 পিয়া কি রাহ মন ভাঙ্গি ।
 পাবক দেখ ডরে বহ নাঁহী
 হঁসত বৈঠ সরা মাঙ্গি ॥

কবীর

ছোড়ো তন অপনেকী আসা
নির্ভয় হ'বৈ গুন গান্ধি ।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো
নাহিঁ তো জনম নসান্ধি

স্বামীর সহিত মিলন হওয়া বড়ই কঠিন
ভাই । চাতক যেমন বৃষ্টি জলের পিপাসায় পিয়া
পিয়া শব্দ করিতে থাকে—পিপাসায় প্রাণ
ফাটিয়া যায়—তবুও অল্প জল রোচে না ।
মুগ যেমন সঙ্গীতের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া
গমন করে—সেই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে
প্রাণ নেয়—কিছুমাত্রও ভীত হয় না । সতী
যেমন সতের উপর আরোহণ করে—প্রিয়তমের
পথই তাহার মনকে হরণ করে—অগ্নিকে
দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হয় না—হাসিতে
হাসিতে তাহার আসনে বসে । শরীরের
নীয়া ত্যাগ কর । নির্ভয় হইয়া তাঁহার গুণ

গান কর। কবীর কহেন গুন ভাই সাধু,
নহিলে এমন জন্ম ব্যর্থ হইবে।

৮

হিলমিল মঙ্গল গাও মেরী সজনী ।
ভঙ্গ প্রভাত বীত গঙ্গ রজনী ॥
অধর নিরন্তর ফুলী ফুলবারী ।
অমী সীট অমৃত ফললাগা ॥

প্রভাত হইয়াছে,—রাত্রি অতীত, হে
স্বজনী, চিত্ত মিলাইয়া মঙ্গলগীতি গান কর।
সমস্ত আকাশ ভরিয়া নিরন্তর পুষ্পকুল প্রফু-
টিত হইয়াছিল—অমৃতরস সিঞ্চে তাহা অমৃত
ফল প্রসব করিয়াছে।

৯

অগম পথে জই,
বিনা মেহ ঝর লাবসরে ।
দামিন দমকত অমৃত বরসত
অজব রংগ দরসাবস রে ।

কবীর

বিন সরহদ অনহদ জহঁ বাজে
কোন সুর জহঁ গাবসরে ।

পথ যেখানে অগম্য, বিনামেষে যেখানে
বৃষ্টি, সেখানে ঝামিনী চমকিত হইতেছে,
অমৃত বৃষ্টি হইতেছে—আশ্চর্য্য শোভা দেখা
যাইতেছে—নিরন্তর সেখানে অসীম রাগিনী
বাজিতেছে ; কোন্ সুরে না জানি কে
গাহিতেছে ।

১০.

সাজঁ সব কুছ দীনহ দেত কুছ না রছো ।
হমহী অভাগিন নার স্কুখ তাজ হুখ লছো ॥
গজঁ পিয়াকে মহল পিয়া সংগ না রচী ।
কঠেঁ কবীর সমঝায় সমঝ হিরদে ধরো ।
জুগন জুগন করো রাজ ঐসী হুশ্বত পরিহরো ॥

স্বামী সবই দিয়াছিলেন—দিতে আর
কিছুই বাকী ছিল না । আমিই অভাগিনী

নারী, স্বথ ত্যাগ করিয়া দুঃখ গ্রহণ করিয়াছি ।
প্রিয়ের মহলে গেলাম কিন্তু তাঁহার সঙ্গ
করিলাম না ।

কবীর বুঝাইয়া বলিতেছে--“মনে প্রবোধ
লও, এমন দুর্ভাগি ত্যাগ করিয়া যুগ যুগ
আপন গৌরবে রাজত্ব কর ।”

১১

তোহি মোরি লগন লগায়ে রে ফকিরবা ॥
সোবত হী মৈঁ অপনে মন্দির মেঁ,
শব্দ মার জগায়ে রে ফকিরবা ॥
বুড় ত হী ভবকে সাগর মেঁ
বঁহিয়া পকর সমুঝায়ে রে ফকিরবা ॥
এটেক বচন ছুঁজ বচন নহিঁ
তুম মোসে বন্দ ছুড়ায়ে রে ফকিরবা ॥
কটৈঁ কবীর সুনো ভাঙ্গ সাধো,
প্রাণন প্রান লগায়ে রে ফকিরবা ॥

কবীর

হে ফকীর, তুমি আমাকে কি প্রেমে
টানিয়া লইলে ? আপনাব মন্দিরে ঘুমাইয়া-
ছিলাম, সঙ্গীতের আঘাতে আমাকে জাগাইলে
হে ফকীর । ভব সমুদ্রের মধ্যে ডুবিতে-
ছিলাম, বাহু ধরিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছে
হে ফকীর । একটি মাত্র কথা, আর দ্বিতীয়
কথাটি নাই, তুমি আমাকে দিয়া সব বন্ধন
ছাড়াইয়াছ হে ফকীর ! কবীর কহেন, প্রাণে
আমার প্রাণ লাগাইয়াছ হে ফকীর !

১২

কোন মুরলী শব্দ শুন আনন্দভয়ো
জ্যোত বরে বিন বাতী ।
বিনা মূলকে কমল প্রগট শুয়ো
কুলবা ফুলত ভাঁতী ভাঁতী
জৈসে চকোর চন্দ্রমা চিতবে
জৈসে চাতৃক স্বাঁতী ।
তৈসে সস্ত সুরতকে হোকে
হো গয়ে জনম সংঘাতী ॥

কোন্ মুরলীর শব্দ শুনিয়া মন আমার
 আনন্দিত হইয়াছে, বিনা প্রদীপে জ্যোতি
 জলিতেছে, বিনামূলে কমল প্রস্ফুটিত হইল,
 গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটিয়া উঠিল ? চকোর
 যেমন চন্দ্রমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে—
 চাতক যেমন স্বাতী নক্ষত্রের ধারায়—
 তেমনি প্রেমিক কোন্ প্রেমে সমস্ত
 জন্মকে সংহত করিল ?

১৩

নৈহরবাঁ। হমকো নঁহি ভাবে ॥
 সাজ্জী কী নগরী পরম অতি সুন্দর,
 জই কোই জায় ন আবে ॥
 টাঁদ সুরজ জঁহ পবন ন পানী,
 কো সন্দেস পঁছচাবে ।
 দরদ যহ সঁজ্জিকো সুনাবে ॥
 আগে চলো পংথ নহিঁ সৃষ্টে,
 রাহ ন ঠহরন জাবে ।

কবীর

কেহি বিধি সাঁজিবর আউঁ মোরী সজনী,
বিরহা জোর জনাবে ॥
বিন সাজিঁ ঐসন নহিঁ কোজিঁ,
জো য়হ রাহ বতাবে ।
কহত কবীর সুনো ভাই প্যারে,
কৈসে প্রীতম পায়ে ।
তপন য়হ জিয় কী বুঝাবে ॥

আর তো সখি, বাপের ঘর জাল লাগে না ।
আমার স্বামীর ধাম অতি পরম সুন্দর, সেখানে
যে যার সে আর ফিরিয়া আসে না । সেখানে
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বক্রণের প্রবেশ নাই । আমার
বার্ত্তা সেখানে কে বহন করিবে ? আমার
এই ব্যথা কে স্বামীকে বুঝাইবে ? প্রাণ
কহিতেছে আগে চল, নয়নে যে পথ দেখিতে
পাই না—অথচ পথে স্থির থাকিবার ঘো নাই !
হে সখি, কেমন করিয়া পতিগৃহে যাইব—বিরহ
বড় জোর করিতেছে ।

কবীর প্রেম

সেই প্রিয়তম বিনা এমন কেহ নাই যে
এই পথ বলিতে পারে ? কবীর কহিতেছে
গুন ভাই প্রিয়, কেমন করিয়া প্রিয়তমের দেখা
পাইব, আমার প্রাণের জালা জুড়াইব ?

১৪

পিয়া উঁচীয়ে অটরিয়া তোরী দেখন চলী ।
চাঁদ সুরজ কোটি দিয়না বরতু হৈ,
তাবিচ ভুলী ডগরিয়া ।

হে প্রিয়তম, অতি উচ্চ তোমার অটালিকা,
আমি দেখিতে চলিয়াছি । চন্দ্র সূর্য্যের কোটি
দীপ কেবলি জলিতেছে, তাহার মধোও পথ
ভুলিয়া ফেলিতেছি !

১৫

ইস গগন গুফামেঁ অমৃত ঝরে ।
গগন মধ্য ইক বাজা বাজৈ,
কুনক বুনক বানকার করৈ ॥

কবীর

বিন চন্দা উজ্জিন্নারী দরসৈ

জঁই তঁই রাগ নজর পড়ৈ ।

দসেঁ। দিসা মেঁ তাড়ী লাগী,

অমৃত পুরুষ কে ভোগ ধরৈ ॥

কহঁই কবীর সুনো ভাই সাধো

অমর হোয় কবহঁ ন মরৈ ॥

এই গগনগুহায় অমৃত বরিঙেছে—
গগনমধ্যে রণঝন ঝঙ্কারে এক বাজ
বাজিতেছে ! চন্দ্র বিনা কৌমুদী প্রকাশিত !
যেখানে সেখানে রাগ নজরে পড়িতেছে ;
অমৃত পুরুষেব সন্তোগেব জন্ত দশদিকে
তাগ পড়িতেছে । কবীর কহেন শুন ভাই
সাধু, এখানে যে অমর হয় সে আর কখনো
মরে না ।

১৬

মুরলী বজত অখণ্ড সদায়ে,

তহঁা প্রেম ঝনকারা হৈ ॥

প্রেম হৃদ তজী জব ভাঙ্গি,
 সন্তলোক কী হৃদ পুনি আঙ্গি ॥
 উঠত স্নগংধ মহা অধিকাঙ্গি,
 জাকো বাব না পারা হৈ ॥
 কোটি ভান রাগ কো রূপা ।
 বীন সতধুন বজ্রে অনুপা ॥

অসীম যুবলী নিরন্তর বাজিতেছে—
 সেখানে প্রেম ঝঙ্কত হঠতেছে । প্রেম যখন
 সীমাকে ভ্যাগ করে—তখন সে সত্য
 লোকের সীমায় আসে । কি মহা প্রশস্ত
 স্নগন্ধ উঠিতেছে!—কোথাও তাহার বাধা
 নাই, পার নাট ৯ এই রাগিনীর রূপ কোটি
 ভানুর ন্যায় উজ্জ্বল । সত্য ধ্বনির সেই বীণা
 অমুপম বাজিতেছে ।

১০

মো পৈ সাঁঙ্গি রঙ্গ ডারা ।
 সুর কী চোট লগী মেরে মনমে'
 বেধ গয়া তন সারা ॥

কবীর

ঔষধ মূল কিছু নহিঁ লাগে

ক'্যা করে বৈদ বিচার।

সুর নর মুনিজন পীর ঔলিয়া

কোঈ ন পারে পারা ॥

সাহব কবীর সর্ক রঙ্গ রঞ্জিয়া

সব রঙ্গ সে রঙ্গ ঞ্চারা ॥

প্রিয়তম আমার উপর রঙ্গ ঢালিয়া
দিয়াছেন। তাঁহার সুরের আঘাত আমার
প্রাণে লাগিয়াছে। আমার সমস্ত শরীর
বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন কোনো ঔষধ
কোনো মূল প্রতিকার করিতেছে না,
বৈদ্য বেচারী কি করিবে ? সুর, নর, মুনি,
সাধুসন্ন্যাসী কেহই অস্ত্র করিতে পারিতেছে
না। কবীর কহেন—স্বামী সর্ক রঙ্গের রঙ্গী
এবং সব রঙ্গ হইতে সে রঙ্গ স্বতন্ত্র।

১৮

মৈ' অপনে সাহব সঙ্গ চলী ।

নদী কিনারে সাঁঙ্গি মিলে হো,

তুরত জনম সুধরী ॥

কহেই কবীর সুনো ভাই সাধো,

দোনেঁ। কুল অব তার চলী ॥

আমি আজ আপন স্বামীর সঙ্গে
চলিয়াছি। নদী কিনারায় স্বামী মিলিয়াছেন—
অমনি আমার জন্ম সুধারায় চলিয়াছে।
কবীর কহেন ওন ভাই সাধু, এখন আমি
দুই কুলই অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি।

১৯

সখিয়ো হম হুঁ ভঙ্গ বলমাসী ।

আয়ো জোবন বিরহ সতায়ো,

অব মৈঁ জ্ঞানগলী অঠিলাতী ?

জ্ঞানগলী মেঁ খবর মিলগয়ে

হমেঁ মিলী পিরাকী পাতী ।

কবীর

বা পাতী মেঁ অগম সংদেসা,
অব হম মরনে কো ন ডরাতী ॥
কহত কবীর সুনো ভাঙ্গি প্যারে
বর পায়ে অবিনাগী ॥

হে সখি, আমি বল্লভের জন্ত ব্যাকুল
হইয়াছি। যৌবন আসিয়াছে, বিরহ ব্যথা
দিতেছে, এখন কি না আমি জ্ঞানের গলি
ঘুরিয়া মরিতেছি! জ্ঞানের গলিতে তাঁহার
খবর মিলিয়াছে। আমি প্রিয়তমের পত্র
পাইয়াছি। সেই পত্রের মধ্যে অগম্য খবর,
এখন আর আমি মরণকে ভয় করি না।
কবীর কহেন হে প্রেমিক বন্ধু, আমি
অবিনাশীকে বর পাইয়াছি।

২০

সান্ধি বিন দরদ করেজে হোয়।
দিন নহিঁ চৈন রাত নহিঁ নিঁদিজ,
কা সে কহুঁ ছুখ রোয় ॥

আধী রতিয়াঁ পিছলে পহরবা,
 সান্ধিঁ বিন তরস তরস রহি সোয় ।
 কহত কবীর সুনো ভান্ধিঁ পারে,
 সাঁই মিলে সুখ হোয় ॥

প্রিয়তমের বিরহে আমার অন্তরে বড়ই
 বেদনা, দিনে সোয়াস্তি নাই, রাত্ৰিতে নিদ্রা
 নাই ; এই দুঃখের কথা কাঁদিয়া কাহাকে
 বলিব ? অন্ধকার রাত্ৰি, প্রহর পিছলিয়া
 চলিয়াছে ; স্বামী বিনা বারবার চমকিয়া
 উঠিতেছি । কবীর কহেন হে প্রেমিক বন্ধু,
 স্বামী যদি মিলে তবেই সুখ হয় ।

২১

নিসদিন খেলত রহী সখিয়ন সজ
 মোহি বড়া ডর লাগে ॥
 মোরে সাহব কৌ উঁচী অটরিয়া
 চড়ক মৌঁ জিয়রা কাঁপে ॥
 মো সুখ চহৈ তো লজ্জা ত্যাগে
 পিয়া সে হিলমিল লাগে ।

কবীর

ঘুংঘট খোল অঙ্গ ভর ভেঁটে,
নৈন আরতী সাজে ॥
কহে কবীর সুনো সখী মোর,
প্রেম হোর সো জানে ।
নিজ প্রীতম কী আস নহী হৈ,
নাহক কাজর পারে ॥

নিশি দিন কেবল সখীদের সঙ্গে খেলিয়াছি
এখন বড় ভয় লাগিতেছে । আমার স্বামীর
উচ্চ অট্টালিকা, আরোহণ করিতে আমার
প্রাণ কাঁপে । আনন্দ যদি চাই তো লজ্জা
ছাড়িতে হয়, প্রিয়তমের সঙ্গে হৃদয় মিলাইয়া
লাগিতে হয়, অবগুষ্ঠন খুলিয়া, অঙ্গ ভরিয়া
তঁাহার সাক্ষাৎ করিতে হয়, নয়নে প্রেমের
আরতি সাজাইতে হয় । কবীর কহেন হে
সখি শোন, যদি প্রেম হয় তবেই সে বোঝে ।
নিজের প্রিয়তমের অন্তঃকুলতা যদি না
থাকে, তবে বৃথা তোমার কামলপাড়া,
বৃথা তোমার সাজসজ্জা ।

শান্তিনিকেতন

কবীর

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

ব্রহ্মচর্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ছয় আনা

প্রকাশক
শ্রীমতীশচন্দ্র মিত্র
ইণ্ডিয়ান পার্লিশিং হাউস
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কাল্পিতিক প্রেস
২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিশচরণ সান্না দ্বারা মুদ্রিত

সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
অঁথিয়া লাগি রহন ঘো সাধো	...	৫১
অনগঢ়িয়া দেয়া	...	৩৭
অনজানেকো স্বর্গ নরক হৈ	...	১১
আউংগা ন জাউংগা	...	৮
উনসে কর মেল গবঁারা	...	১৭
ঋতু কাণ্ডন নিয়রানী	...	২৮
ঔঁকার সৃষ্টেব কোই সিরজৈ	...	৭৫
কর গুজরান গরীবীসে	...	১৯
কবীর কবসে ভয়ে বৈরাগী	...	৮৭
কবীর ফকীরী অজব হৈ	...	৪০
কহত প্রাণ সুন কারা মেয়া	...	২১
কারা নগর মঁঝার	...	১১৭
কারা মেয়া ইক অজব বৃক্ষ হৈ	...	৮৪
কোই প্রেমকী পেংগ বুলাওরে	...	১১২
কোই কুচ্ছ কঁহৈ	...	১২৫

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
କैसे ଜୀବେଶୀ ବିରହନୀ ପିୟା ବିନ ...	୧୦୬
କୋହି ହେ ରେ ହମାରେ ଗାଁବକୋ ...	୧
କୌନ କହନକୋ କୌନ ଶୁନନକୋ ...	୧୪
ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ଜ୍ଞୋତ ବରତ ହେ ...	୬୧
ଶୁକ୍ରଦେବକେ ଶ୍ରେଦକୋ ଜୀବ ଜାଣେ ନହୀ	୧୫
ଷଟ ଷଟମେଁ ବହି ସାର୍ଜିଁ ରମତା ...	୧୬
ସର ସର ଦୀପକ ବଢ଼େ ...	୩୩
ଚଳନା ହେ ଦୂର ମୁସାଫିର ...	୧୧
ଚୁବତ ଅମୀରମ ଭରତ ଡାଳ ଜୁଁହି ...	୧୫
ଜୁଁହି ଖେଳତ ବସନ୍ତ ଶତ୍ରୁରାଜ ...	୧୧
ଜୁଁହି ଚେତ ଅଚେତ ଖଞ୍ଜ ଦୋଉ ...	୧୧
ଜାଗତ ଜୋଗେସର ପାୟା ...	୧୩
ଜାଗ ପିୟାରୀ ଅବକା ମୋଟେ ...	୧୧୬
ଜିସ୍ମେ ରହନି ଅପାର ଜଗତମେଁ ...	୫୮
ଜୀବତ ମୁକ୍ତ ମୋହି ମୁକ୍ତା ହୋ ...	୩୬
ଜ୍ଞାନ ଅମରପଦ ବହିରେ ...	୧
ତନ ରାତା ମନ ଜାତ ହେ ...	୧୦
ତିଁବିର ମାୟକା ଗହିରା ଆଟେ ...	୫୦

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ଦରିଆକୀ ଲହର ଦରିଆବ ହୈ ଜୀ	... ୧୬
ହଲହିନୀ ଗାବଛ ମଙ୍ଗଳଚାର	... ୧୧୫
ଧୁବିଆ ଜଳ ବିଚ ମରତ ପିଆମା	... ୭୧
ନଥ ସିଖ ସାହବ ହୈ ଭରପୁରା	... ୧୮
ନାଚୁରେ ମେରୋ ମନ ମନ୍ତ ହୋର	... ୧୦୭
ନାରଦ ପ୍ୟାରେ ମୋ ଅନ୍ତର ନାହିଁ	... ୧୧୧
ନିରଞ୍ଜନ ଆଗେ ସରଞ୍ଜନ ନାଟେ	... ୮୧
ନିମ ଦ୍ଵିନ ମାଟେଲ ସାବ	... ୧୦୦
ପଂଡିତ ଦେଖଛ ହୃଦୟ ବିଚାରୀ	... ୧୨
ପରମାତ୍ମ ଶୁକ୍ର ନିକଟ ବିରାଟେ	... ୨୦
ପିଆ ଘଟ ପିଆକୋ ମିଆଁଓ ରେ	... ୧୦୧
ପିଆ ମେରା ଜାଗେ	... ୨୨
ପିଆ ମୋରା ମିଲିଆ	... ୧୨୫
ପ୍ରିତ ଓମାସେ କୌଜିରେ	... ୨୨
ପ୍ୟାରେ ହମସର କନ୍ତ ସୁଜାନ	... ୧୨୦
ବାରୀ ଜାଉଁ ମୈ ସତଶୁକ୍ରେ	... ୧୨
ବାଲମ ଆବୋ ହମାରେ ଗେହରେ	... ୧୧୭
ବୁଧ ବୁଧ ପଂଡିତ ପଦ ନିର୍ବାନ	... ୧୫

বিষয়	পৃষ্ঠা
বৃষ্ণ বৃষ্ণ পংডিত মন চিত্ত লায় ...	১৫
ব্রহ্মণ্ডকে পার বহ পতি সুন্দর হৈ ...	২৬
মহা অকাস আপ জই বৈঠে ...	১৮
মন তু পার উত্তর কঁহ জৈহৌ ...	২৩
মন তু থকত থকত থক জাঈ ...	২২
মন মৈল ন জায় ...	৫৩
মন মন্ত হুআ তব কোা বোলে ...	১০৫
মিলনা কঠিন হৈ ...	১০৮
মেরে সারগুরু পকড়ী বাহ ...	৪৫
মেরে সাহব আয়ে আজ ...	১১২
মোহি তোহি লাগী কৈসে ছুটে ...	১১০
য়ার মিলে জব যার কহায়া ...	৫০
য়া তরিররমে এক পথেক ...	২৫
শরীর মহলমে বাজা বাজে ...	১১৬
সতগুরু চান্হো রে ভাঈ ...	৪২
সতগুরু সেই নয়্য কর দান্হা ...	৮১
সবকা সাখী মেরা সাঈ ...	১
সব বাতনমে চতুর হৈ ...	৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাদ্দি রংগ লাগা'সত রঙ্গ লাগা ...	৪৭
সাদ্দি মোর বসত অগম পুরবা ...	৯২
সাধো সো সতগুর মোহিঁ ভাবৈ ...	৩৮
সাধো ঈ মুর্দনকে গাঁব ...	৮৫
সাধো করতা কর্ম্মতে ভাৱা ...	১২৩
সাহব হমমেঁ সাহব তুমমেঁ ...	৯০
সুনি অহদকৌ বাণী লো ...	৪৩
সৃষ্টি গঙ্গ জইঁড়ায় ..	১২৭
হমতো হেঁ ইঙ্ক মস্তানা ...	১০২
হমারেকে খেলৈ ঐশী হোৱী ...	১১৮
হংসা কহো পুরাতম বাত ...	২৪
হরিনে অপনা আপঁ ছিপায়া ...	৪৫
হিন্দু তুর্কহি মিলিকে ...	১০
হেঁ সবমেঁ সবহীতে ভাৱা ...	৮৩



কবীর

কবীর-পত্র

১

সব কা সাধী মেরা সাজি ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর গৌ

ঐ অব্যাকৃত নাই ॥

পাঁচ পটীস সে স্মৃতি করলে

রহ সব অগ ভরমারা ।

অকার ওকার মকার মাত্রা

ইনকে পরে বতারা ॥

আগৃত স্পন সুষোপিত তুরিরা

ইনতে গারা হোই ।

রাগস তামস সাতিক নিগুন

ইনতে আগে সোই ॥

কবীর

হুল মুছম কারণ মহাকারণ

ইন মিল ভোগ বখানা ।

বিখ তেজস পরাগ আছা

ইনমোঁ সার ন জানা ॥

গরা পসস্তী মধমা বৈখরী

চোবানী না মানী ।

পাঁচ কোষ নীচে কর দেখো

ইনমোঁ সার ন জানী ॥

পাঁচ জ্ঞান ঔর পাঁচ কর্ম হৈ

বহ দস ইস্তী জানো ।

চিত সোই অন্তঃকরণ বখানী

ইনমোঁ সার ন মানো ॥

কুরব সেস কিরকিলা ধনংজর

দেবদত্ত কহঁ দেখো ।

চৌদহ ইস্তী চৌদহ ইস্তা

ইনমোঁ জলধ ন পেখো ॥

তৎপদ বসু পদ ঔর অসীপদ

বাচলচ্ছ পহিচানে ।

কবীর-পূজা

অহদ লক্ষণা অজহদ কহতে

অজহদ অহদ বথানে ॥

গীতম মিঁলে সত সুর লথাবৈ

সার সুর বিলগাটবৈ ।

কট্টে কবীর সোঁজি জন পূরা

ছারা মিলা কর গাটবৈ ॥

সকলেরই সাক্ষী আমার স্বামী । ব্রহ্মা,
বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর পর্যন্ত কেহই অব্যাকৃত
নহেন ।

পঞ্চ তন্ত্রাঙ্ক ও পঞ্চবিংশতি তন্ত্র, এই সব
তন্ত্রবাহুহইতে মনকে মুক্ত কর । এই সবই
সকল অগত্বে ব্রাহ্ম করিয়া রাখিরাছে ।
তিনি অকার, ওঙ্কার, মকার প্রভৃতি মাত্রার
অতীত । আগরণ, স্বপ্ন, সৃষ্টি, কুরীম,
এই সব অবস্থার তিনি অতীত । সাধিক,
রাজসিক, তামসিক ও নিশ্চল, এই সব
অবস্থার দ্বারা তিনি আবদ্ধ নহেন ।

কবীর

স্থূল স্থল কারণ মহাকারণ "ইহার" সকলে
তাঁহার ভোগকেই বুঝাইতেছে। বিশ্ব, ভেজ,
পরাগ, আত্মা ইহাদের একটির মধ্যেও তাঁহার
সার জানা যায় নাই। পরা, পশুস্তী, মধ্যমা,
বৈথরী এই চারি বাণীর মতামুসারে তিনি
চলেন নাই।

পককোব পরীক্ষা করিয়াও তাহাতে
সেই সারকে জানা গেল না।

পক জানেন্দ্রিয়, পক কর্মেন্দ্রিয় এই মন
ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণমন ইহাদের মধ্যেও
সারকে বুঝিতে পারা গেল না।

কুর্ষ, শেব, কুকলাস, ধনঞ্জয়, দেবদত্ত
এই পক প্রাণের মধ্যেও কোথায় তাহাকে
দেখিলাম? চতুর্দশ ইন্দ্রিয় ও চতুর্দশ ইন্দ্রিয়-
লব্ধ জ্ঞান এই সকলের মধ্যেও সেই অলঙ্কাকে
দেখা গেল না।

"তৎ" পদ "ত্বম্" পদ ও "অসি" পদ
এই "তত্বমসি" বাক্যই সেই লঙ্কাকে প্রকাশ

কবীর-গরখ

করিভেছে। জহদ্ লক্ষণা বলে তিনি অজহদ্ ও
অজহদ্ লক্ষণা বলে তিনি জহদ্। (অর্থাৎ
যে শব্দ দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করি, সে শব্দের
অর্থ হইতেও তিনি বৃহৎ এবং সে শব্দের
যাহা অর্থ নহে তিনি তাহাও) ।

যখন প্রিয়তমের দেখা পাওয়া যায় তখন
তিনি সত্য সুর দেখাইয়া দেন। সার সুর
তিনিই জাগ্রত করিয়া দেন। কবীর কহেন
“সেইজনই পরিপূর্ণ যিনি সকল বিচ্ছিন্নতাকে
মিলিত করিয়া গাহিতে পারেন।”

২

কোই হৈ রে হমারে গাঁবকো ।
জাসে পরচা পুছৌ ঠাবকো ॥
বিন বাদর বরধৈ অখণ্ডধার ।
বিন বিজুরী চমকৈ জতি অপার ॥
সসীভানু বিনা জই হ্বে প্রকাশ ।
সার সুর তই কিরো নিবাস ॥

কবীর

বৃদ্ধ তই এক অতি অনূপ ।
সাধা পত্র না ছাঁহ ধূপ ॥
বিন ফুলন ভঁররা কর গুজার ।
ফল লাগে তই নিরাধার ॥
উঁচ নীচ নহিঁ জাতি পাংতি ।
ত্রিগুন ন ব্যাটৈ সদা সাংতি ॥
হর্ষ সোগ নহিঁ রাগ মোখ ।
জরা মরন নহি বংধ মোখ ॥
অখণ্ড পুরী ইক নগ্র নাম ।
জই বটৈ সাধজন সহজ ধাম ॥
মটৈ ন জীবে আবে ন জার ।
কটৈ কবীর সত মিলে সমার ॥

আমার ধামের বার্তা জিজ্ঞাসা করিতে
পারি আমার গ্রামের এখন কেহ এখানে
আছে কি ?

মেঘবিনা অখণ্ডধারা বর্ষিত হইতেছে,
বিহ্বাৎ বিনা কি দীপ্তি চমকাইতেছে, শশিতার-

কবীর-পরধ

বিনা যেখানে প্রকাশ, সেইখানে সেই মায়
সুর বাস করিতেছে ।

সেখানে অতিশয় অল্পম এক বৃক্ষ,
না আছে তাহার শাখা বা পত্র, না আছে
তাহার ছায়া বা রৌদ্র ।

বিনা ফুলে সেখানে ভ্রমর শুগুন চলিরাছে,
বিনা আধারে সেখানে ফল ফলিতেছে ।

উচ্চ নীচ, জাতি পংক্তি সেখানে নাই ।
সেই সমা .শান্তির মধ্যে ত্রিগুণ ব্যাপিতে
পারে না ।

না আছে সেখানে হর্ষ শোক, না আছে
সেখানে রাগ দোষ, না আছে জরা মরণ,
না আছে বন্ধন মোক্ষ । অখণ্ডপুরী সেই ধাম,
সেই একের সে নগরী । সাধুজন সেখানে
বাস করেন, সেই পুরী তাঁহাদের সহজ
ধাম ।

সেখানে না আছে জীবন না আছে মৃত্যু,
না আছে আসা না আছে যাওয়া । কবীর কহেন,

কবীর

“সত্যকে যে পাইরাছে, একমাত্র সেই সেখানে
পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করিতে পারে।”

৩

আউংগা ন জাউংগা মরুংগা ন জাঁউংগা ।

সান্ধে কে সাধে অমীরস পিউংগা ॥

কোন্সে জাউংগা মকে কোন্সে জাউংগা কাসী ।

দোউকে গল বিচ পড়গই ফাঁসী ॥

কোন্সে পুঁতে মড়িয়ঁ। কোন্সে পুঁতে গোরঁ ।

দোউ কী মতিয়ঁ। হরলসে চোরঁ ॥

কহত কবীর সুনো নর লোন্সে ।

ন কোনো হমারঁ ন পর মেরে কোন্সে ॥

আসিবও না বাইবও না, মরিবও না
বাঁচিবও না ; স্বামীর সাধে অমৃত রস পান
করিব । কেহ বার মকার, কেহ বার কাসীতে,
হুইজনেরই গলার মধ্যে ফাঁসী পড়িয়াছে ।
কেহ পূজা করে বেদি, কেহ পূজা করে সমাধি
(স্থান) ; হুইজনের বুদ্ধিই চোর হরণ করিয়া

৮

লইয়াছে। কবীর কহেন, “হে নর শোন,
আমার আপনও কেহ নাট, আমার পদও
কেহ নাই।”

৪

জ্ঞান অমরপদ বহিরে

নিয়রেতে হৈ দুরি।

জ্ঞা জানে তেহি নিকট হৈ

বাতো রহো সকল ঘটপূরী।

জ্ঞান অমরপদ স্তারহী

সব ঘটমোঁ দরশাই।

জ্ঞানে তাকে নিকট হৈ

না তো রহা আকাশ বত ছাই ॥

ওরে বধির, অমরপদ-জ্ঞান নিকট হইতে
সুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত। যে জানে তাহার
পক্ষে নিকটেই, সকল ঘট পূর্ণ করিয়া যে তাহা
অবস্থিত।

অমরপদ জ্ঞান দূরেই, যদিও সকল ঘটেই

কবীর

তাহা দৃষ্টমান। যে জানে তাহার পক্ষে
নিকটেই, নহিলে আকাশবৎ তাহা ছাইয়া
রহিয়াছে।

৫

হিন্দু তুর্কহি মিলিকে

মানহু বচন হমার।

আদি অন্ত ও যুগ যুগ

দেখহু দৃষ্টি পসার ॥

হিন্দু ও মুসলমান মিলিয়া আমার বচন
মানিয়া লও। আদি ও অন্ত এবং যুগ যুগ
দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিয়া লও।

৬

তন রাতা মন জাত হৈ

মন রাতা তন জার।

তন মন একে হোর রহৈ

তব হংসা কবীর কহার ॥

কবীর-পরধ

তুমু রক্ত হইলে মন চলিতে থাকে, মন
রক্ত হইলে তুমু চলিতে থাকে ; তুমু মন যখন
এক হইয়া থাকে তখনই সাধককে মহৎ বলে ।

৭

অনজানেকো স্বর্গ নরক হৈ
হরিজানে কো নাই
জেহি ডরতে তব লোক ডরতু হৈ
সো ডর হমরে নাই ।
পাপ পুণ্যকী শংকা নাই
স্বর্গ নরক নহি জাঈ ।
কহি কবীর সুনো হো সংতো
জহাঁ কা তহাঁ সমাঈ ॥

না-জানার কাছে স্বর্গ নরক , হরি-জানার
কাছে স্বর্গ নরক নাই ।

যেই ডরে তবের লোক ডর পার, সেই
ডর আমার নাই ।

পাপ পুণ্যের শঙ্কা আমার নাই, স্বর্গের

কবীর

নরকে যাই না। কবীর কহেন, শোন হে
সাধু, আমি বেখানকার ঠিক সেইখানেই
সমাहित হই।

৮

পংডিত দেখছ হৃদয় বিচারী
কো পুরুথা কো নারী ॥
সহজ সমানা ঘট ঘট বোলে
বাকো চরিত অনুপা।
বাকো নাম কাহ কাহী লীজে
না বাকে বরণ ন রূপা ॥
তৈ মৈ ক্যা করসি নর বোরে
ক্যা তেরা ক্যা মেরা।
রাম খুদা শিব শক্তি এক
কহঁ ধৌ কোন নিহোরা।
বেদ পুরান কিতবে কুরানা
নানা ভাতি বখানা।
হিংছ তুর্ক জৈনী উ যোগী
য়ে কল কাহ ন জানা।

ছৌ দরশন মৌ জৌ পরবানা

তান্ন নাম মন মানা ।

কহহিঁ কবীর হমহৌ পৈ বৌরে

য়ে সব খলক সরানা ॥

পণ্ডিত, হৃদয়ে বিচার করিয়া দেখ যে কে
পুরুষ, আর কে নারী ।

ঘটে ঘটে সমাহিত সেই সহজই কথা
কহিতেছেন । অনুপম তাঁহার চরিত্র, কি
কহিয়া । তাঁহার নাম লইবে ? না আছে
তাঁহার বর্ণ না আছে তাঁহার রূপ ।
তুমি আমি বলিলা কি বকিস্, পাগল, তোমাই
বা কি আমারি বা কি ?

রাম, খোদা, শিব শক্তি একই । তাঁহার
করণা কত আর কহিব । বেদ, পুরাণ,
কিতাব, কোরাণ, নানাভাবে তাঁহাকে ব্যাখ্যা
করিয়াছে । হিন্দু, মুসলমান, জৈন এবং
যোগী কেহই এই রহস্য বোঝেন নাই ।

কবীর

ছন্ন দর্শনে বাঁহার আঁজা, তাঁর নামেই
মন মানিয়াছে। কবীর কহেন, “আমাকেই
সমস্ত সংসার পাগল পাইয়াছে আর সবাই
খুব সেরানা।”

৯

বুঝ বুঝ পংডিত পদ নির্বান।
সাঁঝ পরে কইবা বসে ভান ॥
উঁচ নীচ পর্বত ঢেলা না ইট।
বিম্বু গায়ন তইবা উঠে গীত ॥
চাহ ন প্যাস মন্দির নহিঁ জইবা।
সহস্রৌ ধেমু ছুহাঁবে তইবা ॥
নিত অমাবস নিত সংক্রান্ত।
নিত নিত নবগ্রহ বৈঠ পাঁত ॥
মৈঁ তোহি পুঁছৌ পংডিত জনা।
ছদ্মরা গ্রহণ লাগু কেহি খনা ॥
কহহিঁ কবীর ইতনো নহিঁ জান।
কোন শব্দ গুরু লাগা কান ॥

বুঝিয়া লও পণ্ডিত, নির্ঝাঁপ পদকে বুঝিয়া
 লও ; সন্ধ্যা আসিলে ভানু কোথায় বাস
 করে ? উচ্চ, নীচ, ঢেলা, পর্কত, ইট সেখানে
 নাই । বিনা গানে সেখানে গীত উঠিতেছে ।
 যেখানে মন্দির নাই, আকাজকা নাই, পিপাসা
 নাই, সেখানে সহস্র সহস্র ধেমুর দোহন
 চলিয়াছে ; সেখানে নিত্য অমাবস্যা, নিত্য
 পৌর্ণমাসী, নিত্য নিত্য সেখানে নবগ্রহ পংক্তি
 করিয়া বসে ।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, হে
 পণ্ডিতজন, হৃদয়ের গ্রহণ কোন ক্রমে লাগে ?
 কবীর কহেন, "এতটুকুও যদি না জান, তবে হে
 গুরু, কোন্ পদ তোমার কানে লাগিয়াছে ?

১০

বুঝ বুঝ পণ্ডিত মন চিত্ত লাগ ।
 কবাইঁ ভরলি বটই কবাইঁ সুখায় ॥
 ধন উটই ধন ডুটই ধন ঔগাহ ।
 রতন ন মিটল পাটই নহি ধাহ ॥

কবীর

পোহকর নহিঁ বাংধল তহীঁ ঘাট ।

পুরইন নহিঁ কমল মঁহ বাট ॥

কহহিঁ কবীর রহ মন কা ধোখ ।

বৈঠা রহৈ চলা চহৈ চোখ ॥

বুঝ বুঝ পণ্ডিত, চিত্ত মন লাগাইয়া বুঝ ।
কখনও পরিপূর্ণ হইয়া বহিতে থাকে কখনও
শুকাইয়া যায় ; কখনও উঠে, কখনও ডুবে,
কখনও ভিতরে নামিয়া যায় ; না মিলিতেছে
রতন, না পাওয়া যাইতেছে তল ।

নাই যেখানে পুষ্করিণী, সেখানে বাঁধিল
ঘাট ; নাই কমল বন, করিতে লাগিল
কমলের খোঁজ । কবীর কহেন, “ইহাতে
মনের ধোঁখা । চমৎকার চলিতে যদি ইচ্ছা
থাকে তবে বসিয়া থাকিতে হয় ।”

কবীর উপদেশ

১

উন্সে কর মেল গঁদারা

কা সোচত বারঘারা ॥

অব পার উতরনা চহিরে

তব কেবট সে মেল রহিরে ॥

অন দর্শন দেখা চহিরে

তব দর্শন মাঅত রহিরে ॥

অব দর্শন লাগত কাজী

তব দর্শন কঁইতে পাজী ॥

ওরে মূর্খ বারঘার কি ভাবিতেছিস্ ?
তঁাহার সঙ্গে মেল করিয়া নে। যদি পারে
উত্তীর্ণ হইতে হয় তবে নাবিকের সঙ্গে মিলিত
হইতে হইবে।

যদি দর্শন লাভ করিতে হয় তবে দর্শনকে

কবীর

মাজিতে থাক্ । দর্পণে যদি ক্লেদ লাগে তবে
দর্শন পাইবি কেমনে ?

২

মক্ক অকাস আপ জই বৈঠে
জোত শব্দ উজিয়ারা হো ॥

সেত সক্রপ রাগ জই ফুলে
সাঁদ্রি করত বিহারা হো ।

কোটিন সুর চন্দ ছিপ জৈ হে
এক রোম উজিয়ারা হো ॥

বহী পার এক নগর বসতু হৈ
বরসত অমৃত ধারা হো ।

কঠেই কবীর সুনো ধর্ম দাসা
লখো পুরুষ দরবারা হো ॥

মধ্য গগনে আত্মা যেখানে আসীন, সে
স্থান জ্যোতির সঙ্গীতে উদ্ভাসিত । শুভ্র স্বরূপ
রাগ যেখানে প্রস্ফুটিত হইতেছে, স্বামী সেখানে
বিহার করেন । তাঁহার এক এক রোমের

কবীর উপদেশ

উজ্জলতার কোটিস্বৰ্ণ্য চন্দ্র আচ্ছন্ন হইয়া যায় ।
সেই পারে এক নগর অবস্থিত, সেখানে অমৃত-
ধারা সর্ষিত হইতেছে ।

কবীর কহেন, “শোনো ধর্মদাস, স্বাবীর
দরবার লক্ষ্য কর ।”

৩

কর গুজরান গরীবীসে

মগরুরী কিস পর করতা হৈ ॥

গীদী কারা দেখ ভুলায়া

দীনন সে কোঁ ডরতা হৈ ॥

রহ অলালী করত হলালী

কোঁ মোজখ আগী জলতা হৈ ।

তজ অভিমানা সীখো জ্ঞানা

সত্‌গুর সত্তত তরতা হৈ ॥

কই কবীর কোই বিরলা হংসা

জীবত হী জো মরতা হৈ ॥

দীনতার সহিত দিন বাপন কর, ওরে মুঢ়,

কবীর

কাহার উপর তুই গর্ব্ব করিস্ ? এই দেহ
দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছিস্ ! দৈছ দেখিয়া কেন
তুই ভর পাস্ ? আপনাকে বৈভবের ভোগে
মগ্ন রাখিয়া নরকের অগ্নি কেন জ্বালাইয়াছিস্ ?
অভিমান ত্যাগ কর, জ্ঞানশিক্ষা কর, সদগুরু
সঙ্গে এই সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া বার।
কবীর কহেন, “জীবনের মধ্যোচ্চ মৃত্যুকে লাভ
করিয়াছেন বিরল তেমন সাধক।”

৪

পরমাত্ম গুরু নিকট বিরাজে

জাগ জাগ মন মেরে ॥

ধায়কে পীতম চরনন লাগে

সান্দে খড়া সির তেরে ॥

জুগন জুগন তোহি সোবত বীতা

অজহ' ন জাগ সবেরে ॥

পরমাত্মা পরমগুরু নিকটে বিরাজমান,
হে আমার মন, জাগ জাগ। ধাবিত : হইয়া

কবীর উপদেশ

প্রিয়তমের চরণে মিলিত হও, স্বামী তোমার
শিররে দণ্ডারমান । যুগ যুগ তুমি শুইয়া
কাটাইলে ; আজ প্রভাত কালেও কি তুমি
জাগিয়া উঠিবে না ?

৫

কহত প্রাণ স্নান করা মেরী

মোর তোর সংগ ন হোঙ্গি ।

তোহি অস মিত্র বহত হম পারা

• সংগ ন লীনা কোঙ্গি ॥

প্রাণ কহিতেছে, হে আমার কায়া, তোমার
সহিত আমার সঙ্গ হইবার নহে । তোমার
জ্ঞান মিত্র আমি বহুবার আরও পাইয়াছি কিন্তু
সঙ্গ কেহই লইল না !

৬

চলনা হৈ দূর সুসাক্ষির

কাহে সোঁবেরে ।

কবীর

চেত অচেত নর সোচ বাবরে

বহুত নীদ মত সোবৈরে ॥

নদিয়া গহিরী নার পুরাণী

কেহি বিধি পার তু হোবৈরে ।

কঠেই কবীর সুনো তাঁজ সাধো,

ব্যাজকে ধোখে মূল মত ধোবৈরে ॥

ওগো যাজী, বহু দূর যাইতে হইবে, শুইয়া
আছ কেন ? হে নিদ্রিত, আগ্রত হও, হে
চঞ্চল, চিন্তা করিয়া দেখ, এত অধিক
নিদ্রা দূর কর ।

নদী গভীর, পুরাতন-তোষার নৌকা,
কেমন করিয়া তুমি পার হইবে ? কবীর
কহেন, “সুদের লোভে মূলধন হারাইও না ।”

৭

মন তু পার উত্তর কঁহ ঝৈহৌ ।

আগে পংখী পংখ ন কোজ

কুচ সুকাম ন পৈহৌ ॥

কবীর উপদেশ

নহি শুই নীর নাথ নহি খেবট

না শুণ খৈচন হারা ।

ধরনী গগন কর কছু নাহী

না কছু বার ন পারা ।

নহি তন নহি মন নহি অগন পৌ

সুন যে সূছ ন পৈহৌ ।

বলীমান হোর পৈঠো ষট যে

বাহী ঠৌরে হৌইহৌ ॥

বার হি বার বিচার দেখ মন

অন্ত করু মত জৈহৌ ।

কঠে কবীর সব ছাড়ি করনা

• জেয়া কা তৌ ঠহটৈহৌ ॥

হে মন, তুমি পার উত্তীর্ণ হইয়া কোথায়
পৌছিতে চাও ? না আছে সম্মুখে পথিক,
না আছে কোন পথ ; কোথায় সেখানে
গতি, কোথায় বা সেখানে স্থিতি ! না আছে
সেখানে জল, নাই নৌকা, নাই নাথিক, নাই

কবীর

শুণ, না শুণ টানিবার লোক । ধরণী, গগন,
কল্প কিছুই সেখানে নাই । না আছে সেখানে
কুল না আছে সেখানে পার । না আছে তনু,
না আছে মন ; আত্মার পিপাসা শাস্তির স্থান
সেখানে কোথায় ? সেই শূন্যে কোন ও সন্ধান
পাইবেনা ।

বলবান হইয়া ঘটের মধ্যে প্রবেশ কর
সেইখানেই তুমি প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইবে । বার
বার বিচার করিয়া দেখ হে মন, অন্ততঃ
কোথাও তুমি যাইওনা । কবীর কহেন, “সব
কল্পনা ছাড়িয়া ঠিক যেমন আছ তেমনি
প্রতিষ্ঠিত হও ।”

৮

হংসা কহো পুরাতন বাত ।

কোন দেশ সে আরা হংসা

উতরনা কোন ঘাট ।

কহাঁ হংসা বিসরাম কিয়ো হৈ

কহাঁ লগারে আস ॥

কবীর উপদেশ

অবহী হংসা চেত সবেরা

চলো হমারে সাথ ।

সংসর সোক বহী নহিঁ ব্যাপৈ,

নহীঁ কাল কৈ জাস ॥

হুয়া মদন বন ফুল রহে হৈ

আবে সোহং বাস ।

মন ভৌঁরা অই অরুবা রহে হৈ,

সুখকী না অভিলাস ॥

হে হংস, বল পুরাতন কাহিনী । কোন্
দেশহইতে আসিরাছ হংস, উতরিবে কোন্
ঘাটে ? কোথায় তুমি বিশ্রাম করিতেছ হে
হংস ? কিসের অন্ত তোমার আকাঙ্ক্ষা ?

এখনি প্রভাতে হে হংস, তুমি আগ্রত হও,
চল আমার সঙ্গে । সংসর শোক সেখানে
ব্যাপে না, কালের জাস সেখানে নাই ।
সেখানে বসন্ত-বন পুষ্পিত হইতেছে, “তিনিই
আমি” এই সুবাস আসিতেছে ; মন

কবীর

ভ্রমর সেখানে আসক্ত হইয়া রহিয়াছে—সুখের
আকাঙ্ক্ষী সে নহে ।

৯

ব্রহ্মণ্ড কে পার বহু পতি সুন্দর হৈ,
অব সে ভুল জিন আব ।
কহেই কবীর সুনো ভাঙ্গি সাধো
ফির ন লগৈ অস দাব ॥

ব্রহ্মাণ্ডের পারে সেই পরম সুন্দর স্বামী
বিরাজমান ; এখন হইতে আল তাঁহাকে
ভুলিও না । কবীর কহেন, “শোন হে ভাই
সাধু, এমন সুযোগ আর কখনও কিরিয়া
আসিবে না ।”

১০

ঘট ঘট মেঁ রহি সাঁঙ্গি রমতা
কটুক বচন মত বোলরে ।
ধন জীবন কো গরু ন কীজৈ
ঝুঠা পংচরংগ চোল রে ॥

কবীর উপদেশ

ঘটে ঘটে সেই এক স্বামী আনন্দ
করিতেছেন, কটু কথা কাহাকেও বলিওনা ।

ধন ঘোষনের গর্জ করিওনা ; এই তম্বু
মিথ্যা পাঁচরঙ্গা পরিচ্ছদ মাত্র ।

কবীর সাধনা

১.

মন তু থকত থকত থক যাকি ।

বিন থাকে তেরো কাজ ন সনি হৈ

ফির পাছে পছিতদি ॥

যবলগ তোকর জীব রহত হৈ

তবলগ পরদা ভাকি ।

টুট যার ওট জনম মরণকী

রসক রহে ঠহরাকি ॥

যাকে পরে ওর কছু নাহি

যহ মত সব সে পুরা ।

কহেই কবীর মার মন চঞ্চল

হো রহ জৈসে ধুরা ॥

হে মন, তুমি শ্রান্ত হইতে হইতে একেবারে
অবসন্ন হইয়া পড়িবে। বিনা শ্রান্তিতে

কবীর সাধনা

তোমার কাজ চলে না, অবশেষে একদিন
তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত
যত্ন জ্ঞান লইয়া জীব থাকে সে পর্য্যন্ত চক্ষুর
সমন্বিত যবনিকা দৃষ্ট হইবে, যখন জন্ম মৃত্যুর
যবনিকা ছিন্ন হইয়া যাইবে, তখন সেই আনন্দ-
রস তোমার অন্তরে স্থির হইবে।

যাহার পয়ে আর কিছু নাই, সেই মতই
সৰ্ব্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ মত। কবীর কহেন,
“চঞ্চল মনকে মারিয়া ধুরার তায় (স্থির)
হইয়া থাকে।

২

প্রীত উসীসে কৌজিরে

যো ওর নিভাবে।

বিনা প্রীতকে মালুবা

কহিঁ ঠৌর ন পার্বে ॥

নাম সনেহ অব মিলৈ

তবহী সচ পার্বে।

কবীর

অজর অমর ঘর লে চলে
ভব জল নহিঁ আবে ॥
জ্যো পানী পরিষ্কার কা
দুজা ন কহাটে ।
হিল মিল একো হো রটে
সৎগর সমুঝাটে ॥
দাস কবীর বিচার কে
কহি কহি জতলাটে ।
আপা মিটে সাহব মিটে
ভব বহ ঘর পাটে ॥

যিনি তোমাকে কুল দিবেন তাঁহাকেই
প্রেম কর । প্রেম বিনা মানুষ কোথাও
ঠাই লাগু হয় না । নামে যখন প্রীতি হয়,
তখনই সেই সত্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রীতি
তখন অজর অমর ঘরে লইয়া যায়, আর ভব-
জলে আসিতে হয় না । যেমন নদী হইতে
নদীর জল কিছু বিভিন্ন নহে ; সৎগর বুঝাইয়া
৬০

কবীর সাধনা

দিলে জদরে জদরে মিলিয়া এক হইবে ।
কবীর বুঝিয়া গুনিয়া বার বার এই ঘোষণা
করিতেছেন “অহং-ভাব যদি মিটে তবেই স্বামী
মিলে, তখনই সেই ঘর পাওয়া যায় ।”

৩

ধূবিয়া জল বিচ মরত গিয়াসা
জলমেঁ ঠাট্ পিঠৈ নহিঁ মুরখ ।
অচ্ছা জল হৈ খাসা ।
অপনে ষট্কে মরম ন জাটৈ
কটৈ কৌন জল কৈ আসা ।
ছিনমেঁ ধোরিয়া রোটৈ ধোটৈ
ছিনমেঁ হোর উদাসা ।
সচ্ছা সাবুন লের ন মুরখ
হৈ সংতন কে পাসা ।
মাগ পুরাণা ছুটত নহিঁ
ধোবত বারহ মাগা ।
কটৈই কবীর সুনো ভাঙ্গি সাধো
আছত অন্ন উপাসা ।

কবীর

জলের মধ্যেও হতভাগা খোঁবা পিপাসার
মরিতেছে। জলের মধ্যে দাঁড়াইয়াও সে মূর্খ
জল পান করিতে পারিতেছে না, খাসা নিশ্বল
সে জল। হায় হায়, আপনার ঘাটের
মরম জানে না, কোন জলের সে কামনা করে ?
ক্লেণে সেই হতভাগ্য কাঁদিতেছে, ক্লেণে সে
কাপড় ধুইতেছে আবার ক্লেণেই সে উদাস
হইয়া বাইতেছে। মূর্খ সত্য সাবান নেয় না,
সাধকের কাছেই তাহা আছে। পুরাতন দাগ
ছুটিতেছে না, অথচ বার মাসই হতভাগ্য ধুইয়া
চলিয়াছে। দাগ (সংস্কার সম্বৃত দাগ) সে
উঠাইতে পারিতেছে না। কবীর কহেন,
“শোন ভাই সাধু, অন্ন থাকিতেও হতভাগা
উপবাসী।”

৪

সব বাতন মেঁ চতুর হৈ

সুমিরণ মেঁ কাঁচা।

কবীর সাধনা

সার সত্ত কো ছাঁড় কে

অসত্ত সঙ্গ রাচা ॥

জ্যো জ্যো নাচায়া কামনা

তোয়া তোয়া হি নাচা ॥

কঠেই কবীর হরি জন মিলে

হরি জন হো সাঁচা ॥

সকল কথায় চতুর, কেবল অরণ করিতেই
কাঁচা। সার সত্যকে ছাড়িয়া অসতের সাথে
হইল সঙ্গ। কামনা যেমন যেমন নাচাইরাছে
তেমন তেমনই তুমি নাচিয়াছ। কবীর কহেন,
“হরি যখন মেলেন, তখনই হরিজন সত্য হন।”

৫

ঘর ঘর দীপক বঠৈ

লঠৈ নহিঁ অন্ধ হৈ।

লখত লখত লখি পঠৈ

কটে জম ফন্দ হৈ ॥

কবীর

কহন সুনন কিছু নাহি

নহি কিছু করণ হৈ ।

জীতে হী মরি রইহে

বহরি নহি মরণ হৈ ॥

যোগী পড়ে বিজোগ

কইহে ঘর দূর হৈ ।

পাসহি বসত হজুর

তু চতু খজুর হৈ ॥

ব্রাহ্মণ দিচ্ছা দেতা

ঘর ঘর ষালি হৈ ।

মূর সজীবন পাস

তু পাহন পালি হৈ ॥

ঐসন সাহব কবীর

সলোনা আপ হৈ ।

নহি জোগ নহি জাপ

পূন্ন নহি পাপ হৈ ॥

ঘরে ঘরে দীপক জলিতেছে, অন্ধ তুমি,

কবীর সাধন।

দেখিতে পাইতেছ' না। দেখিতে দেখিতে
হঠাৎ একদিন যেই দেখিয়া ফেলিবে অমনি
মৃত্যুর পাশ কাটিয়া যাইবে। না আছে কিছু
কহিবার শুনিবার, না আছে কিছু করিবার,
জীরন্তেই যে মরিয়া রহিয়াছে সে আর কিরিয়া
মরিবে না। বিযুক্ত হইয়া পড়িয়া আছে
বলিয়াই তো যোগী বলে, সেই গৃহ বহু দূর।
নিকটেই রহিয়াছেন সেই স্বামী, আর তুই
চড়িতেছিস্ খজ্জুর বৃক্ষের উপর !

ঘরে ঘরে ঢুকিয়া ব্রাহ্মণ দীক্ষা দিয়া বেড়া-
ইতেছে। জীবনের মূল উৎস তোর পাশে,
আর তুই কিনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিস্ পাষণ !

কবীর কহেন "আমার প্রভু এমন মধুর
যে তাহা বুঝাইবার নহে। তাঁহার কাছে
না আছে ষোণ না আছে জপ, নাই পুণ্য
নাই পাপ।"

জীবিত মুক্ত সোই মুক্তা হো
 অবলগ জীবন মুক্তা নাহী
 তবলগ দুখ সুখ ভুগতা হো ।
 তীরথবাসী হোয় ন মুক্তা
 মুক্তি ন ধরনী সোঈ হো ।
 ভ্রম অতীত বন্ধন তেঁ ছুটে
 জই ইচ্ছা তই জাঈ হো ।
 বিনা অতীত সদা বন্ধনমে
 কিতহু জানে ন পাঈ হো ।

বাঁচিয়া থাকিতে যে মুক্ত সেই যথার্থরূপে
 মুক্ত । যে পর্য্যন্ত জীবন মুক্ত না হয়, সে
 পর্য্যন্ত সুখ দুঃখ ভোগ করিতেই হয় । তীর্থে
 বাস করিলেই মুক্তি হয় না, মাটিতে শয়ন
 করিলেই মুক্তি হয় না, ভ্রমহইতে অতীত
 হইলেই বন্ধনহইতে মুক্তি হয় । তখন যেখানে
 ইচ্ছা সেখানে প্রবেশ করা যায় । বাহার

কবীর সাধনা

(ব্রহ্ম) অপগত হয় নাই সদাই সে বন্ধনে ;
কোথাও তাহার প্রবেশের অধিকার হয় নাই ।

৭

অনগচ্ছিয়া দেবা

কোন কঠের তেরী সেবা ॥

গড়ে দেব কো সব কোই পূজ

নিত হী লারৈ সেবা ॥

পূরণ ব্রহ্ম অধিগিত স্বামী

তাকো ন জানৈ ভেবা ॥

দশ ঔতার নিরঞ্জন কহিয়ে

সো অপনা না হোঈ ।

মহ তো অপনী করণী ভোগৈ

কর্তা ঔর হি কোঈ ॥

জোগী জতী তপী সন্ন্যাসী

আপ আপ মেঁ লড়িয়া ।

কঠেই কবীর সুনো ভাই সাধো

রাগ লঠে সো তরিয়া ॥

কবীর

হে অপ্রতিষ্ঠিত দেবতা, কে করে তোমার
সেবা? প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে সকলেই পূজা
করে, প্রত্যহ তাহাকে সকলে সেবা করে।

যিনি পূর্ণ, যিনি ব্রহ্ম, যিনি অখণ্ডিত, যিনি
স্বামী, তাঁহার সন্ধানও কেহ লয় না। সকলে
বলেন, দশ অবতারই নিরঞ্জন ব্রহ্ম, কিন্তু
অবতার কখন পরমাত্মা হইতে পারেন না,
কারণ অবতার তো আপন কর্মফল ভোগ
করেন, কর্তা তবে নিশ্চয় স্বতন্ত্র আর কেহ।

যোগী, যতী, তপস্বী, সন্ন্যাসী সকলেই
আপনাদের মধ্যে বিবাদ করিয়া মরিতেছেন।
কবীর কহেন “শোন ভাই সাধু, সেই রাগ যে
দেখিয়াছে সেই তরিয়া গিয়াছে।”

৮

সাধো সো সতগুর মোহিঁ ভারৈ ।

সন্তপ্রেম কা ভর ভর প্যালা

আপ পিৰৈ মোহি প্যারৈ ॥

কবীর সাধনা

পরদা দূর কঠৈ আখিন কা
ত্রুঙ্গ দরস দিখলাবৈ ।
জিস্ দরস মেঁ সব লোক দরসৈ
অনহদ শক্ সুনাবৈ ॥
একহি সব সুখ দুখ দিখাবৈ
শক্ মেঁ সুরত সমাবৈ ।
কঠেই কবীর তাকো ভয় নাই
নির্ভর পদ পরসাবৈ ॥

হে, সাধু, আমার প্রাণ সেই সতগুরুকে
চার, যিনি সত্য প্রেমের প্যালা ভরিয়া আপনি
পান করেন ও আমাকে পান করান ।

যিনি নয়নের আবরণ দূর করিয়া ত্রুঙ্গরূপ
দর্শন করান । সেই দর্শন দেখাইয়াই তো
তিনি সর্ব লোক দর্শন করান এবং অসীম
সঙ্গীত শোনান ।

সমস্ত সুখ দুঃখ এক করিয়া তিনি দেখান,
সেই শব্দে তিনি প্রেম সমাহিত করান । কবীর

কবীর

কহেন (যে এমন সদৃশুর লাভ করিয়াছে)
তাহার আর ভয় নাই, অভয়পদকে সে নিশ্চয়
প্রাপ্ত হইবে।

৯

কবীর ফকীরী অজব হৈ
জো গুরু মিলে ফকীর।
সংসর সোক নিবার কে
নিরমল করে শরীর ॥

হে কবীর, সেই ফকীরী অতি আশ্চর্য্য,
যদি গুরু মিলে ফকীর। সংসর শোক নিবারণ
করিয়া নির্মল করিয়া দেন তবে শরীর।

১০

তিঁবির সাঁঝকা গছিয়া আঁয়ে
ছাঁয়ে প্রেম মন তনমে ॥
পশ্চিম দিসকী খিড়কী খোলো
ডুবছ প্রেম গগনমে ।

কবীর সাধনা

চেত-কংসন-দল রস পিয়োরে

লহর লেহ যা তনমোঁ ॥

সংখ ঘণ্ট সহনাই বাঁজে

সোভা সিদ্ধ মহলমেঁ ।

কহেঁ কবীর সুনো ভাই সাধো

অমর সাহব লগ ঘটমেঁ ॥

সঙ্কার অঙ্কার গভীর হইয়া আসিতেছে,
প্রেমের অঙ্কার তনুমনকে ছাইয়া ফেলিতেছে ।

পশ্চিমের দিকের বাতায়ন মুক্ত করিয়া
প্রেমের গগনে নিমগ্ন হও । ওগো, চিত্ত-
কমল-দলের রস পান কর, এই দেহে
সেই তরঙ্গ গ্রহণ কর । সিদ্ধ মহলে কি
শোভা ! সেখানে শঙ্খ, ঘণ্টা, সানাইর বাজ
বাজিতেছে । কবীর কহেন “শোন, হে ভাই
সাধু, নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, স্বামী ঘণ্টের মধ্যে
বিরাজমান ।”

কবীর

১১

সত্যগুর চীনহো রে ভান্নি ।
বেদ পুরান ভাগবত গীতা
ইনকো সর্বৈ দৃঢ়াটৈ ।
জাকো জনম সুফল রে প্যারে
সো ব্রহ্ম গুরু পাটৈ ॥
সত্যগুর এক জগত মেঁ গুরু হৈঁ
সো ভবসে কড়িহারা ।
কহৈঁ কবীর জগত কে গুরুবা
মর মর লেঁ ঔতারা ॥

হে ভাই, সত্যগুরুকে চিনিয়া লও ।
সকলেই বেদ, পুরাণ, ভাগবত ও গীতাকে
দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু হে
প্রিয়, তাহার অন্যই সকল যে ব্রহ্মকে গুরু
জানিয়াছে ।

জগতে সেই এক সত্যগুরু, তিনি সকল
ভববন্ধনহইতে মুক্তি দাতা । কবীর কহেন,

“সংসারের গুরুরা তো কেবল মরিয়া মরিয়া
অবতার লন।”

১২

সুনি অহদকী বাণী লো ।

তাহি চীন্হ হম ভয়ে বৈরাগী

পরিহর কুল কী কানী লো ॥

তব হম বহুতক দিন লৌ অট্কে

সুন সুন বাত বিরানী লো ।

অবকুছ সমঝ পড়ী অন্তরগত

আদি কথা পরবাণী লো ।

মনমতি গঙ্গ প্রগট ভঙ্গ সমগতি

রমতাসেঁ। কুচি মানী লো ।

লালচ লোভ মোহ মমতা কী

মিটগই ঐচাতানী লো ।

চংচল তে মন নিশ্চল কীন্হা

সুরত নিরত ঠহরাণী লো ।

কবীর

কইঁ কবীর দয়া সতগুর তেঁ

লখী অটল রাজধানী লো ।

ওগো, সেই অসীমের বাণী শুনিয়া
সেই অসীমের পরিচয় পাইয়া আমি বৈরাগী
হইয়া গিয়াছি । সমস্ত কুলের সীমাকে আমি
পরিহার করিয়াছি । তখন আমি কেবল নানা
বাজে কথা শুনিয়া শুনিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত
আটক ছিলাম ।

এখন অন্তরগত আদি শাখত কথা কিছু
কিছু বুঝিতে পারিতেছি । এখন কল্পনা
অপগত হইয়াছে, সঙ্গতি প্রকাশ পাইয়াছে,
তীহার সম্বোগে আমার রুচি হইয়াছে ।
লালসা লোভ ও মমতার মোহজনিত টানা-
টানি মিটিয়া গিয়াছে ।

চঞ্চলতাহইতে মনকে নিশ্চল করিয়াছি,
প্রেম ও বৈরাগ্যে মনকে স্থির করিয়াছি ।
কবীর কহেন “সদগুরুর দয়ার অটল রাজধানীর
দেখা পাইয়াছি ।”

১৩

মেয়ে সান্ধুর পকড়ী বাঁহ
নহীঁ তো মৈঁ বহিঁ জাতা ।
কাম কোপ দউ তজ দঙ্গ
বিষয়মেঁ নহিঁ সমার ।
কহেঁ কবীর সুনো ভাঙ্গ সাধো
হদ তজ বেহদ জায় ॥

আমার সদৃশুর হাত ধরিয়েছেন নহিলে
আমি ভাসিয়া যাইতাম । আমার মন এখন
কাম এবং কোপ এই উভয়কেই ত্যাগ
করিয়েছে, সে আর বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে
না । কবীর কহেন “শোন, ভাই সাধু, এখন
আমার মন সীমা ছাড়িয়া অসীমে গিয়েছে ।”

১৪

হরিনে অপনা আপ ছিপায় ।
হরিনে নফীজ কর দিখায় ॥

কবীৰ

হৰিনে মুখে কঠিন বিচ ধেৱী ।
হৰিনে হৃবিধা কাটা মেৱী
হৰিনে সুখ দুখ বতলায়ে ।
হৰিনে সব হৃন্দ মিটায়ৈ ॥
ক্ৰমে হৰি পৈ তন মন বাক্ৰ ।
প্ৰাণ হি তজুঁ হৰি নহিঁ বিসাক্ৰ ॥

হৰি আপনাকে আপনিই লুকাইয়া
রাখিগাছেন। আবার হৰিই কি আশ্চৰ্য্য
সুন্দৰ কৰিয়া আপনাকে দেখাইগাছেন। হৰি
আমাকে কঠিনেৰ মধ্যে ঘিৰিগাছেন, আবার
হৰিই আমাৰ সংশয় কাটিয়া দিয়াছেন। হৰি
আমাকে সুখ দুঃখ কহিয়াছেন, আবার
হৰিই আমাৰ সব হৃন্দ মিটাইয়া দিয়াছেন।

এমন হৰিৰ চরণে আমাৰ তম্বু মন
ডালি দিব। প্ৰাণ তো ছাড়িতেই পাৰি,
কিন্তু হৰিকে ভুলিতে পাৰি না।

সাজি রংগ লাগা সত রঙ্গ লাগা
 মেরে মনকা সংসর ভাগা ॥
 অব হম রহলী হঠিল দিবানী,
 তব পিয় মুখছ ন বোলে ।
 অব বন্দী ভঙ্গি থাক বরাবর
 সাহব অন্তর খোলে ॥
 সাঁচে মন তেঁ সাহব নেরে
 বুটে মনতে ভাগা ।
 লোক লাজ কুলকী মর্জাদা
 ভোড় দিয়ো অস খাগা ।
 কহত কবীর শুনো ভাঙ্গি সাধো
 ভাগ হমারা জাগা ॥

স্বামীর রঙ্গ লাগিয়াছে, সত্য রঙ্গ
 লাগিয়াছে, আমার মনের সংসর পলায়ন
 করিয়াছে। যখন আমি অবাধ্য ও উন্মত্ত
 ছিলাম, তখন আমার স্বামী একটুও মুখ

কবীর

খোলেন নাই। যখন এই দাসী ছাইয়ের
সমান হইয়া গেল, তখন স্বামী তাঁহার অন্তর
উদঘাটিত করিলেন।

নিকপট প্রাণের কাছে স্বামী নিকটবর্তী,
কপট চিত্তহইতে দূরে পালান।

লোকলজ্জা কুলের মর্যাদা সূত্রের মত
ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। কবীর কহেন “শোন
শোন ভাই সাধু, ভাগ্য আমার জাগিয়াছে।”

১৬

জিস্‌সে রহনি অপার জগতমৈ

সো প্রীত মুখে পিয়ারা হো ॥

জৈসে পুরইন রহি জল ভীতর

জলহিমৈ করত পসারা হো ।

বাকে পানী পর্জ ন লাটৈ

চরকী চলৈ জস পারা হো ॥

জৈসে সতী চটৈ অগিন পর

প্রেম বচন ন টারা হো ॥

আপ জরৈ ঔরনকে জারৈ
রাথে প্রেম মরিষাদা হো ॥
ভব সাগর এক নদী অগম হৈ
অহদ অগাহ ধারা হো ।
কহৈ কবীর সুনো ভাই সাধো
বিরলে উতরে পারা হো ॥

যাহাহইতে এই জগতে অপার থাকি
লাভ করা যায়, সেই প্রেম আমার প্রাণের
প্রিয় ।

কমল যেমন জলের মধ্যে থাকিয়া
জলেতেই বিকশিত হইয়া উঠে । তাহার পক্ষে
জল লাগিতে পারে না, সে যেমন জল ঠেলিয়া
পার হইয়া যায় ।

সতী যেমন অগ্নির উপর আরোহণ করে,
তথাপি প্রেমের বাণীকে লজ্বন করে না ।
আপনি জগিয়া মরে অত্মকে দগ্ধ করিয়া
মারে, তথাপি প্রেমের মর্যাদা রাখে ।

কবীর

ভবসাগর এক অগম্য নদী, অসীম অগাধ
সেই ধারা। কবীর কহেন “শোন, ভাই
সাধু, কচিৎই কেহ পারে উত্তীর্ণ হইতে
পারে।”

১৭

যার মিলে জব য়ার কহায়।
জাতি বরন কুল করম নসায় ॥
পারস পরসে কংচন হৌজি।
লোহা রাহি কহৈ ন কোই ॥
পারসকৌ গুন দেখৌ আয়।
লোহা মহংগে মোল বিকায় ॥
কহৈ কবীর য়হ সাঁচৌ খেল।
ফুল তেল মিল ভয়ৌ ফুলেল ॥

সেই প্রেমিকের সঙ্গ যখন পাইলাম, তখন
আমিও প্রেমিক বনিলাম। জাতি, বর্ণ, কুল,
কর্ম্য সব দূরে পলাইয়া গেল। পারশ পরশ
করিলে কাঞ্চন হইয়া য়ার, আরতো তাহাকে

কেহ লোহা বলে না ! দেখ আসিয়া পরশ
মণির কি গুণ ! লোহ এখন দুৰ্দ্ধূল্য হইয়া
উঠিয়াছে ।

কবীর কহেন “এই তো সত্য খেলা,
ফুল এবং তেল মিলিয়া ফুলেল হইয়া গেল ।”

১৮

অধিয়া লাগি রহন দো সাধো

হিরদয় প্রীত সমহার।

অম জালিম সে সব ডর মিটিগে

’ আ দিন দৃষ্টি নিহারা ॥

অব সত গুরনে কিরপা কান্হী

’লান্হের আপ উবারা ॥

লখ চৌরাসী বন্ধন ছুটে

সদা রহে গুরু সংগী ।

প্রেম পিয়ালা হরদম পীরে

সদা মস্ত বৌরংগী ॥

অবলগ বস্ত পিছানে নান্হী

তবলগ ঝুটি আসা ।

কবীর

খিলমিল জ্যোত লখে মোর বাণম
উনমুনি ঘরকে বাসা ॥
সবকো দৃষ্টি পড়ে অবিনাসী
বিরলা সন্ত পিছানৈ ।
কহেই কবীর যহ মর্শ্ব কিবাড়ী
জ্যো খোলৈ সো জ্ঞানৈ ॥

আধি আমার বুজিয়া থাকিতে দাও,
হে সাধু, হৃদয়ে আমি প্রীতিকে সামলাইয়াছি ।
বেদিন আমি তাঁহার দৃষ্টি হেহারিলাম,
সেই দিন অত্যাচারী মৃত্যুর সব ভয় মিটিয়া
গিয়াছে । যখন সত্যগুরু রূপা করিয়াছেন,
তখন আপনিই তিনি আমাকে মুক্ত করিয়া
লইয়াছেন । (গুরু যখন রূপা করেন)
তখন চোরাসী লক্ষ বন্ধন আপনি ছুটিয়া
যায়, সদাই সে গুরুর সঙ্গী হইয়া থাকে ।
হরদম সে প্রেম প্যালা পান করে,
সদাই সে তখন মত্ত ও প্রেমের পাগল ।

যে পর্য্যন্ত বস্তুর সহিত পরিচয় হয় নাই,
সেই পর্য্যন্তই মিথ্যা কামনা। ঝিলঝিল
আলোকে প্রিয়তম আমার নয়ন সমক্ষে দীপ্ত,
উন্মনা ঘরের আমি অধিবাসী। সকলেরই
দৃষ্টির পথে পতিত সেই অবিদ্যায়ী, কচিৎই
কোন সাধক তাঁহাকে চেনেন। কবীর কহেন,
“এই মর্শ্বস্বার যে খোলে সেই জানে।”

১৯

মন টুল ন জায় কৈসে কৈ ধোবোঁ। ॥
গাঁর গড়হিয়া মৌঁ গাদড় পানী।
ধোবিয়া রসিয়া গুদরী পুরানী ॥
কহেঁ কবীর য়হ গুদরী কে ভাগ।
মিলি গৈলৈঁ সত গুরু ছুটি গৈলে দাগ ॥

আমার মনের ময়লা বাইতেছে না, কেমন
করিয়া ধুইব, বুঝিতে পারিতেছি না ; গ্রামের
ডোবার মধ্যে মলিন জল, ধোবাও অত্যন্ত
বিষয়পিপাসু, মলিন বস্ত্রখানাও অত্যন্ত জীর্ণ।

কবীর

কবীর কহেন “এইতো সেই মলিন ও
জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের সৌভাগ্য, যে সে সত্যগুরু
দেখা পাইয়াছে, তাহার সব দাগ দূর হইয়াছে ।

২০

গুরুদেব কে ভেদকো জীৱ জানৈ নহী'
জীৱতো অপনী বুদ্ধি ঠানৈ ।
গুরুদেব তো জীৱ কো কাঢ়ি ভৱ সিদ্ধটে
ফের লৈ সুখ কে সিদ্ধ আনৈ ॥
বন্দ কর দৃষ্টিকো ফের অন্তর কট্টর
ঘটকা পাট গুরুদেব খোলৈ ।
কহত কবীর তু দেখ সংসার মৈ
গুরুদেব সমান কোই নহিঁ তোলৈ ॥

সেই গুরুর রহস্য মানুষ তো জানে না,
মানুষ আপনার বুদ্ধির উপরই নির্ভর করিতে
চাহে । গুরুদেব তো জীবকে প্রথমে ভব-
সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া পুনরায় আনন্দসাগরের
মধ্যে লইয়া আসেন ।

কবীর সাধনা

আমাদের দৃষ্টিকে তিনিই সীমা দ্বারা
বদ্ধ করিয়া পরে অন্তরের অসীম দৃষ্টি
খুলিয়া দেন।

কবীর কহেন “চাহিয়া দেখ, সংসারে
শুরুদেবের সমান আর কেহ নাই।”



କବୀର ତତ୍ତ୍ୱ

୨

ଦରିଆକୀ ଲହର ଦରିଆର ହେ ଜୀ
ଦରିଆ ଓର ଲହର ମେଁ ଭିନ୍ନ କୋରମ୍ ।
ଉଠେ ତୋ ନୌର ହେ ବୈଠେ ତୋ ନୌର ହେ
କହୋ ଜୀ ଦୁମରା କିମ୍ ତରହ ହୋରମ୍ ॥
ଉମୀ କା ଫେରକେ ନାମ ଲହର ଧରା
ଲହର କେ କହେ କା ନୌର ଧୋୟମ୍ ।
ଜନ୍ତୁ ହୀ କେର ସବ ଜନ୍ତୁ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ
ଜ୍ଞାନ କର ଦେଖ ମାଲ ଗୋରମ୍ ॥

ନଦୀ ଏବଂ ନଦୀର ତରଙ୍ଗ ଏକହି । ନଦୀ ଏବଂ
ତରଙ୍ଗର ମଧ୍ୟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କୋଥାୟ ? ତରଙ୍ଗ ଉଠିଲେଓ
ସେହି ଜଳ, ତରଙ୍ଗ ମିଳାହିୟା ଗେଲେଓ ସେହି ଜଳ ;

ভিন্নত্ব হইবে কেমন করিয়া? উহাকে তরঙ্গ নাম দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কি কেবল নামের খাতিরেই সে জল হইতে ভিন্ন হইয়া গেল? (অজ্ঞাতসারে) জগতের মালাই ফিরাইতেছ, পরব্রহ্মের মধ্যে জগতের পর জগত মালায় মত ফিরাইয়া চলিয়াছ, জ্ঞানচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ দেখ।*

জঁহু খেলত বসন্ত ঋতুরাজ
 ভঁহা অনহদ বাজা বজৈ বাজ ॥
 চহঁ দিস জোতিকে। বহৈ ধার
 বিরলা জন কোই উতরে পার ॥

* আমরা জগতের পর জগতে চলিয়াছি, যেন মহা তাপসের আয় জন্ম মৃত্যুরদ্বারা সমস্ত লোক-লোকান্তরকে এক জীবন-তপস্ত্যা-সূত্রে গ্রথিত করিতেছি। একএকটি লোক যেন সেই ব্রহ্মতপস্তায় মহাজপ-মালায় একএকটি অক্ষগুটিকা।

কবীর

কোটি কৃষ্ণ জঁহা জোড়ে হাথ
কোটি বিষ্ণু জই নবৈ মাথ ॥
কোটিন ব্রহ্মা পঢ়ে পুরান
কোটি মহেশ জহঁ ধরৈ ধ্যান ॥
কোটি সরস্বতী ধরৈ রাগ
কোটি ইন্দ্র জঁহ গগন লাগ ॥
সুর গন্ধৰ্ব মূনি গনে ন জায়
জই সাহব প্রগটে আপ আয় ॥
চৌরা চন্দন ঔর অবীর
পুহপ বাস রস রহ্যে গস্তীর ॥

যেখানে ঋতুরাজ বসন্ত বিহার করিতেছে,
সেখানে অসীম বাত আপনি বাজিতেছে।
চতুর্দিকে জ্যোতির ধারা বহিয়া যাইতেছে,
কচিং কোন জন সে পারে উত্তীর্ণ হয়।
যেখানে কোটি কৃষ্ণ করজোড়ে দণ্ডায়মান,
কোটি বিষ্ণু মস্তক নমিত করে, কোটি ব্রহ্মা

বেদ পাঠে নিরত, কোটি মহাদেব ধ্যানে
 নিমগ্ন, কোটি ইন্দ্র গগনে অবস্থিত, সুর গন্ধৰ্ব্ব
 মুনির তো সংখ্যাই নাই, কোটি সরস্বতী সুর
 ধরিতেছেন, স্বামী যেখানে আপনি আসিয়া
 প্রকাশিত ; চূরা, চন্দন কুকুম, পুষ্পবাস ও রস
 গম্ভীর ভাবে সেখানে বিরাজমান ।

৩

ঝুলন

জই চেত অচেত খংভ দোউ
 মন রচ্যো হৈ হিংডোর ।
 তই ঝুলৈ জীব জহান
 জই কতহুঁ নহি থির ঠোর ॥
 ওঁর চন্দ সুর দোউ ঝুলৈ
 নাই পাঁরৈ অংভ
 চোরাসী লচ্ছহ জিব ঝুলৈ
 ঝুলৈ রবি সসি ধায় ॥

কবীর

কোটিন কল্প যুগ বীতিয়া

আনে ন কবছ' হায় ॥

ধরণী আকাশছ.দোউ ঝুলৈ

ঝুলৈ পবনছ নীর ।

ধরি দেহ হরি আপছ ঝুলৈ

জো লখই দাস কবীর

যেখানে চেতন অচেতন দুই স্তম্ভ ; আর
মন রচনা করিয়াছে হিন্দোল ; সেই ঝুলনায়
জীব ও জগৎ দুইই ঝুলিতেছে, কিছুতেই সেই
দোল থামিতেছে না ।

চন্দ্র সূর্য্য দুইই সেই হিন্দোলে ঝুলিতেছে,
না মিলিভেছে অস্ত । চৌরাণী লক্ষ জীব
ঝুলিতেছে, রবি শনী ধাবমান হইয়া সেখানে
ঝুলিতেছে, কোটি কল্প যুগ চলিয়া গেল আজও
তাহার অন্তথা হইল না । ধরণী আকাশ দুইই
ঝুলিতেছে, ঝুলিতেছে পবন ও নীর, দেহ

ধরিয়া হরি আপনি ঝুলিতেছেন, ইহা দেখিয়াই
তো কবীর দাস ।

৪

ঝুলন

গ্রহ চন্দ্র তপন জ্যোত বরত হৈ
সুরত রাগ নিরত তার বাঁজৈ ।
নৌবতিয়া ঘুরত হৈ রৈন দিন সুরমে
কট্টে কবীর পিউ গগন গাট্টৈ ॥

কণ ঔর পলককী আরতী কোনসী
রৈন দিন আরতী বিশ্ব গাট্টৈ ।
ঘুরত নিস্‌সান তহঁ গৈবকী ঝালরা
গৈবকী ঘণ্টকা নাথ আট্টৈ ॥
কট্টে কবীর তহঁ রৈন দিন আরতী
অগতকে তখত পর অগত সাঁজি ॥

কবীর

কর্ম ঔর ভর্ম সংসার সব করত হৈ
পিবকী পরধ কোই প্রেমী জানৈ ।
সুরত ঔর নিরত ধার মনমে পকড় কর
গংগ ঔর জমনকে ঘাট আনৈ ॥
নীর নির্মল তহঁ। রৈন দিন ঝরত হৈ
জনম ঔর মরন তব অস্ত পাই ॥

দেখ বোজুদমেঁ অজব বিসরাম হৈ
হোর মোজুদ তো সহী পাটৈ ।
সুরতকী ডোর সুখ সিংধকা বুলনা
ঘোর কৌ সোর তহঁ নাদ গাটৈ ।
নীর বিন কঁবল তহঁ দেখ অতি ফুলিয়া
কহঁ কবীর মন ভঁবর ছাটৈ ॥

চক্রকে বীচমেঁ কঁবল অতি ফুলিয়া
তাসুকা সুক্ধ কোই সস্ত জানৈ ।
শব্দকী ঘোর চছ ওর হোত হৈ
অসীম সমুন্দর কৌ সুক্ধ মানৈ ।

কট্টে কবীর যুঁ ডুব সুখ সিংধমে
জন্ম ঔর মবনকা ভর্ম ভাটেন ॥

পাঁচকৌ প্যাস তহঁ দেখ পূবী ভঙ্গ
ভীনকৌ তাপ তহঁ লট্টে নাই ।
কট্টে কবীর যহ অগমকা খেল হৈ
গৈবকা টাঁদনা দেখ মাহী ॥

জন্ম মরন জহঁ তারী পরত হৈ
হোত আনন্দ তহঁ গগন গাট্টে ।
উঠত ঝুনকার তহঁ নাদ অনহদ ঘূরে
তিরলোক মহলকে প্রেম বাট্টে ॥

চক্ষ তপন কোটি দীপ বরত হৈ
তুব বাট্টে তহঁ সত্ত্ব ঝুলে ।
প্যার ঝনকার তহঁ নূর বরসত রহে
রস পীর্বে তহঁ ভক্ত ভুলে ॥

জন্ম মরন বীচ দেখ অন্তর নহী
দচ্ছ ঔর ঝাম যুঁ এক আহী ।

कवीर

कई कवीर या सैन गूंगा तुँझ
वेद कतेवकी गम्य नाही ॥

अधर आसन किया अगम प्याला पिया
जोगकी मूल गह जूगति पाई ।
पहू बिन जाय चल सहर बेगमपुरे
दया अगदेवकी सहज आई ॥
ध्यान धर देखिया नैन बिन पेथिया
अगम अगाध सब कहत गाई ॥
सहर बेगम पूरा गम्य को ना लँहै
होर बेगम्य यो गम्य पाँवे
शुना की गम्य ना अजब बिस्राम है
सैन जो लँथे सोई सैन गाँवे ॥

मुकथ बानी तिको स्वाद कैसे कँहै
स्वाद पाँवे सोई सुकथ माँन ।
कई कवीर या सैन गूंगा तुँझ
होर गूंगा जोई सैन जाँन ॥

ଛକିଆ ଅବଧୂତ ମନ୍ତାନ ମାତା ରଠେ
 ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସୁଧି ଲିସା ପୁରା ।
 ସ୍ଵାମି ଉର୍ଦ୍ଧାମକା ପ୍ରେମ ପ୍ୟାଳା ମିସା
 ଗଗନ ଗରଠେଜ୍ଞ ତହିଁ ବଠେଜ୍ଞ ତୁରା ॥

ବିନ କର ଚିନ୍ତା ନାନ ଗାତା ରଠେ
 ଜତନ ଜରନା ଲିସା ସଦା ଥେଲେ ।
 କଠେଇଁ କବୀର ପ୍ରାନ ପ୍ରାନସିଦ୍ଧିମେ ମିଳାବେ
 ପରମ ସୁଧଧାମ ତହିଁ ପ୍ରାନ ମେଲେ ॥

ଆଠିହୁ ପହର ମତବାଳ ଲାଗି ରଠେ
 ଆଠିହୁ ପହରକୌ ଛାକ ମୀଠେ ।
 ଆଠିହୁ ପହର ମନ୍ତାନ ମାତା ରଠେ
 ବ୍ରହ୍ମକେ ଦେହମେଁ ଭକ୍ତ ଜୀଠେ ॥

ମାଠିହୁ କହତ ଓଁର ମାଠିହୁ ଗହତ ହେ
 କାଠି କୁଁ ତ୍ୟାଗ କର ମାଠି ଲାଗା ।
 କଠେଇଁ କବୀର ଯୁଁ ଭକ୍ତ ନିର୍ଭୟ ହୁରା
 ଭକ୍ତ ଓଁର ସରନକା ଭକ୍ତ ଭାଗା ॥

कबीर

गगन गरजे तहाँ सदा पारग बरै
होत बनकार नित्त बजत तूरा ॥
गगनके डरनमें गैवका चाम्कना
उदर उर असुका नाँर नाही ।
दिवस उर रैन तहँ नेक नहीं पाईये
प्रेम परकास के सिद्ध गहौ ॥

सदा आनन्द हूःख हूद व्यापे नही
पूरनानन्द डरपूर देखा ।
डर्म उर ब्राह्मि तहँ नेक नहीं पाईये
करै कबीर रस एक पेखा ॥

खेल ब्रह्माणुका पिणुमें देधिखा
जगतकी डरम दूर भागी ।
बाहरा डितरा एक आकाशवत
धरिगामें अधर डरपूर लागी ॥

देख दीदार मस्तान मै होय रह्यो
सकल डरपूर है नूर तेरा ।
जान का डाल उर प्रेम दीपक है

অধর আসন কিরা অগম ডেবা ।
কইঁ কবীর তইঁ ভর্ম ভাঈম নহী
জন্ম ঔর মরনকা মিটা ফেরা ॥

গ্রহ, চন্দ্র, তপনের জ্যোতি জলিতেছে,
প্রেমের রাগ ও বৈরাগ্যের তাপ বাজিতেছে,
মহাশূণ্ডে দিবারাত্রি নহবত বাণ্ড চলিতেছে
কবীর কহেন, “প্রিয়সখা গগনে বিদ্যাতের ত্রায়
প্রদীপ্ত ।”

ঋণ এবং পলকের আরতি কি প্রকার ?
রাত্রিদিন বিশ্ব তাঁহার আরতি গাহিতেছে ।
প্রচ্ছন্ন পতাকা প্রচ্ছন্ন চন্দ্রাতপ সেখানে
দীপ্যমান । প্রচ্ছন্ন ঘণ্টার নাদ আসিতেছে ।
কবীর কহেন, “রাত্রিদিন সেখানে আরতি,
জগতের সিংহাসনে জগতের স্বামী বিরাজমান ।”

সকল সংসার কর্ম ও ভ্রম করিয়া চলিয়াছে ।
প্রিয়তমের পরিচয় হয়তো কোনো প্রেমীই
জানে । প্রেম এবং বৈরাগ্যের ধারা প্রাণের

কবীর

মধ্যে ধরিয়া গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গম সাধক
প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেইখানে রাত্রি দিন
নির্মল ধারা ঝরিতেছে তবেই তো জন্ম মরণ
অন্ত পাইয়াছে।

চাহিয়া দেখ সেই পরমাত্মার মধ্যে কি
আশ্চর্য্য বিশ্রাম, যে প্রস্তুত হয় সেইতো তাহা
পায় ; প্রেমের ডোরে আনন্দসাগরের হিন্দোল,
ঘন গম্ভীর শব্দে সেখানে নাদ গাহিতেছে।
চাহিয়া দেখ্ বিনা জলে সেখানে কি আশ্চর্য্য
কমল ফুটিয়া রহিয়াছে, কবীর কহেন, “মনভ্রমর
নিঃশেষে তাহা পান করিতেছে।”

(বিখ) চক্রের কেন্দ্রে কি আশ্চর্য্য কমলই
ফুটিয়া রহিয়াছে ! তাহার আনন্দ যদি কেহ
জানে তবে সে হুই এক জন প্রেমিকই জানে।
সঙ্গীতের গম্ভীর ধ্বনি তাহার চতুর্দিকে
উঠিয়াছে, মন সেখানে অসীম সিদ্ধুর আনন্দ
উপলব্ধি করিয়াছে।

কবীর কহেন, “এমন করিয়াই সেই

আনন্দের অমৃত সিদ্ধুর মধ্যে নিমজ্জিত হও,
জন্ম মরণের ভ্রান্তি যেন একেবারে পলায়ন
করে।”

চাহিয়া দেখ পঙ্কের (ইন্দ্রিয়) সকল তৃষ্ণা
সেখানে পূর্ণ হইয়াছে। তিনের জালা সেখানে
লাগে না। কবীর কহেন, “ইহা অগম্যের
খেলা, চাহিয়া দেখ অন্তরে প্রচ্ছন্নের
চক্রকিরণ।”

জন্ম মৃত্যুর যেখানে তাল পড়িতেছে,
আনন্দ যেখানে জায়মান, গগন সেখানে
দীপ্যমান। ঝঙ্কার সেখানে উঠিতেছে,
অসীমের সঙ্গীত সেখানে বাজিতেছে, ত্রিলোক
ধামের প্রেম সেখানে বাজিয়া উঠিতেছে।
চক্র তপনের কোটি দীপ সেখানে প্রজ্জলিত ;
তুরী সেখানে বাজিতেছে, প্রেমিক (হিন্দোলে)
ঝুলিতেছে, প্রেম সেখানে ঝঙ্কত হইয়া
উঠিতেছে, জ্যোতির সেখানে বৃষ্টি হইতেছে,
ভক্ত সেখানে আত্মহারা হইয়া অমৃতরস পান

কবীর

করিতেছেন। জনম মৃত্যুর মধ্যে চাহিয়া দেখে
কোন অন্তর নাই, দক্ষিণ ও বাম সেতো একই
কথা। কবীর কহেন “জ্ঞানী সেখানে নির্ঝাক,
এ সত্য শাস্ত্র বা গ্রন্থের গম্য সত্য
নহে।

অসীমে আমার আসন করিয়াছি, অগম্য
পেয়ালা পান করিয়াছি, রহস্যকে জানিয়া
যোগের মূলকে প্রাপ্ত হইয়াছি। বিনা পথেই
সেই দুঃখহীন অগম্য পুরে গিয়া উপস্থিত
হইয়াছি,—সহজেই সেই জগদেবের দয়া
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অগম্য অগাধ
বলিয়া সকলে যাহাকে গাহিয়াছে ধান ধরিয়া
তাঁহাকে দেখিয়াছি, বিনা নয়নে তাঁহাকে
প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেই তো দুঃখের অতীত
ধাম কেহই তাহার পথ পায় না। সব দুঃখের
সে অতীত যে সেই পথ পাইয়াছে।

আশ্চর্য্য সেই বিশ্রামভূমি, কোনও গুণের
ধারা তাহা কে লভ্য নহে; যে তাহা

দেখিরাছে সেইতো জ্ঞানী ; যে দেখিরাছে
সেই জ্ঞানীই গাহিয়া উঠিয়াছে ।

মুখ্য সেই বানী, তাহার স্বাদ কেমন
করিয়া বলা যায়, যে স্বাদ পাইয়াছে সেই
জানে সে আনন্দ কী ? কবীর কহেন, “তাহা
জানিলে মূর্খই হয় জ্ঞানী এবং জ্ঞানী তাহা
জানিয়া হইয়া যায় নির্ঝাক্ ।”

বৈরাগী সেখানে তৃপ্ত হইয়া মত্ত হইয়া
রহিয়াছে, (এতদিনে) তাহার জ্ঞান বৈরাগ্যকে
সে পঙ্কিপূর্ণ শুদ্ধ করিয়া লইল, খাস প্রাণসের
প্রেমপাত্র সে পান করিয়া লইল । গগন
যেখানে নিনাদিত, বাজিতেছে সেখানে তুরী ।

বিনা করে বিনা তদ্বীতে কি রাগিনী পীত
হইতেছে, সুখ দুঃখ লইয়া অহর্নিশ কি খেলাই
চলিয়াছে ! কবীর, কহেন “সেখানে প্রাণ
প্রাণসিদ্ধুর সঙ্গে যদি মলাইতে পার, তবে
সেই পরমানন্দ ধামে প্রাণ মিলিবে ।”

অষ্ট প্রহর সেখানে কি মত্ততাই লাগিয়া

কবীর

রহিয়াছে! অষ্ট প্রহরের নির্ঘাস সেখানে
(সাধক) পান- করিতেছে। অষ্ট প্রহর
সেখানে ব্রহ্মের দেহমধ্যে ভক্ত প্রাণ ধারণ
করিয়া রহিয়াছে। অষ্ট প্রহর সে মন্ততায়
মাতিয়া আছে।

সত্যকেই আমি কহিতেছি, সত্যকেই আমি
গ্রহণ করিয়াছি, কাচকে ত্যাগ করিয়া আমি
সত্যতেই লাগিয়াছি। কবীর কহেন, “এমন
করিয়াই ভক্ত নির্ভয় হইয়াছে, এমন করিয়াই
জন্মমরণের ভাঙ্গি দূরে পলাইয়াছে।” ৬

“গগন সেখানে নিনাদিত, অমৃতের সেখানে
নিত্য বৃষ্টি, নিত্য ঝঙ্কার চলিয়াছে; নিত্য তুরী
বাজিতেছে।

গগন ভবনে কিবা প্রচ্ছন্ন জ্যোতি, উদয়
অস্তের নাম মাত্র সেখানে নাই। প্রেমালোক-
প্রকাশ-সাগরের মধ্যে দিবস রাত্রির ভিন্নতা
লেশমাত্র ও পাওয়া যাইতেছে না।

সদাই আনন্দ, চঞ্চল বন্দ সেখানে ব্যাপে

না। সেখানে পূর্ণানন্দকে ভরপুর দেখিয়াছি।
 ভ্রম ভ্রান্তির সেখানে বিন্দু মাত্রও স্থান নাই।
 কবীর কহেন, “সেখানে এক-রসের খেলা
 স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

“এই দেহের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের খেলা
 দেখিয়াছি, জগতের ভ্রম আমার নিকট হইতে
 পলায়ন করিয়াছে। বাহির ভিতর একই
 আকাশের স্রাব ; সীমার মধ্যে অসীম পরিপূর্ণ
 রূপে লাগিয়াছে।

“সেই উৎসবেব দৃশ্য দেখিয়া আমি মত্ত
 হইয়া গিয়াছি। সকল জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া
 রহিয়াছে তোমার জ্যোতি, হে জ্যোতির্ময়,
 জানের থালার উপরে প্রেমের দীপক
 জলিয়াছে। অসীমে করিয়াছি আসন, অগম্যে
 করিয়াছি ডেরা।” কবীর কহেন, “সেখানে
 ভ্রম দেখাই দিতে পারে না, জন্ম মৃত্যুর বিপর্যায়
 আজ মিটিয়াছে।”

কোন কহনকো কোন সুননকো
দুজা কোন জনারে ॥
দর্পণমে প্রতিবিম্ব জ্যো ভাসে
আপ চহঁ দ্বিস সোজি ।
ছবিধা মিটে এক অব হোবৈ
তো লখ পাবৈ কোজি ॥
জैसे জলতে হেম বনতু হৈ
হেম ধূম জল হোজি ।
তৈসে বা তত বাহ তত সো
ফির য়হ অক্ বহ সোজি ॥
জো সমুঝে তো খরী কহন হৈ
না সমুঝে তো খোটা ।
কহৈ কবীর কোউ পথ ত্যাগৈ
তাকী মতি হৈ মোটা ॥

কথা বলিতেই বা কে, কথা শুনিতেই
বা কে ; ওরে, দ্বিতীয় আর কে আছে ?

কবীর তত্ত্ব

দর্পণে প্রতিবিম্ব যেমন প্রকাশিত, আপনিই
তেমনি চতুর্দিকে তিনি। বৈত মিটরা এক
যখন হইবে, তখনই যদি তিনি ধরা পড়েন।
জল হইতে যেমন তুষার হয়, তুষার ও বাষ্প
যেমন বস্তুতঃ জলই, তেমনি ইহাও যেই তত্ত্ব
উহাও সেই তত্ত্ব, ইহা আর উহা তিনিই।

যদি বোঝ তো এই কথা ভাল, যদি না
বোঝ তো এই কথা মন্দ। কবীর কহেন,
“কোন একটি পক্ষকে যে ত্যাগ করে, তাহার
মতি স্থূলী।”

• •

ওঁকার সর্বৈ কোই সিরঞ্জৈ

রাগ স্বরূপী অংগ।

নিরাকার নিগুঁম অবিলাসী

কর বাহী কো সংগ ॥

নাম নিরঞ্জন নৈনন মছে

নানাক্রম ধরংত।

কবীর

নিরঙ্কার নিগুণ অবিনাশী

অপার অথাহ অংগ ॥

মহা সুক্খ মগন হোই নাটে

উপজৈ অংগ তরংগ ।

মন ঔর তন থির ন রহতু হৈ

মহা সুক্খকে সংগ ॥

সব চেতন সব অনন্দ

সব দুঃখ গহংত ।

কাইঁ আদি কাইঁ অন্ত আপ

সুক্খ বিচ ধরংত ।

ওঁকার সবই সৃষ্টি করিয়াছেন ; রাগ স্বরূপ
তঁহার অঙ্গ ।

তিনি নিরাকার, নিগুণ, অবিনাশী,
তঁহারই সহবাস কর ।

নিরঞ্জন ব্রহ্ম নয়নে নয়নে নানা রূপ ধরি-
তেছেন । তিনি নিরঙ্কার, নিগুণ, অবিনাশী ;
অপার অতল তঁহার অঙ্গ ; তিনিই মহা

আনন্দে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতেছেন; এবং
 রূপের তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে। সেই
 মহানন্দের সংস্পর্শে তনু মন আর স্থির থাকিতে
 পারে না। সকল চৈতন্যের মধ্যে সকল
 আনন্দের মধ্যে সকল হৃৎখের মধ্যে তিনি মগ্ন
 হইয়া আছেন। কোথায় আদি, কোথায়
 অন্ত, সমস্তই তিনি আপনার আনন্দের মধ্যে
 ধারণ করিয়া আছেন।

৭

মহা অকাস আপ জই বৈঠে,

• জোত শব্দ উজ্জিয়ারা হো ॥

সেত সরূপ রাগ জই ফুলে

সার্কি করত বিহারী হো ।

কোটিন সুর চল্ল ছিপ জৈছে

এক রোম উজ্জিয়ারা হো ॥

বহী পার এক নগর বসতু হৈ

বরসত অমৃত ধারা হো ।

•

কবীর

কই কবীর সুনো ধর্মদাস

লখো পুরুষ দরবারা হো ॥

মধ্য আকাশ, যেখানে আপনি তিনি
বিরাজ করেন, তাহা জ্যোতির সঙ্গীতে
সমুজ্জ্বল। গুল শরূপ সঙ্গীত সেখানে পুষ্পিত
হইয়া উঠিতেছে, সেই খানে স্বামী নিত্য বিহার
করিতেছেন। তাঁহার এক এক রোমের
উজ্জ্বলতার কোটি চন্দ্র সূর্যের প্রভা আচ্ছন্ন
হইয়া যায়। সেই পারে কি এক দিব্যধাম;
সেখানে অমৃতের ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে।
কবীর কহেন, “শোন ধর্মদাস, স্বামীর দরবার
দেখিরা লও।”

নথ সিখ সাহব হৈ ভরপুরা ।

সো সাহব কোঁ কহিয়ে দুরা ॥

সাজি প্রেম অমীরস ভীজৈ

ভন মন ধন সব অর্পন কীজৈ ॥

কঠেঁ কবীর সন্ত সুখদায়ী

সুখ সাগর অস্থির ঘব পায়ী ॥

আপাদমস্তক তুমি যে স্বামীরদ্বারা
পরিপূর্ণ, সেই স্বামীকে কেন বল দূৰ ? সেই
স্বামীর প্রেমামৃতবসে সিক্ত হইয়া তাঁহাকে
তোমার সমস্ত তনু মন ধন অর্পণ কর ।

সকল সাধুজনের সুখদায়ী এই কথা
কবীর কহিতেছেন, “আনন্দ সাগরের মধ্যে
আমি স্থির ঘরকে পাইয়াছি ।”

৯

বাণী জাউ মৈ সতগুরকে

মেরা কিয়া ভরম সব দূর ।

(প্রেম) চংছ চটা কুল আলম দেখে

মৈ দেখুঁ ভ্রম দূর ॥

ছা প্রকাস আস গই দূজী

উগিয়া নিরমল নুব ।

কবীর

মায়া মোহ তিমির সব নাসা

পায়া হাল হজুব ॥

পিয়া পিয়ালা সুখ বুধ বিসরী

হো গয়া চকনাচুর ।

ছায়া অমর মঠে নহিঁ কবছ

পায়া জীবন মুব ॥

বংধন কটা ছুটিয়া জমসে

কিয়া দরস মংজুর ।

মমতা গঙ্গ ভঙ্গ উর সুমতা

সুখ দুখ ডারা দূর ॥

সমঝে বঠৈন কথা নহিঁ ঝাঠৈ

ভয়ে আনন্দ ভরপুর ।

কঠেই কবীষ সুনো ভাঙ্গ সাধো

বজিয়া নিরমল তুর ॥

বলিহারি ষাই আমার পরমগুরু, তিনি
আমার সকল ভ্রম দূর করিয়াছেন । সকল
জগৎ দেখিল প্রেমচন্দ্রের উদয় হইয়াছে, আমি
দেখিলাম ভ্রম দূর হইয়া গিয়াছে ।

প্রকাশ হইল, দ্বৈত আকাজ্জ্বা চলিয়া
 গেল, নিশ্চল জ্যোতি উদ্ভাসিত হইল, মায়া
 মোহ সকল অন্ধকার পলায়ন করিল, স্বামীর
 খবর আমি পাইলাম। প্রেমের প্যালা আমি
 পান করিলাম, বৃক্সসূক বিস্মৃত হইলাম,
 একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলাম। অমর
 হইলাম, আমার আর মৃত্যু নাই, জীবনের
 মূলকে পাইলাম। বাধন কাটিল, মৃত্যুহইতে
 মুক্ত হইলাম, দর্শন আমার মঞ্জুব হইয়া গেল।
 আমার অহংবুদ্ধি পলায়ন করিল, শুভবুদ্ধির
 উদয় হইল, সুখ দুঃখ দূরে ফেলিয়া দিলাম।

পরমানন্দে ভরপুর হইলাম, অন্তরে যাহা
 অনুভব করিতে পারিলাম, তাহা বুঝাইয়া বলা
 অসাধ্য। কবীর কহেন, “শোন ভাই সাধু,
 নিশ্চল তুরী বাজিয়া উঠিল।”

১০

সতগুর সোঙ্গ দয়া কর দীনহা।

তাতে অনচিন্হার মৈ চীনহা ॥

বিন পগ চলনা দিন পর উড়না
 বিনা চুঁচকা চুগনা ।
 বিনা নৈনকা দেখন পেখন
 বিন সরবনকা সুননা ॥
 চন্দ ন সুর দিবস নহিঁ রজনী
 তহাঁ সুরত লৌ লাজি ।
 বিনা অন্ন অমৃত রস ভোজন
 বিন জল তৃষা বুঝাজি ॥
 জহাঁ হরষ তহঁ পুরণ সুখ হৈ
 বহ সুখ কাসো কহনা ।
 কহৈঁ কবীর বল বল সতগুরুকী
 ধন্ন দিব্যকা লহনা ॥

সেই সত্যগুরুই দয়া করিয়া দিয়াছেন,
 তাতেই আমি অজ্ঞানাকে জানিতে পারিয়াছি ।
 চরণ-বিনা চলিতে, পক্ষ-বিনা উড়িতে, চঞ্চু-
 বিনা চুষিতে, নয়ন-বিনা দেখিতে, শ্রবণ-বিনা
 শুনিতে, তাঁহার কাছেই শিখিয়াছি । যেখানে

কবীর তত্ত্ব

না আছে চন্দ্র না আছে সূর্য্য, না আছে দিবা
না আছে রাত্রি, সেখানে আমার প্রেম ও
ধ্যানকে উপনীত করিয়াছি ।

বিনা অল্পে সেখানে অমৃত-রস-সন্তোষ,
বিনা জলে তৃষ্ণার তৃপ্তি করিয়াছি ।

যেখানে হর্ষ সেখানেই পূর্ণ আনন্দ
বিরাজমান । এই আনন্দ কাহার কাছে বলা
যায় ? কবীর কহেন, “বলিহারী সেই সত্যগুরু
আর ধনু ধনু শিষ্যের ভাগ্য ।”

১১

হৈ সবমেঁ সবহীতেঁ ঞ্চারা ॥

জীব জন্তু জল থল সবহীমেঁ

গীত বিয়াপিত গাবনহারা ।

সবকে নিকট দূব সবহীকেঁ

জিন জৈমা মন কীন্হ বিচারা ॥

সার রাগকো কো জো জন পাঠৈ

সো নহি করত নেম অচাবা ।

কবীর

কইঁ কবীর সুনো ভাই সাধো

শব্দ গইঁ সো প্যার হমারা ॥

আছেন তিনি সকলের মধ্যেই, অথচ সব
হইতেই স্বতন্ত্র। জীবজন্তু জলস্থল সকলের
মধ্যেই, আপন গানে গায়ক ব্যাপ্ত আছেন।
সকলেরই তিনি নিকটতম, সকলেরই তিনি
দূরতম; যে যেমন বঝিয়াছে, সে তেমন
উপলব্ধি করিয়াছে।

সার রাগ যে জন পাইয়াছে, হে আব
নিয়ম আচার পালন করে না। কবীর কহেন,
“শোন ভাই সাধু, সেই সঙ্গীতকে যে পাইয়াছে,
সে আমার প্রাণের প্রিয়।”

১২

কায়া মেরা ইক অজব বৃক্ষ হৈ

সাধা পত্র তাকী ছনিয়াঁ।

কইঁ কবীর সুনো ভাই সাধো

পাবে বিরলে ঠিকনিয়াঁ ॥

আমার কায়া এক আশ্চর্য্য বৃক্ষ, সমস্ত
বিশ্ব তাহার শাখাপত্র। কবীর কহেন,
“শুন ভাই সাধু, কচিৎই কেহ এই ব্রহ্মের
ঠিকানা পায়।”

১৩

নিরঞ্জন আগে সরঞ্জন নাটে
বাঁজ সোহংগ তুরা।
চেলাকে পাব গুরুজী লাগৈ
যহী অচন্ডা পুরা ॥

নির্গুণের সমক্ষে সঞ্জন নৃত্য করিতেছে,
“তুমি আমি এক” এই তুবী বাজিতেছে,
শিষ্যের চরণে গুরু আসিয়া প্রণত হইয়াছেন,
এইতো পরিপূর্ণ আশ্চর্য্য !

১৪

সাধো ঈ মুর্দন কে গাঁর ॥
পীর মরে পৈগম্বর মরিগে
মরিগে জিন্দা জোগী।

কবীর

বাজা মরিগে পরজা মরিগে
মরিগে বৈষ্ণু ও রোগী ॥
টান্দো মরিটেই সুর্জো মরিটেই
মরিটেই ধরণি অকাসা ।
চৌদহ ভুবন চৌধরী মরিটেই
ইনহুঁ কৈ কা আসা ॥
ইন্দ্র মরিগে পবন মরিগে
মরিগে আগন পিয়াসী ।
তৈতিস কোট দেবতা মরিগে
পরিগে কালকী ফাঁসী ॥
নাম অনাম রহৈ জো সদহী
দুজা তত্ত ন হোর্দ
কহৈ কবীর সুনো ভাঙ্গ সাধো
ভটক মরৈ মত কোর্দ ॥

হে সাধু, মৃতেরই এই গ্রাম । পীর মরিবে,
পন্নগন্থর মরিবে, জীবন্ত যোগী মরিবে, রাজা
মরিবে, প্রজা মরিবে, বৈষ্ণু ও রোগী উভয়ে

মরিবে। চন্দ্রও মরিবে, সূর্য্যও মরিবে,
মরিবে ধরণী ও আকাশ, চৌদ্দ ভুবনের
সত্ৰাটও মরিবে, ইহাদের আর ভরসা
কিসের? ইন্দ্র মরিবে, পবন মরিবে,
মবিবে পিপাসিত অগ্নি, তেত্রিশ কোটি দেবতা
মরিবে, সবাই পড়িবে কালের বন্ধনে।

“নাম অনাম উভয়েতেই যে সদা বাস
করে হৈত তত্ত্ব যাহার নাই,” কবীর কহেন,
“শোন ভাই সাধু, সেতো কখনও ঘুরিয়া
ঘুরিয়া মরে না।”

১৫

প্রশ্ন। কবীর কবসে ভয়ে বৈরাগী।

তুম্হরী স্মরতি কহাঁকো লাগী ॥ ?

উত্তর ॥ বইচিত্রা কা মেলা নাই,

নহী গুঁক নহি চেলা।

সকল পসারা জিন দিন নাহী

জিহি দিন পুরুষ অকেলা ॥

কবীর

গোরখ হম তব কে অহী বৈরাগী ।

হমরী সুরত ব্রহ্মসে লাগী ॥

ব্রহ্মা নহিঁ জব টোপী দীনহা

বিম্ব নহীঁ জব টীকা ।

সিব সন্তী কৈ জনৌ নাহীঁ

জরৈ জোগ হম সীখা ॥

কাসীমেঁ হম প্রগট ভয়ে হৈঁ

রামানন্দ চেতায়ে ।

প্যাস অহদকী সাথ হম লায়ে

মিলন করনকো আয়ে ॥

সহজৈ সহজৈ মেলা হোইগা

জাগী ভক্তি উতংগা ।

কহৈঁ কবীর সুনো হো গোরখ

চলো গীতকে সংগা ॥

(প্রশ্ন গোরখ নাথের)

হে কবীর, কখন হইতে তোমার সন্ন্যাসের

আরম্ভ ? কোথায় তোমার এই প্রেম

লাগিল ?

(উত্তর) বিচিত্ররূপার লীলা যখনও
আরম্ভ হয় নাই, যখন নাই গুরু, নাই শিষ্য,
যখন সকল প্রসারিত হয় নাই, যখন সেই
পুরুষ একেলা, হে গোরখ, তখন হইতেই
আমি সন্ন্যাসী ; প্রেম আমার ব্রহ্মে
লাগিয়াছে ।

ব্রহ্মা যখন ধারণ করেন নাই মুকুট, বিষ্ণু
যখন ধারণ করেন নাই রাজ্যটীকা, শিবশক্তি
যখন জন্মেনও নাই, তখনই আমি যোগ শিক্ষা
করিয়াছি ॥

কাশীতে আমি প্রকাশিত হইয়াছি,
রামানন্দ সচেতন করিয়াছেন, অসৌমের তৃষ্ণা
সঙ্গে আমি আনিয়াছি, মিলন করিতেই আমি
আসিয়াছি । সহজেই সেই সহজের সহিত
যোগ হইবে, জাগিবে উজ্জ্বলিত ভক্তি ।
কবীর কহেন, “শোন হে গোরখ, চল সেই
গীতের সঙ্গে ।”

সাহব হমমেঁ সাহব তুমমেঁ
 জৈসে প্রাণা বীজমেঁ ।
 মত্ত কর বন্দা গুমান দিলমেঁ
 খোজ দেখলে তনমেঁ ॥
 কোটি সুর জহঁ করতে ঝিল মিল
 নীল সিংধ সোঠেই গগনমেঁ
 সব তাপ মিট জায় দেহৌকৈ
 নিশ্চল হোই বৈঠী ঝগমেঁ ॥
 অনহদ ঘণ্টা বজৈ মৃদংগা
 তন সুখ লেছি পিয়ারমেঁ
 বিন পানী লাগী জহঁ বরষা
 মোতী দেখ নদীনমেঁ ॥
 ইক প্রেম ব্রহ্মণ্ড ছায় রহৌ ছায়
 সমঠে বিলেঁ পুরা ।
 অক্ষা ভেদী কথা সমঠেঁগে
 জ্ঞানকে ঘর হৈ দূরা ॥

বড়ে ভাগ অলমস্ত রংগম্ ।

কবিবা বোলৈ ঘটম্

হংস উবারন হুঃখ নিবারন

আরাগমন গিটে ছিনম্ ॥

স্বামী আমার মধ্যে, স্বামী তোমার মধ্যে,
যেমন প্রাণ সকল বীজের মধ্যে । ওরে সেবক,
মনে মনে গর্ক করিস্ না, আপনার মধ্যে
তাঁহাকে অন্তর্দৃষ্টি করিয়া দেখ । কোটি সূর্য
যেখানে জ্বলমিল করিয়া জ্বলিতেছে, নীল
সিন্দু শোভা পাইতেছে গগনে ; সকল তাপ
জুড়াইয়া যায় জ্বলিত, নির্মল হইয়া বসিয়াছি
জগতের মধ্যে ।

অসীম ঘণ্টা অসীম মৃদঙ্গ বাজিতেছে, সেই
প্রেমের মধ্যে তম্বুর আনন্দ গ্রহণ কর ।
বিনা জলে যেখানে বর্ষা লাগিয়াছে, নদীর
মধ্যে জ্যোতির ধারা বহিয়া যাইতেছে ।

এক প্রেম ব্রহ্মাণ্ডকে চাইয়া রহিয়াছে,

কবীর

কিচিৎ কোন পরিপূর্ণ তাগা বুঝিতে পারেন।
ভেদবুদ্ধিধারা যে বুঝিতে চাহে সে যে অক্ষ,
সে কোথায় ইহা বুঝিবে ? কারণ জানের
ঘর যে তাহার নিকট হইতে দূরে।

বড়ই ভাগ্য যে বিশ্বব্যাপী প্রেমরঙ্গে কবীর
তাহার ঘটের মধ্যে সঙ্গীত করিতেছে—
শ্রবণমাত্র আশ্বাকে-যুক্ত-করা, ছঃখ-নিবারণ-
করা, বাওয়া-আসা-মিটান সেই সঙ্গীত।

১৭

সাঁঙ্গি মোর বসত অগম পুরবা

জই গম ন হ্‌মাব ॥

কইই কবীর সুন সাইয়াঁ।

মোরে আহিয়ে দেশ ।

জো গয়ে সো বহরে ঝা

কো কহত সন্দেশ ॥

অগম্য পুরে আমার স্বামী বাস করেন,
সেখানে আমি যাইতে পারিতেছি না। কবীর

কহেন, “শোন স্বামী, এমনিই আমার দেশ,
যে সেখানে যে যায় সে আর ফেরে না।
কে বলিবে সেই দেশের সম্বাদ ?”

১৮

জাগত জোগেসর পায়্যা মেরে রব জুঁ

জাগত জোগেসর পায়্যা ॥

অলখ পুরুষকী অচলা বস্তী

জাকো সীতল ছায়্যা ।

কহত কবীর সুনো গোরখ, জোগি

জিন চুঁচী তিন পায়্যা ॥

জাগিয়া উঠিতেই আমি সেই যোগেশ্বরকে
পাইয়াছি, আমার জীবনেব দেবতা যোগেশ্বরকে
জাগিয়াই দেখিতে পাইয়াছি ।

অচল সেই অলক্ষ্য পুরুষের ধাম, শীতল
তাহার ছায়্যা । কবীর কহেন, “শোন হে
গোরখ, যে অব্বেষণ করিয়াছে, সেই পাইয়াছে ।”

চুরত অমীরস ভরত তাল জই
 শব্দ উঠে অসমানী হো ॥
 সরিতা উমড় সিদ্ধকো সোঠে
 নহিঁ কছু জাত বধানী হো ॥
 চাঁদ সুরজ তারাগন নহিঁ বই
 নহিঁ বই রৈন বিহানী হো ॥
 বাজে বজেঁ সিতার বাঁসুরী
 বরংকার মূহবাণী হো ॥
 কোটি ঝিলমিলী জই বই ঝলকৈ
 বিন জল বরসত ধারা হো ॥
 কইঁ কবীর ভেদকী বাটৈ
 বিরলা কোই পহিচানী হো ॥
 • কর পহিচান ফের নহিঁ আঁরৈ
 জন্ম মরণ কী খানী হো ॥

যেখানে অমৃতরস ক্ষরণে সরোবর ভরিয়া
 উঠিতেছে ; সেখানে উচ্ছ্বসিত কুলহারা নদী

কবীর তত্ত্ব

সিদ্ধকে শুধিয়া পান কবিয়া ফেলিয়াছে ।
সেখানকার কথা তো কিছু বুঝাইয়া বলা
যায় না ।

সেখানে চন্দ্র সূর্য্য তারাগণ নাই, রাত্রি
প্রভাত সেখানে নাই, সেখানে আপনাআপনি
বীণা বাঁশরী মৃদু মৃদু ঝঙ্কারে কোমল সুরে
বাজিয়া চলিয়াছে ।

কোটা প্রভা সেখানে ঝলমল করিয়া
কলকিত, জলবিনা সেখানে ধারাবর্ষণ
হইতেছে !

কবীর এই রহস্যের কথা শুনাইতেছে,
কচিংই কেহ তাহা বুঝিবে । যে বুঝিবে সে
একেবারে জন্মমৃত্যুর উৎসের মধ্যে গিয়া
উপস্থিত, সে আর সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন
করিবে না ।

২০

যা তরিররমে এক পথের

ভোগ সরস বহ ডোলৈ য়ে ।

কবীর

রাকী সন্ধ লখিঁ নহিঁ কোঙ্গি
কোন ভারসোঁ বোলৈরে ॥

হুগ্ন ডার তই অতি ঘন ছায়া
পংছী বসেরা লেঙ্গি রে ।

আঠৈ সাঁঝ উড়ি যায় সবেরা
মরম ন কাছ দেঙ্গি রে ॥

সো পংছী মোহিঁ কোই ন বতাই
জো বোলৈ ঘটমাহীঁ রে ।

অবরন বরন রূপ নহি রেখা
বৈঠা প্রেমকে ছাহীঁ রে ॥

অগম অপার নিরন্তব বাসা
আবত জাত ন দীসা রে ।

• কইঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
রহ কুছ অগম कहानी রে ।

মা পংছীকে কোন ঠৌর হৈ
বুঝো পংগুিত জ্ঞানী রে ॥

এই তরুবারে একটি পক্ষী, সরস সন্তোগের

আনন্দে সে নৃত্য করিতেছে। কেহই তাহার সন্ধান বুঝিতে পারে নাই। কোন ভাবের রসে সে গান করিতেছে, তাহা কে জানে? সেই তরুর শাখা যেখানে অতি ঘনছায়া দান করিতেছে, সেখানে সেই পক্ষী বাসা লইয়াছে। সন্ধ্যায় সেই পাখী আসিয়া প্রত্যাষে উড়িয়া চলিয়া যায়, তাহার মর্ম্ব কাহাকেও কহিয়া যায় না।

যে পক্ষী ঘণ্টের মধ্যে সঙ্গীত করিতেছে, তাহার কথা তো আমাকে কেহ বলে না। তাহার বর্ণও নাই অবর্ণও নাই, তাহার রূপও নাই রেখাও নাই, প্রেমের ছায়ায় সে বসিয়াছে।

অগম্য অপার নিরন্তরের মধ্যে তাহার বাস, কেহ তাহার আসা যাওয়া দেখে নাই। কবীর কহেন, “শোন ভাই সাধু, ইহা কিছু অগম্য কথা; ওগো, সেই পক্ষীর যে কোথায় ঠাই, পণ্ডিত জানী তাহা বুঝিয়া লউন।”

কবীর প্রেম

১

ঋতু ফাগুন নিয়রানী

কোঁঠি পিয়াসে মিলায়ে ।

পিয়াকো রূপ কঁহা লগ বরনুঁ

রূপহি মাছিঁ সমানী ।

জো রংগ রংগে সকল ছবি ছাকে

তন মন সভী ভুলানী ॥

যো মত জানে যছি রে ফাগ হৈ

যহ কুছ অকথ কহানী ।

কহৈঁ কবীর সুনো ভাঙ্গ সাধো

যহ গত বিরলে জানী ॥

বসন্ত ঋতু যে নিকটে আসিল কে আমাকে
প্রিয়তমের সঙ্গে মিলাইয়া দিবে ? প্রিয়তমের
রূপ কত আর বর্ণনা করিব, সকল রূপের মধ্যেই
যে তিনি ডুবিয়া আছেন । বিশ্বের সকল

ছবি ছাইয়া সেই রঙ্গ রঞ্জিত, তহুমন সকলি
 (সেই শোভায়) .ভুলিয়া যায়। যে এইরূপ
 মত জানে ইহাই তো তাহার কাছে বসন্তের
 খেলা। এ যে এক অকথা কথা। কবীর
 কহেন, “শোন ভাই সাধু, অল্ললোকেই এই
 সন্ধান জানে।”

২

প্রিয়া মেরা আগে

মৈঁ কৈসে সোঙ্গরী ।

রাত দিবস হমকো বোলাবে

মৈঁ ন সুনী রচ রহী সঙ্গ জাররী ॥

কহৈঁ কবীর সুনো সখী সন্নানী

বিন প্রেম প্রিয়া মিলে ন মিলানোরী ।

প্রিয়তম আমার জাগিতেছেন, আমি
 কেমন করিয়া শুই ? রাত্রিদিন তিনি আমাকে
 ডাকিতেছেন, আমি তাহা না শুনিয়া অসতীর
 স্ত্রীর অপরের সহিত করিতেছি সঙ্গ। কবীর

কবীর

কহেন, “শোন গো সখী চতুরা, প্রেম বিনা
সেই প্রিয়তমের মিলন মেলে না।”

৩

নিস দিন সারৈল ঘর

নৌদ আঁরৈ নহী ।

পিয়া মিলনকী আস

নৈহর ভাঁরৈ নহী ॥

খুল গয়ে গগন কিবাড়

মন্দির উজ্জয়ার ভয়ো ।

ভয়ো হৈ পুরুষসে ভেট

তন মন বার দয়ো ॥

নিশি'দিন সেই ক্ষত ব্যথা দিতেছে, নিদ্রা
আসেই না, প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের জন্ম
ব্যাকুল, বাপের ঘর ভালই লাগে না।
খুলিয়া গেল গগন ছয়ার, উদ্ভাসিত হইল

মন্দির, হইল স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তনু মন
দিলাম ডালি।

৪

গিয়া ঘট পিয়াকো স্নিঝাও রে।

নৈনন বাদরকী ঝর লাও

শ্রাম ঘটা উর ছাওরে ॥

আরত আরত শ্রতকী রাহ পর

ফিকর পিয়াকো স্ননাওরে ॥

কহত কবীর স্ননো ভাই সাধু

পিয়াকো ধ্যান চিত লাওরে ॥

প্রিয়তমের পাত্রদ্বারা প্রিয়তমকে তৃপ্ত
কর। নয়নে বর্ষার ঘনধারা আনয়ন কর।
শ্রাম ঘটাদ্বারা চিত্তকে ছাইয়া ফেল।
প্রিয়তমের কানের কাছে আসিয়া আসিয়া
প্রিয়তমকে তোমার বেদনা শুনাও।

কবীর কহেন, “শোন সাধু, প্রিয়তমের
ধ্যান আজ চিত্তে আন।”

হমতো হৈঁ ইঙ্ক মস্তানা

হমকো হোশিরারী ক্যা ।

রহেঁ আজাদ যা জগমেঁ

হমকো চেন বেচেন ক্যা ॥

জো বিছুড়ে হৈঁ পিয়ারেসে

ভটকতে দর বদর ফিরতে ।

হমারা যার হৈঁ হমমেঁ

হমকো ইস্তিজারী ক্যা ॥

ন পল বিছুড়ে পিয়া হমসে

ন হন বিছুড়েঁ পিয়ারেসে ।

উনহীসে নেহ লাগী হৈ

হমকো বেকরারী ক্যা ॥

কবীর ইঙ্ককা মাতা

ডরকো দূর কর দিলসে ।

জো চলনা রাহ নাজুক হৈ

হমন সর বোঝ ভারী ক্যা ।

আমি তো প্রেমে পাগল হইরাছি,

আমার আবার সাবধান অসাবধান কি ?
প্রিয়তম হইতে যে বিচ্ছিন্ন, সে দ্বারে দ্বারে
ঘুরিয়া মরিতেছে ; আমার প্রিয়তম আমার
মধ্যেই আছেন, আমি কাহার ধার ধারি ?

প্রিয়তম এক পলের জন্তও আমাহইতে
বিচ্ছিন্ন নহেন, আমিও তাঁহাহইতে বিচ্ছিন্ন
নহি। তাঁহারই সহিত আমার প্রেম
লাগিয়াছে, আমার আর অশাস্তি কি ? হউক
না পথ গন্তব্য, হউক না পেলব মেহ, থাকুক
না মাথায় প্রকাণ্ড ভার, কিন্তু হে কবীর,
যখন তুমি প্রেমে মত্ত হইয়াছ, তখন চিন্ত
হইতে সব ভয়কে দূর কর।

৬

নাচুরে মেরো মন মত্ত হোয়

প্রেমকো রাগ বজার রৈন দিন

শব্দ সূনৈ সব কোই ॥

রাছ কেতু নবগ্রহ নাটে

জম অন্য আনন্দ হোই ।

কবীর

গিরি সমুন্দর ধরতী নাটে
লোক নাটে হঁস রোই ॥
ছাপা তিলক লগায় বাঁস চঢ়
হো রহা জগসে ন্যারা
সহস কলা কর মন মেরো নাটে
রীতৈ সিরজনহারী ॥

নৃত্য কর আমার মন, মত্ত হইয়া নৃত্য
কর। প্রেমের রাগিনী দিন রাত্রি বাজাইতেছে,
সবাই শুনিতেছে সেই সঙ্গীত। রাহু কেতু
নবগ্রহ নৃত্য করিতেছে, জন্ম মৃত্যু আনন্দে
মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে, গিরি সমুদ্র ধরিত্রী
নৃত্য করিতেছে, হাশ্বে ক্রন্দনে নিখিল লোক
নাচিতেছে।

ছাপা তিলক লাগাইয়া অহঙ্কারে ক্ষীত
হইয়া জগৎহইতে কেন দূরে রহিয়াছ ?
এই দেখ সহস্র কলায় আমার মন নৃত্য
করিতেছে, সৃজন কর্তা/তাহাতেই পরিতৃপ্ত।

মন মস্ত হুআ তব কোঁ বোলে ।
হীরা পায়ো গাঁঠ গঠিয়ায়ে
বারবার বাকো কোঁ খোলে ।
হল্কা থী তব চটী তরাজ
পুরী ভঙ্গ তব কোঁ তোলে ।
সুরত কলারী ভঙ্গ মতরারী
মদরা পী গঙ্গ বিন তোলে ।
হংসা পায়ো মানস সরোবর
তাল তলৈয়া কোঁ ডোলে ।
তেরা সাহব হৈ ষট মাইী
• বাহর নৈনা কোঁ খোলে ।
কর্হেঁ কবীর সুনো ভাঙ্গ সাধো
সাহব মিল গয়ে তিল ডলে ॥

মন প্রেমে মস্ত হইয়াছে, তবে আর বাক্যের
প্রয়োজন কি ?

হীরক পাইয়াছি আঁচলে বাঁধিয়াছি, বারে

কবীর

বারে তাহা খুলিবার প্রয়োজন কি ? হাকা
যখন ছিল, পাল্লা ছিল তখন উচ্ছে ; এখন পরিপূর্ণ
হইয়াছে, আর মাপিবার প্রয়োজন কি ? প্রেমের
আনন্দে আমি মাতাল হইয়াছি, অপরিমিত
মদিরা পান করিয়া ফেলিয়াছি। হংস মানস-
সরোবরকে প্রাপ্ত হইয়াছে, এখন আর খানা
ডোবা অন্বেষণ কেন ? তোমার স্বামী ঘটের
মধ্যেই রহিয়াছেন, বাহিরে নরন মেলিব
কেন ? কবীর কহেন, “শোন ভাই সাধু, আমার
নরন জুড়ান স্বামী আমাকে মিলিয়াছেন।”

৮

কैसे জীয়ে গী বিরহনী পিয়া বিন
কীটৈ কোন উপায় ।
দিবস ন ভূখ রৈন নহিঁ সুখ হৈ
কैसे কলযুগ জাম ।
খেলত কাগ ছাড়ি গয়ো সুন্দর
তজ চল ধন ঔর ধাম ।

বন পশু জায় নাম লো লাভো
 মিল পিয়া সুখ পায় ।
 তড়পত মীন বিনা জল জৈসে
 দরসন লীজে ধায় ।
 বিনা অকার রূপ নহিঁ রেখা
 কৌন মিলেগী আয় ।
 আপন পুরুষ সমঝ লে সুন্দরী
 দেখো তন নিরুভায় ।
 রাগসরূপী জিব পিয়া বুঝো
 ছাঁড়ো ভর্ষকী টেক ।
 কঠেঁ কবীর আন নহিঁ ছুজা
 জুগ জুগ তুম হম এক ॥

কেমন করিয়া বাঁচিবি ডলো বিরহিনী,
 প্রিয়তমবিনা করিবি কি উপায় ? দিবসে
 নাই ক্ষুধা, রাত্ৰিতে নাই নিদ্রা ; এক একটি
 প্রহর মনে হয় যেন এক একটি কলি যুগ ।
 বসন্তের পরিপূর্ণ খেলার মধ্যে সেই সুন্দর

কবীর

তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন ; ওগো
বিরহিনী, এখন ধন ধাম ত্যাগ করিয়া চল,
বনধামে গিয়া তাঁহার নাম ধ্যান কর, যদি
প্রিয়তম মিলেন 'তবেই' স্বপ্ন পাওয়া যাইবে।
জল বিনা মৎস্য যেরূপ ছট্ ফট্ করে তেমনি
তাঁহার দর্শনের জন্ম ধাবিতা হও ।

আকার নাই, রূপ নাই, রেখা নাই,
কে আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন ?
হে সুন্দরী, আপন স্বামীকে আজ চিনিয়া
লও । সকল দেহ নিরত করিয়া আজ তাঁহাকে
দর্শন কর । আর ভ্রমকে আশ্রয় করিওনা
—রাগ স্বরূপ সেই প্রিয়তমকে বুঝিয়া লও ।
কবীর কহেন, “দ্বিতীয় আর কেহ নাই, যুগ
যুগ তুমি আর-আমি এক ।”

৯

মিলনা কঠিন হৈ

কৈসে মিলুংগী পিয়া যায় ॥

সমঝ সোচ পগ ধরুঁ যতনসে
বার বার ডিগ জায় ॥
উঁচী গৈল রাহ রপটলী
পার নহী ঠহরায় ॥
লোক লাজ কুলকী মরজাদা
দেখত মন সকুচায় ॥
কহাঁরে সাজেঁ বসুঁ পীহরমেঁ
লাজ তজী নহিঁ জায় ।

মিলন কঠিন, কেমন করিয়া প্রিয়তমের
সহিত মিলিত হইব ? কত ভাবিয়া চিন্তিয়া
কত যত্ন করিয়া সেই পথে চরণ রাখি, বারে
বারেই কম্পিত হইয়া চরণ স্থলিত হইয়া
যায়। উচ্ছে গিয়াছে সেই পিচ্ছিল পথ, চরণ
থাকে না স্থির। লোক লাজ, কুলের মর্যাদা
দেখিয়া দেখিয়া মন সঙ্কুচিত হইয়া যায়।
কোথায় রে আমার স্বামী, আর আমি পড়িয়া

কবীর

রহিলাম পিতৃগৃহে, তবু তো লজ্জা ত্যাগ
করিতে পারিতেছি না !

১০

মোহি তোহি লাগী কৈসে ছুটে ॥

জৈসে কমলপত্র জল বাসা ।

এসে তুম সাহিব হম দাসা ॥

জৈসে চকোর তকত নিস চংদা ।

এসে তুম সাহিব হম বংদা ॥

মোহি তোহি আদি অস্ত বন আঈ ।

অব কৈসে লগন দূরাজি ॥

কঠেই কবীর হমরা মন লাগা ।

জৈসে সলিতা সিংধ সমাজি ॥

তোমাতে আমাতে যে প্রেম তাহা ছিন্ন
হইবে কেমন করিয়া ? কমলপত্র যেমন
জলেই বাস করে, তেমনি তুমি আমার স্বামী
আমি তোমাব দাস । যেমন চকোর সকল

১১০

রাত্রি চন্দের দিকে চাহিয়া থাকে, তেমনি তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার সেবক। আদি হইতে অন্ত পৰ্য্যন্ত তোমাতে আমাতে প্রেম; এখন সে মিলনের অবসান কেমন করিয়া হইবে? কবীর কহেন, “সরিং যেমন সিকুর মধ্যে আপনাকে বিসর্জন দেয়, তেমনি আমার মন তোমাতে লাগিয়াছে।”

১১

• নারদ প্যার সো অন্তর নাই ॥

প্যার জাগৈ তোহি জাগুঁ

• প্যার সোবে তব সোঁউ ।

জো কোই মেরে প্যার দুখাটৈ

জড়া মুল সো খোঁউ ॥

জহাঁ মেরা প্যার জস গাটৈ

তহাঁ করোঁ মৈ বাসা ।

প্যার চলে আগে উঠ ধাউ

মোহি প্যারকী আসা ॥

কবীর

বেহন্দ তীর্থ প্যারকে চরনন

কোট ভক্ত সমায় ।

কর্হে কবীর প্রেমকী মহিমা

প্যার দেত বুঝায় ॥

হে নারদ, সেই প্রিয়তম তো দূরে নাই ।
প্রিয়তম যদি জাগেন, তবেই আমি জাগি ;
প্রিয়তম যদি শয়ন করেন, তবেই আমি শয়ন
করি । আমার প্রিয়তমকে যদি বেহ বেদনা
দেয়, তবে সে জড়ে মূলে বঞ্চিত হয় । যেখানে
আমার প্রিয়তমের বশোগান, সেইখানেই
আমি বাস করি । প্রিয়তম যদি চলেন—আমি
তবে উঠিয়া তাঁহার আগে আগে ধাবিত হই ।
প্রিয়তমের জন্ত আমার মন ব্যাকুল । অসীম
তীর্থ আমার প্রিয়তমের চরণে—কোটি ভক্ত
সেখানে সমাহিত ; কবীর কহেন, “প্রেমের
মহিমা প্রেমাস্পদ আপনিই বুঝাইয়া দেন ।”

বাগম আবো হমারে গেহরে ।

তুম বিম ছুধিয়া দেহরে ॥

সব কোই কঠে তুম্হারী নারী

মোকো লাগত লাজবে ।

দিল্‌সে নহী দিল্‌ লগায়া

তবলগ কৈসা সনেহ রে ॥

অন্ন ন ভার্‌বৈ নীদ ন আর্‌বৈ

• গৃহ বন ধর্‌বৈ ন ধীর রে ।

কামিন কো হৈ বাগম প্যারা

• জেঁয়া প্যাসেকো নীররে ॥

হৈ কোই ঐসা পর উপকারী

পিরসেঁ কঠে স্নানয় রে ।

অব তো বেহাল কবীর ভয়ে হৈ

বিন দেখে জিব জায় বে ॥

তোমাবিনা আমার দেহ মন ছুখী, হে

বলভ, আমার গৃহে তুমি এস । যখন সকলে

কবীর

বলে আমি তোমার নারী, তখন আমার বড়ই
লজ্জা বোধ হয়। হৃদয়ের সহিত হৃদয়ই
লাগাইলাম না, তবে আর প্রেম হইল কোথায়?
অন্ন রুচে না, নিদ্রা আসে না ; গৃহে বনে
কোথাও মন ধৈর্য্য মানে না। পিপাসিতের
কাছে জল যেরূপ প্রিয়, কামিনীর নিকট বল্লভ
তেমনি প্রিয়।

এমন পর-উপকারী কেহ আছে, যে
প্রিয়তমকে (আমার হৃদয়বেদনা) স্তনাইয়া
কহিতে পারে ? কবীর তো এখন অধীর
হইয়াছে, দরশন বিনা তাহার প্রাণ যে যায়।

১৩

হুলহিনী গাব্বছ মংগলচার

হম ঘর আয়ে পরম ভরতার ॥

তন রত করি মৈঁ মন রত করিহৌঁ

পঞ্চ তব্ব তব রাতী ।

বালম মেরে পাল্লন আয়ে

মৈঁ জোবনমৈঁ মাতী ॥

সরীর সরোবর তীর্থ করিহৌ
 ব্রহ্মা বেদ উচার ।
 বালকে সঙ্গ মিলন লেইহৌ
 ধন ধন ভাগ হমার ॥
 সুর তৈতীসো কোতুক আয়ে
 প্রেমী সব জগবাসী ।
 কই কবীর হম ব্যাহি চলৈ হৈ
 বালম এক অবিনাসী ॥

ওগো সোহাগিনী, মঙ্গল গীত গান কর ।
 পরমেশ্বরী আমার ঘরে আনিয়াছেন । তাঁহার
 প্রেমে আমার দেহকে রত করিয়া আমার
 মনকে রত করিব । পঞ্চতন্ত্র প্রেমে উজ্বল
 হইয়াছে । বল্লভ আমার গৃহে আজ অতিথি
 উপস্থিত—আজ আমি যৌবনে মাতিয়া
 উঠিয়াছি । শরীর সরোবরকে তীর্থ করিব,
 ব্রহ্মা বেদ উচ্চারণ করিবেন, বল্লভের সঙ্গে
 আজ আমি মিলন লইব, ধন ধন আমার

কবীর

ভাগ্য। তেত্রিশটি সুরই আনন্দে কোঁতুকে
আজ এখানে উপস্থিত, বিশ্বধামের সকল
প্রেমিক আজ আগত। কবীর কছেন, “আজ
আমি বিবাহে চলিরাছি, সেই এক অবিনাগী
আমার বনভ।”

১৪

শবীর মহলমে বাজা বাজে
হোত ছতীসোঁ রাপ।
সুরত সখী জঁহ দেখ তমাশা
বালম খেলৈঁ ফাগ ॥
অপনে পিন্না সংগ হোলী খেলৈঁ
লজ্জা ভর নিদার।
সারা জগমে হোত কুতুহল
ঝট্টৈঁ রাগ অমুরাগ ॥

আমার শরীরমহলে বাস্তব বাস্তবিত্তেছে,
ছত্রিশ রাগই বক্রত হইতেছে। আমার সখী
প্রীতি এই তামাসা দেখিতেছে, আজ বনভ।

১১৬

বসন্তক্রীড়া করিতেছেন। লজ্জাভয় দূর
করিয়া আপন প্রিয়তমের সাথে হোরি
খেলিতেছি। সারা জগতে আজ কৌতুহল,
আজ রাগ অহুরাগ করিয়া পড়িতেছে।

১৫

কায়ান নগর মঞ্চায়

সাঁজ খেলি হোরী।

গাবত রাগ সরস সুর সোটেই

অতি আনন্দ ভয়োরী ॥

শরীর মহলমে বাজে বাজা

জগমগ জোত উজেরী।

সহজ রংগ রচ রহৌ সকল তন

ছুটন নাহিঁ করেয়ী ॥

অনদহ বাজে বজৈ মধুর ধুন

বিন করতাল তংবুরা।

বিন রসনা জঁহা রাগ ছতীসৌ।

হোত মহানন্দ পুরা ॥

কবীর

কায়া নগরের মাঝে দ্বারী হোলি খেলিতে-
ছেন। সরস রাগিণী গান হইতেছে, সরস
সুর আজ শোভমান—আজ অতিশয় আনন্দ
হইয়াছে। আমার শরীরমহলে বাস্ত
বাজিতেছে, জগমগ জ্যোতি ঝলকিত। সকল
তনু ভরিয়া সহজ আলন্দ রচিত হইতেছে,
সেই আনন্দের আর অবসান নাই। বিনা
তানপুরায় আপনা আপনি অসীম রাগিণী
মধুর ধ্বনিতে বাজিয়া উঠিতেছে, বিনা রসনার
ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গীত হইতেছে, পরিপূর্ণ
মহানন্দ চলিয়াছে।

১৬

হমারেকো খেলৈ ঐসী হোরী ।

পংখ নিহারত জনম সিরানা

পরঘট মিলে ন চোরী ॥

শ্রবন ন স্ননের নৈন নহিঁ দেখেব

প্রাণন প্রাণ লগাবব রী ॥

আমার সঙ্গে প্রিয়তম এমন হোরিই
 খেলিতেছেন। পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া
 জনম কাটিয়া গেল, তবুও লুকোচুরী ধরা পড়িল
 না। (যাক্) এখন কানেও তাঁহাকে শুনিতে
 চাহি না, নয়নেও তাঁহাকে দেখিতে চাহি না,
 আমি একেবারে তাঁহার প্রাণে আমার প্রাণ
 মিলাইতে চাহি।

১৭

মেরে সাহব আয়ে আজ

• খেলন ফাগরী ॥

বানী বিমল সগুন সব বোলে

• অতি সুখ মংগল রাগরী।

চাচর সরস সখা সংগ বোলে

অনহদ বানী রাগরী ॥

শব্দ সুনত অমুরাগ হোত হৈ

ক্যা সোঠে উঠ জাগরী।

পানী আদর পবন বিছোনা

বহুত করৈ সনমানরী

কবীর

আজ আমার বল্লভ আমার সহিত হোরি
খেলিতে আসিয়াছেন। আজ বাণী পবিত্র
শোভন সব রচনা ধ্বনিত করিতেছে,
অতি সুখ মঙ্গল রাগকে বাজাইয়া তুলিতেছে।
সখার মিলনের সরস বসন্তোৎসবে অসীম বাণী
অসীম রাগিনী বাজিতেছে। সেই সঙ্গীত
শুনিয়া অনুরাগ জাগিয়া ওঠে, কেন আর
শুইয়া আছ ? (ঐ দেখ) জল তোমার
প্রতি আদর, বায়ু তোমার শয়নীয়া, তোমাকে
বহুতর সন্মান করিতেছে।

১৮

প্যারে হম ঘর কস্ত সূজান
খেলোঁয়ী রঙ্গ হোরী।
জনম জনমকী মিটা হৈ কল্পনা
পায়ো জীবন প্রাণরী ॥
বাক্তত তাল মৃদঙ্গ কাঁফ ডফ
অনহদ শব্দ গুল্জাররী।

১২০

খেলন চলী পংখ প্রীতমকে
তনকী তপন গঙ্গরী ॥
পীতম মিল আপ বিসরায়ে
লাগো খেল অপার রী ।
সুখ সাগর অসনান কিয়ো হৈ
ফগুরা পায়ে কবীর রী ॥

হে বন্ধু, আমার ঘরে প্রাণকান্ত সৃজন,
আজ আমি রঙ্গে হোলি খেলিব। জন্ম জন্মের
কল্পনা মিটয়া গিয়াছে, আমি প্রাণ পাইয়াছি,
জীবন পাইয়াছি।

মৃদঙ্গ ঝঙ্কডম্ফের তাল বাজিতেছে,
অসীম সুরে (দশদিক) কুমুদিত। প্রিয়তমের
পথে আজ খেলিতে গিয়াছি, শরীরের তাপ
আমার জুড়াইয়াছে। প্রিয়তম মিলিয়াছেন,
আপনা বিশ্বৃত হইয়াছি, অপার খেলা লাগিয়া
গিয়াছে, আনন্দের সাগরে আজ স্নান করিয়াছি,
কবীর বসন্তকে পাইয়াছে।

কোই প্রেমকী পেংগ বুলাওরে ॥

ভুজকে ঋত ঔর প্রেমকে রসে

ভনমন আজ বুলাওরে ।

নৈনন বাদরকী বর লাও

শ্রাম ঘট ঔর ছাওরে ॥

আবত আবত শ্রুতকী রাহপর

ফিকর পিয়াকো সুন্যওরে ।

কহত কবীর সুনো ভাই সাধো

পিয়াকো ধ্যান চিত্ত লাওরে ॥

ওগো, প্রেমের ঝুলন আজ কেহ বুলাও ।

(প্রিয়তমের) দুই ভুজের স্তম্ভের মধ্যে
প্রেমানন্দের রসে আজ তনু মনকে বুলাও ।

নরনে বর্ষার ঘোর ধারা আনয়ন কর,
শ্রাম ঘটর চিত্ত ছাইরা ফেল । প্রিয়তমের
কানের কাছে মুখ আনিয়া আনিয়া প্রেমের
ব্যাকুলতার কথা প্রিয়তমকে শোনাও ।

কবীর কহেন, “শোন ভাই সাধু, প্রিয়তমের
ধ্যান চিত্তে আন ।”

২০

সাধো করতা কৰ্ম্মতে ন্যারা ।

আরৈ ন আরৈ মরৈ নহিঁ জীটৈ

তাকো করো বিচারা ॥

আনন্দ জাকে ধরনী গগন হৈ

আনন্দ জাকে সকল পসারা ।

অনহদ নাদ প্রেম ধুনি জাকে

সৌঙ্গৈ খসম হমারা ॥

হে সাধু; কর্তা কৰ্ম্মহইতে স্বতন্ত্র ।
না তিনি আসেন, না যান, না মরেন,
না বাঁচেন; বিচারেরদ্বারা তাঁহাকে জানিষা
লও। ধরনী গগন বাঁহার আনন্দ, বাঁহার
আনন্দ করিল সকল প্রসারিত, অসীম
রাগিনী বাঁহার প্রেম সঙ্গীত, তিনিই
আমার স্বামী ।

পিন্না মোরা মিলিয়া
মৈঁ হুআ দিবানী ॥
সবমৈঁ ব্যাপক সবসে ছাৱা
সহজ অন্তরজামী ॥
সহজসিংগারপ্রেমকা আসিক
সুরত নিরত ভর আনী ॥
ঐসা পিয় হম কবছ ন দেখা
সুরত দেখ লুভানী ।
কহৈঁ কবীর মিলা গুরুপুরা
তনকী তপন বুঝানী ॥

আমার প্রিয়তমের দেখা পাইয়াছি,
এখন আমি প্রেমোন্মত্ত হইয়া গিয়াছি
সকলের মধ্যে তিনি ব্যাপ্ত, সকলের তিনি
অতীত, সহজ তিনি অন্তর্যামী। সহজ রস-
সম্ভোগের সহজ প্রেমের তিনি রসিক, প্রেম
বৈরাগ্য উভয়ই তাঁহারদ্বারা পরিপূর্ণ।

এমন প্রেমিক আমি কখনও দেখি নাই ;
প্রাণ মুগ্ধ করা তাঁহাব প্রেমরূপ । কবীর
কহেন, “তম্বুর-সস্তাপ-জুড়ান পরিপূর্ণ গুরু
আমাকে মিলিয়াছেন ।”

২২

কোই কুচ্ছ কহে, কোই কুচ্ছ কহে
হম অটকে হৈঁ জই অটকে হৈঁ ।

সুরত কমল পর অগল কিয়া

মহবুবকে প্রেমসে মটকে হৈঁ ॥

সংসার বিচারকো ছোড় দিয়া

হম ইসী বাত পৈ সটকে হৈঁ ।

কবীর পিতমকে বুলনেমঁ

জনম মরণ ছোড় লটকে হৈঁ ॥

যে যাহা খুসী বলুক, আমি বাঁধা পড়িয়াছি
যেখানে, সেখানেই বাধা রহিলাম । প্রেম-
কমলেতে আমার মন মজিয়াছে, প্রিয়তমের
প্রেম কটাক্ষ আমি পাইয়াছি । সাংসারিক
বিচার ছাড়িয়া দিয়াছি, তাঁহার বাণীতেই

কবীর

আমি সটকাইয়াছি । কবীর তাহার প্রিয়তমের
মুলনে জন্ম মরণ বিন্মৃত হইয়া বুলিয়াছে ।

২৩

জাগ পিন্নারী অবকা সোঠে ।

রৈন গঈ দিন কাহেকো খোঠে ॥

জিন জাগা তিন মানিক পায় ।

ঠে বোরী সব সোয় গঁরায়া ॥

পিয় তেরে চতুর তু মুরখ নারী ।

কবহঁ ন পিয়কী সেজ সঁরায়া ॥

ঠে বোরী বোরাপন কীন্হী

ভর জোবন পিয় অপন ন চীন্হী

জাগ দেখ পিয় সেজ ন তেরে ।

তোহি ছাঁড়ি উঠি গরে সবেরে ॥

কহঁ কবীর সোই ধুন জাগে

শক বান উয় অন্তর লাগে ॥

জাগ্ ওগো প্রিয়সখি, এখনও কেন গুইয়া

আছিস্, রাজিতো কাটিয়া গেল দিনটা আর

কেন হারাইতেছি? যে এখন জাগিয়াছে সে মানিক পাইয়াছে, ওরে পাগলিনী, তুই ঘুমাইয়া সব হারাইলি। ওরে মূর্খ নারী, প্রিয়তম তোর জানী, তুইতো কখনও তোর প্রিয়তমের শয্যা রচনা করিলি না। ওরে পাগলিনী, তুই কেবল পাগলামিই করিলি; যৌবন ভরিয়া তুই আপন প্রিয়তম চিনিলি না।

জাগিয়া দেখ্ প্রিয়তম তোর শয্যায় নাই, তোকে ছাড়িয়া তিনি প্রস্তাতে উঠিয়া গিয়াছেন। কবীর কহেন, “কেবল সেই ধ্বনিই আগে আর সঙ্গীতবাণ হৃদয়ের অন্তরে লাগে।”*

২৪

সৃষ্টি গঙ্গ জইঁড়ার

দৃষ্টি কর দেখ লে ॥

* অথবা—কেবল সেই সুন্দরীই আগে

শব্দবাণ বাহার হৃদয়ের অন্তরে লাগে।

কবীর

চীন্হো কবো বিচার

প্রেমরূপ কহাঁ বিরাজেঁ ।

কহাঁ পুরুষকৈ দেস

কহাঁ বৈঠে বিলগাজেঁ ॥

জবলগ নৈন ন দেখিয়ে

তবলগ হিয় ন জুড়ায় ।

জল বিন মীন কহু বিন বিরহিন

তলফ তলফ জিয় জায় ॥

বাঢ়ে বিরহ বিয়োগ

রোগ কাহু ন চীন্হা ।

ঘর ঘর বাঢ়ে বৈদ

রোগ অধিক রচ দীন্হা ॥

বিরহ বিয়োগ কৈসে মিটে

কৈসে তপন বুঝায় ।

বৈদ মিঠে জব ঔষধী

জিয়কৈ জরম নসায় ॥

সৃষ্টি তোমাকে প্রবঞ্চিত করিয়া চলিয়া

গেল, নয়ন খুলিয়া চাহিয়া দেখ । সেই প্রেমরূপ

কোথায় বিরাজ করেন, তাহা বিচার করিয়া
চিনিয়া লও। কোথায় সেই স্বামীর ধাম,
কোথায় বসিয়া তিনি উঠে:স্বরে সঙ্গীত
করিতেছেন, বিচার করিয়া তাহা চিনিয়া লও

নয়নে যত দিন তাঁহাকে না দেখা যায়,
ততদিন তো প্রাণ জুড়ায় না। জল বিনা মৎস্ত,
কাস্ত বিনা বিরহিনী, ছটফট করিয়া প্রাণ যায়।
বিরহবিরোগব্যথা বাড়িতেছে, এই রোগ কেহই
তো বুঝিল না।

ঘরে ঘরে বৈষ্ণু বাড়িয়া আমার রোগ
আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন।

এই বিরহ বেদনা কেমন করিয়া দূর হইতে
পারে ? কেমন করিয়া প্রাণের জ্বালা দূর হইতে
পারে ? ঔষধ যখন জীবনের ভ্রমকে দূর করিবে,
তখন বুঝিব যে বৈষ্ণু মিলিয়াছে।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১১	কোই	কোই
১৬	১	তহাঁ	তহঁ
১৯	১	কোটিস্বৰ্ঘ্য*	কোটি
		চন্দ্র	স্বর্ঘ্যচন্দ্র
২০	১২	সার্ঙ্গ	সার্ঙ্গ
২৮	১	যার্ঙ্গ	জার্ঙ্গ
"	৮	যাকে	জাকে
৩২	১০	ধইয়া	ধুইয়া
"	১১	দাগ (সংস্কার সম্ভূত দাগ) সে উঠাইতে পারিতেছে না। [দাগ (সংস্কার সম্ভূত দাগ) সে উঠাইতে পারিতেছে না।]	
৩৪	৪৮	তু	তু
"	১২	তু	তু

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৯	৯	সত গুরুকে	সত্য গুরুকে
৫৭	১৫	ব্রহ্ম	ব্রহ্ম
৬৪	১০	যো	জো
৮৩	১৫	রাগকো কো জো	রাগকোঁ জো
৮৬	৮	আগন	অগিন
৯৭	৬	প্রত্যাষে	প্রত্যাষে
১০০	৭	কিবাড়	কিরাড়
১০১	৩	গিয়া ঘট	পিয়াঘট
১০৫	৪	তরাজ	তরাজু
১০৬	১৫	কাগ	ফাগ
১১৫	১	সরার	সরীর
১১৭	৬	কৌতুহল	কৌতুহল
১১৮	৬	আলন্দ	আনন্দ

শান্তিনিকেতন

—

কবীর

তৃতীয় খণ্ড

—

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

—

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ছয় আনা

প্রকাশক

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস

২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

কাল্পিতিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মুন্সী দ্বারা মুদ্রিত

সূচী

অজর অমর জই জরামরণ নহি	...	৫৬
অপনপৌ আপুছি ঠেঁ বিসরো	...	৬৮
অরে দিল, প্রেমনগরকা অন্ত ন পারা	...	৩০
আপন আপন চাইই মান	...	৫
আপুছি সবমেঁ রমা হৈ	...	৭২
আজ দিনকে মৈ জাউ বলিহারী	...	১১৮
আজ মেরে পীতম ঘর আরে	...	১১৪
আজ সুবেলী সুহারণী	...	১১৬
আরৌ দিন গৌনেকৈ হো	...	২৬
উলটা গংগ সঁজুছি সোঁথে	...	৮২
ঐসা প্রেম কই হৈ ভাই	...	১০৪
কর সাহবসে প্রীত রে মন	...	১০০
করৌ সতসংগ গল্লরুঁদেবকে চরণ গহি	...	২২
কইই কবীর বিচারকে	...	৭৬
কইই কবীর সুনো হো স্মরণে	...	৬৩
কা.নর সোবত মোহনিসামেঁ	...	২২

কা লৈ ঐকবো, পীতম ঘর ঐবো	...	৯৮
কৈসে হোৱী খেলোঁ পিন্না সংগ	...	৪৪
কোটিন ভানু চন্দ্ৰ তাৰাগণ	...	১১১
কোন্‌ মংগৱেজবা মংগে মোৱী চুঁদৰী	...	৪৩
গায়ন কহৈ কবছ নহি গাঠৈ	...	৮৩
গিৱহী তজিকে ভয়ে উদাসী	...	৬
গুৰুদেৱ বিন জীৱকী কল্পনা না মিটে	...	২১
ঘৰা জ্যো নীৰ কা ফুটা	...	৩২
চৰখা চলে স্মৃতি-বিৰহিনকা	...	১১০
চল চলৈ শুঁৱৰা কঁৱল পাস	...	২৯
চল হংসা বা দেস জই	...	৬০
চুনৱিয়া পচৰংগ হঠেঁ ন সুহায়	...	৪২
চেত সবেৰে চলনা বাট	...	২৪
জাকী জিভ্যা বংধ নহী	...	১৮
জাকো মুনিবৰ তপ কৰৈ	...	৭
জানা নহী বুঝা নহী	...	৭
জিন পিন্না প্ৰেম-রস প্যালা	...	১১২
জীৱ মহলমেঁ সিৱ পছনবা	...	৯৬
জো খোদায় মসজিদ বসতু হৈ	...	২

ଜୋ ଜାନଛ ଜଗ ଜୀବନା	...	୧୨
ଜୋ ଜାନଛ ଜୀବ ଅପନା	...	୧୨
ଜୋ ତୁ ପିୟକୀ ଲାଢ଼ଣୀ	...	୩୩
ଜୋଗୀ ଜଙ୍ଗମ ତେ ଅତି ଛୁଧିୟା	...	୧
ଜ୍ଞାନ ଆରତୀ ଇମରିତ ବାଣୀ	...	୧୨
ବୀ ବୀ ଜଂତର ବାଢ଼େ	...	୮୪
ତୁ ସୁରତ ନୈନ ନିହାର	...	୪୮
ତେରୋ କୋ ହେ ରୋକନହାବ	...	୩୬
ତୋର ହୌରା ହିରାହିଲବା କିଁ ଚଢ଼ମେଁ	...	୨୬
ଦିନ ଦସ ନୈହରବା ଖେଲଲେ	...	୩୨
ଛୁବିଧା କୈା କରି ଦୁର	...	୧୪
ଛୁଲହିନୌ ତୋହି ପିୟକେ ସର ଜାନା	...	୨୫
ଦୁର ଗରନ ଜେରୋ ହଂସା ହୋ	...	୫୨
ଧୌରେ ଧୌରେ ପଗ ଧରୋ ମୁସାଫିର	...	୨୩
ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂସାରମେଁ	...	୨୦
ନା ମୈଁ ଧର୍ମୀ ନହିଁ ଅଧର୍ମୀ	...	୬୬
ନୈହରସେ ଜିୟରା ଫାଟରେ	...	୨୦
ପରଦେ ପରଦେ ଚଲି ଗଢ଼ି	...	୮୦
ପଂଥୀ ପଂଥ ବୁଝି ନହିଁ ଲୀନହା	...	୫

পানী প্যাবত ক্যা ফিরো	...	২০
পাহন ফোরি গংগ যক নিকরী	...	৮১
পীতমকা ব্যোহার অনোধী	...	৯৩
প্রথম এক জো আটৈ আপ	...	৭৪
বহা হৈ বহি জাত হৈ করগহৈ চহুঁওব		৪
বহুতক সাহস করো জিয় অপনা	...	৮০
বাত বেঁরতে অসমানকী	...	৩
বেদ কহে সরগুণকে আগে	...	৫৫
ভজু মন জীবন নাম সবেরা	..	২৮
মন তোহঁি নাচ নচাৰৈ মায়া	...	৪৫
মেরা দিল সাহিবসে রাঙী	...	২৫
মেরী নজরমেঁ মোতি আরা হৈ	...	১০৬
মৈঁ তো রা দিন ফাগ মচৈহৌ	∴	১০
মৈঁ দেখা তোরী নগরা অজব জোগিয়া		৪০
মোর ফকিরবা মাংগি জায়	...	৮৯
রতন যখন করু	...	৮৬
সত লোটেক সবলোকপতি	...	৭১
সন্ত নাম হৈ সবতে গুরা	...	৬৯
সংস্কিরিত ভাষা পঢ়ি লীন্হা	...	১৭

ସାଧ ସଂଗତ ପୀତମ	୧୦
ସାହେବ ସାହେବ ସବ କରୁଛି	...	୮
ମାଁର ପଡ଼େ ଦିନ ବୀତରେ	...	୧୦୧
ମୌଳ ମନ୍ତୋଷ ମଦା ମମଦୃଷ୍ଟି	...	୯
ସୁରମର ଛତିଆ ବହାରେ	...	୧୦୭
ହଂସ ବଞ୍ଚୁ ଦେଖୋ ଯକ ରଂଗ	...	୬
ହମତୋ ଏକହୀ କର ଜାନୋ	...	୭୨
ହମସେ ରହା ନ ଜାୟ	...	୧୦୨



কবীর

কবীর পত্র

জোগী অংগম তে অতি ছথিয়া
• তাপসকে ছথ দনা ।
আশা তুষণ সব ঘট ব্যাপী
কোঙ্গি মহল নহিঁ সূনা ॥
সাঁচ কহৌ তো সব অগ ধীর্জ
ঝুট কহা নহিঁ জাজি ।
কহহিঁ কবীর তেজি ভৌ ছথিয়া
• জিন য়হ য়াহ চলাজি ॥

কবীর

যোগী জন্ম সবাই অতি ছুঃখী, তাপসের
ছুঃখ আবার দ্বিগুণ। আশা তৃষ্ণা সব ঘটকেই
আছে ব্যাপিরা, কোনো মহল নহে শূন্য।

সত্য কহিলে সমস্ত জগৎ হয় বিরক্ত,
বিখ্যাও তো যায় না কহা। কবীর কহেন,
“তাহারাই হইল ছুঃখী, যাহারা এই সব পথ
করিল বাহির।”

২

জো খোদায় মসজীদ বসতু হৈ

ওর মুলুক কোহকেরা।

তীরথ মুরত রাম নিবাসী

বাহর করে কো হেরা ॥

পূরব দিশা হরিকো বাসা

পশ্চিম অলহ মুকামা।

দিলমেঁ খোজি দিলহিমা খোজো

ইহৈ করীমা রামা ॥

জেতে ওরত মরদ উপানী

সো সব রূপ তুম্হারা।

কবীর পরাধ

কবীর পোংগরা অলহ রামকা

সো গুরু পীর হমারা ॥ •

পোনা যদি মসজিদেই করেন বাস, আর
সব মুলুক তবে কাহার ? তীর্থে মূর্তিতে যদি
রাম করেন বাস, বাহির তবে দেখে কে ?

পূর্বদিকে হরির বাস, পশ্চিম দিকে
আল্লার মোকাম । হৃদয়ে খুঁজিয়া হৃদয়ের
মধ্যেই খোঁজ । এই খানেই করীম ও রাম ।

যত নারী যত পুরুষ উৎপন্ন হইরাছে,
তাহারা সবাই তোমার রূপ । কবীর আল্লা-
রামের পুত্র ; • তিনিই আমার গুরু, তিনিই
আমার পীর ।

৩

বাত বেঁধতে অসমানকী

মুদতি নিরনাগী ।

বহুত খুদী দিল রাখতে

• বুড়ে বিহু পানী ॥

কবীর

কহছি কবীর কাসে কহৌ

সকলো জগ অংখা ।

সাঁচাসে ভাগা ফিরৈ

ঝঠেকা বংখা ॥

প্রসব করিতেছে সব আসমানী বাত,
আর সন্নিহিত হইতেছে মৃত্যুর নিকটে । অনেক
অহঙ্কার হৃদয়ে রাখিতে বিনা জলে ইহারা
মরিগ ডুবিয়া । কবীর কহেন, “একথা বলি
কাহাকে, সমস্ত জগৎই যে অন্ধ । সত্য হইতে
ইহারা বেড়ায় পালাইয়া, অথচ বন্ধ রহিয়াছে
মিথ্যার কাছে ।

৪

বহা হৈ বহি জাত হৈ করগহৈ চহঁ ওর ।

জো কথা নহি মানে তো দে ধরা হুই ওর ॥

বহিয়াছ, বহিয়া যাইতেছ, হাতে ধরিতেছ
চারিদিক ; কথা যদি নাহি মান, তবে হুই
কুল দিতেই থাকিবে (তোমাকে) থাকা । ০

৪

৫

পংখী পংখ বুদ্ধি নহিঁ লীমহা •
মুচুহি মুচু গঁবারা হো ।
ঘাট ছোড়ি কস ঔবট রেংগহ
কৈসেকে লগবেহু তীরা হো ॥

পথিক লইল না পথ বুঝিয়া, মূর্খ হইতেও
সে বে মূর্খ, নিতান্তই সে গ্রাম্য । ঘাট ছাড়িয়া
কেন ঘুরিতেছিল অঘাটে, কেমন করিয়া
লাগিবি তীরে ?

৬

আপন আপন চাইহঁ মান ।
কুঠ প্রপংচ সাঁচ করি আন ॥
কুঠা কবহ ন করিহঁ কাজ ।
হৌ বরভেঁ। তোহি সুন নিলাজ ॥
কহাই কবীর নর কিয়ো ন খোজ
ভটকি মুখল অস বনকা রোজ ॥

কবীর

আপন আপন চায় মান, আর মিথ্যা
প্রপঞ্চকেই জানিতে হয় সত্য করিয়া ।

মিথ্যা কখনও করিবে না কাজ, ওরে
নির্লজ্জ, শোন্ আমি তোকে করিতেছি বারণ ।

কবীর কহেন, “মাহুষ করিলনা ধোঁজ,
অরণ্যে পথহারার মত মরিল ঘুরিয়া ঘুরিয়া ।”

৭

হংসা বণ্ড দেখে বক রংগ

চট্টের হরিরট্টের তাল ।

হংসা কীরতে জানিয়ে

বণ্ডহি ধট্টেঁগে কাল ॥

হংস ও বক চাহিয়া দেখ একই রঙ্গ,
চরিতেছেও একই হরিত সমোবরে । কাল কীর-
প্রহণের দ্বারা হংসকে চিনিয়া ধরিবে বককে ।

৮

গিরহী তলিকে ভরে উদাসী

বন খণ্ড তপকো জায় ।

চোলী থাকি মারিয়া

বেরই চুনি চুনি খায় ॥

গার্হস্থ্য ছাড়িয়া হটল উদাসীন, তপস্তায়
অন্ত গেল বনপথে । মেহকে মারিল ক্রান্ত
করিয়া, (অবশেষে) বাছিয়া বাছিয়া খাইতে
লাগিল জঙ্গলী কুল ।

৯

জাকো মুনিবর তপ করৈ

• বেদ থাকে শুন গায় ।

সোউ দেব সিখাপনা

• কোঈ নহী পতিয়ার ॥

মুনিবর বাহাকে করেন তপস্তা, বেদ
ক্রান্ত বাহার গুণগানে । সেই দেবতা দিতেছেন
শিখা, কেহই তবু করেনা প্রত্যয় ।

১০

জানা নহী বঝা নহী

সমুখি কিয়া নহি গৌন ।

কবীর

অন্ধে কো অন্ধা মিল।

রাহ বতাইবৈ কোন ॥

না জানিল, না বুঝিল, প্রবুদ্ধ হইয়া
না করিল যাত্রা। অন্ধের সহিত মিলিল অন্ধ,
এখন পথ দেয় কে বলিয়া ?

১১

সাহেব সাহেব সব কটাই

মোহি আন্দেসা ঔর।

সাহেবসে পরিচর নহা

বৈঠেংগে কেহি ঠৌর ॥

“দামী, দামী” বলে সবাই, আবার হই-
রাছে আর এক ভাষনা। দামীর সহিতই
হইল না পরিচর, আমি বসিব কোন ঠাই।

কবীর উপদেশ

১

সীল সন্তোষ সদা সমদৃষ্টি

রহনি গহনিমৈ পূরা ।

তাকে দরস পরস তর তাজে

হোই কলেস সব দূরা ॥

নিসি বাসর চরচা চিত চন্দন

আন কথা ন সোহাটেব ।

করনী ধরনী সংগীত গাটেব

• প্রেম রজ উড়াটেব ॥

রাগ সন্নপ অখণ্ডিত্ত অবিচল

নির্ভর বেপরবান্দি ।

কটাই কবীর তাহি পগ পরসো

ঘট ঘট সব সুখদান্দি ॥

উহার দরশ পরশ যে পাইয়াছে সর্বদা
শীলসন্তোষে, সম দৃষ্টিতে, হিত্তিতে এবং গ্রহণে

কবীর

সে পরিপূর্ণ। তাঁহাকে দর্শন করিলে স্পর্শ
করিলে, ভয় পলায়ন করে ; সমস্ত কেশ দূর
হইয়া যায় ।

নিশি দিন তাঁহার চর্চা করাই চিত্তের
পক্ষে চন্দন-লেপ-স্বরূপ ; অত্র কথা ভালই
লাগে না ।

সকল কর্মে সকল বিপ্রাধে একটি পরিপূর্ণ
সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, সর্বদাই সে
প্রেমের আনন্দ সম্ভোগ করিতেছে ।

“যিনি সঙ্গীতস্বরূপ, যিনি অখণ্ডিত, যিনি
অবিচল, যিনি নির্ভয়, যিনি নিকরোগ (প্রশান্ত)”,
কবীর কহেন, “তাঁহারই চরণ স্পর্শ কর,
তিনিই ঘটে ঘটে সর্ববিধ আনন্দ বিধান
করিতেছেন ।”

২

মৈ তো বা দিন ফাগ মটচৌ

আ দিন পির যোরে যার ঐটেই ।

কবীর উপদেশ

রংগ বহী রংগরেজবা বাহী
সুরংগ চুনরিয়া রংগেহৌ ।
জোগিন চোরকে বন বন চুড়ৌ
বাহি নগরমে' রৈহৌ ॥
বালপনা গল সেলী বনৈহৌ
অংগ ভুতুত কংগেহৌ ।
কটেই কবীর পির ঘারে ঐটেই
কেসর মাথ রংগেহৌ ॥

আমি তো সেই দিন বসন্তের উৎসব করিব,
যে দিন প্রিয়তম উপস্থিত হইবেন আমার
ঘারে ।

তিনিই বর্ণ তিনিই রজনকারী, সেই
সুরদেই ওড়না আমার করিব সুরঞ্জিত ।

বোগিনী হইয়া যে আমি বনে বনে বেড়াই
অবেষণ করিয়া, সেই নগরেই আমি করিব
বাস ।

আমার তারুণ্যকে (ককীরের) মালা করিয়া
কুঠে করিব ধারণ, অজে মাধিব তনয় ।

কবীর

কবীর কহেন, "যে দিন প্রিয়তম আমার
আগিবেন ঘায়ে, সে দিনই কেশরেরঘারা মস্তক
করিব রঞ্জিত ।

৩

সংস্করিত ভাষা পঢ়ি লীন্হা
জ্ঞানী লোগ কহোৱী ।
আসা তুম্নামেঁ বহি গরো সজনী ।
কামকে তাপ সহোৱী ॥
মান মনীকী মটুকী সির পর
নাহক বোঝ মরোৱী ।
মটুকী পটক মিলো পীতমসে
সাহব কবীর কহোৱী ॥

আরি সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া ফেলিয়াছি,
আমাকে সকল লোক বলুক জ্ঞানী । হার হার,
আশার তুফার যে বেড়াইতেছি তাগিয়া
তাগিয়া, কামনার তাপ যে নিরত করি-
তেছি সহ !

কবীর উপদেশ

(হে কবীর,) মান অভিমানের বোকা
মাথায় উপর বৃথা মরিলি টানিয়া !

কবীর কহেন, "ঠেলিয়া ফেলিয়া যাও সেই
বোকা, মিলিত হও প্রিয়তমের সঙ্গে, তাঁহাকে
স্বামী বলিয়া করিয়া লও সযোজন ।"

৪

সাধ সংগত পীতম

উহা চল লাইয়ে ।

ভাব ভক্তি উপদেশ

তহাতে পাইয়ে ॥

সংগত হি অরি আব

না চরচা নামকী

দুলহ বিনা বরাত

কহো কিস কামকী ॥

ছবিধাকো কর দূর

পীতমকো খাইয়ে ।

আন দেবকী সেব

ন চিত্ত লগাইয়ে ॥

কবীর

আন দেবকী সেব

ভলী নহিঁ জীবকো ।

কট্টই কবীর বিচার

ন পার্বে পীবকো ॥

বেখানে সাধুসক, বেখানে প্রিয়তম,
সেখানে ষাও চলিয়া । তাব ভক্তি উপদেশ
সব সেখান হইতে কর গ্রহণ ।

অলিয়া ষাউক সেই সঙ্গত, বেখানে নাই
সেই নামের চর্চা । আচ্ছা বল, বর ছাড়া
বরযাত্রী, সে কিরূপ ? বিধাকে দূর করিয়া
প্রিয়তমকে কর ধ্যান ।

অন্ত দেবতার সেবার চিন্তকে লাগাইও না ।
অন্ত দেবতার সেবার জীবের নাই মঙ্গল ।

কবীর বিচার করিয়া কহিতেছেন
“প্রিয়তমকে তাহা হইলে বার না পাওরা ।”

৫

হুবিধাকো করি দূর

পীবকো সেবরে ।

কবীর উপদেশ

ভেরী ভব সাগরমে' নাব

স্বরতসু' খেবরে ॥

সুমির সুমির পীবনাম

চিরংজীব জীবরে ।

প্রীত সহত বিন মোল

খোল কর পীবরে ॥

চিতমে' নহি' প্রীত

সাজ্জ'কে হেতকা ।

প্রেম বিনা বেকাম

মটীলা খেতকা ॥

উ'চে বৈঠ কচহরী

জাব চুকাবতে ।

তে মাটী মিলি গরে

নজর নহি' আবতে ॥

তু' মারা ধনধাম

বেখ মত কুলরে ।

দিনা চারকা রংগ

মিলেগা খুলরে ॥

কবীর

বার বার নয় দেহ

নহিঁ মিলা সাজিঁ রে ।

চেত সকে তো চেত

কঠেই কবীর রে ।

বিধাকে দূর করিয়া প্রিয়তমের কর সেবা ।
ভবসাগরের মধ্যে তোমার নৌকাখানি,
প্রেমের সহিত তুমি ধর পাড়ি ।

স্মরণ কর, স্মরণ কর প্রিয়তমের নাম,
শাশ্বত জীবনকে কর লাভ । প্রেমই অমূল্য
মধু, ইহা গুলিয়া কর পান ।

চিত্তে নাই প্রেম, বাসীর অন্ত নাই
আকাঙ্ক্ষা । নিফল ক্ষেত্রের স্তায় প্রেমবিনা
তুমি ব্যর্থ ।

বিচারামনে উচ্চ হইয়া বসিয়া বাহারা তার
বিধান করিতেন, তাঁহারাও আজ গিয়াছেন
মাটিতে মিশিয়া, হইয়া গিয়াছেন নদীর
বাহির ।

তুমি মায়া, ধন, ধাম দেখিরা ভুলিয়া
 যাইওনা। চারি দিনের এই রক্ত অবশেষে
 যাইবে ধুলার মিলিয়া।

বার বার হইল নরদেহ, কিন্তু স্বামীর দেখা
 তো গেল না পাওয়া। কবীর কহিতেছেন,
 “যদি পার জাগিতে তো হও জাগ্রত।”

৬

জ্ঞান আরতী ইমরিত বানী ।
 পূরণ ব্রহ্ম লেব পহিচানী ॥
 জিনকে হকুম পবন ঔর পানী ।
 তিনক্রী গতি কোই বিলে জানী ॥
 দৃষ্টি বিনা ছনিয়া বৌরাণী ।
 ভরম ভরম ভটকৈ নর খানী ॥

গগন বাব গরজে অসমানা ।

নিঃচে ধুজা পুকব কহরাণা ॥

কট্টেই কবীর সোই সংত সিয়ানা ।

জিন নিজ পির সুরকো জানা ॥

কবীর

জ্ঞান আরতিতে (শ্রবণ কর) অনৃতধাণী ;
পূর্ণ ব্রহ্মকে লও চিনিয়া । পবন এবং জল
বাঁহার আজ্ঞা, তাঁহার রীতি কচিতই কেহ
জানে ।

সেই দৃষ্টি বিনা জগত হইয়া রহিয়াছে
পাগল । ভ্রমে ভ্রমে গহ্বরে গহ্বরে মাছুষ
মরিতেছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ।

গগনের বায়ু আকাশে করিতেছে গর্জন ;
ক্ষুরিত হইতেছে স্বামীর নিশ্চয়-ধ্বজা ।

কবীর কহেন, "সেই সাধকই তো' চতুর,
বিনি চিনিয়াছেন আপন প্রিয়তমের পুর ।"

৭

জাকী জিভা বংধ নহী'

হৃদয়া নাহী' সাঁচ ।

তাকে সংগ ন লাগিয়ে

ঘাটল বটিয়া মাঝ ॥

বাহার জিহ্বা নহে সংযত, হৃদয়ে বাহার

কবীর উপদেশ

নাই এত, তাহার সহিত মিলিও না ; কারণ
পথের মাঝে সে করে সর্কনাশ ।

৮

জো জানহ জীব অপনা

করহ জীবকো সার ।

জিয়রা ঐসা পাহনা

মিলে ন দুজী বার ॥

আপন বলিয়া যদি জান জীবকে, তবে
জীবকো লও সার করিয়া । জীবের মত অতিথি
আর তো দ্বিতীয়বার মেলে না ।

৯

জো জানহ অগ জীবনা

জো জানহ সো জীব ।

পানী পচাবহ আপনা

তো পানী মাংগে ন পীব ॥

অগতকে যদি জানিয়া থাক জীবন বলিয়া,
তবে সেই জানায় যত জীবন কর বাপন

কবীর

(অর্থাৎ সেইরূপ জ্ঞানের মত জীবন কর
নিয়মিত) ।

আপনাকে যদি পরিণত করিয়া থাক জলে,
তবে আর পান করিতে চাহিবে না জল ।

১০

পানী প্যাবত ক্যা ফিরো

ঘর ঘর সাগর বারি ।

তুবাংত জো হোরগা

পৌবেগা ঝখমারি ॥

জল পান করাইরা কি ফিরিতেছ ? ঘরে
ঘরে যে সাগরবারি ! তুফার্ত যদি হয়, তবে
দার ঠেকিয়া করিবে (সেই জল) পান ।



କଳୀର ସାଧନା

୨

ଶୁକ୍ରଦେବ ବିନ ଜୀବକୀ କଳନା ନା ଘିଟେ
ଶୁକ୍ରଦେବ ବିନ ଜୀବକା ଭଳା ନାହିଁ ।
ଶୁକ୍ରଦେବ ବିନ ଜୀବକା ତିମର ନାମେ ନହିଁ
ମମତା ବିଚାର ଲେ ମନେ ମାହିଁ ॥
ରାହି ବାରୀକ ଶୁକ୍ରଦେବତେ ପାହିରେ
ଜନମ ଅନେକକୀ ଅଟକ ଧୋଲେ ।
କଟିହି କୁବୀର ଶୁକ୍ରଦେବ ପୁରନ ମିଲେ
ଜୀବ ଓର ସିବ ତବ ଏକ ତୋଲେ ॥

ଶୁକ୍ରଦେବ ବିନା ଜୀବେର କଳନା ଘିଟିରା
ସାରି ନା, ଶୁକ୍ରଦେବ ବିନା ଜୀବେର କଲ୍ୟାଣ ନାହିଁ ।
ଶୁକ୍ରଦେବ ବିନା ଜୀବେର ଅଜ୍ଞାନତିମିର ନଟ ହର
ନା, ମନେର ମଧ୍ୟେ ଏହି କଥା ବେଶ ବୁଝିରା ବିଚାର
କୁଞ୍ଚିରା ଦେଧ ।

কবীর

তীহা হইতেই (সাধনার) সূক্ষ্ম পথের
সন্ধান পাইলে, বহু জনমের বন্ধন মুক্ত হইয়া
যায়। কবীর কহেন, “পরিপূর্ণ গুরু যদি
মিলে, তবে জীব আর শিব এক সমান হইয়া
যায়।”

২

করৌ সতসংগ গুরুদেবকে চরণ গছি
জানুকে দরসতৌ ভণ্ড ভাটগে ।
শীল ও সঁচ সন্তোষ আটবে দয়া ।
কালকী চোট ফির নাহিঁ লাটগে ॥
কালকে জালবে সকল জীব বন্ধিয়া
বিন জ্ঞান গুরুদেব ঘট অন্ধিয়া ।
কটাই কবীর জম অন্য আটবে নঁহৌ
পরস পারস পদ হোর জায়া ॥

সেই গুরুদেবের চরণ (অস্তরে) গ্রহণ
করিয়া সংসর্গ কর, তীহার দর্শনেতেই সকল
ভ্রম গলাইয়া যায় ; শীল এবং সত্য, সন্তোষ ও

কবীর সাধনা

দয়া আগ্রহ হর, মৃত্যুর আঘাত আর তাহাকে
স্পর্শ করিতে পারে না। কালের বন্ধনের
মধ্যে সকল জীবই বদ্ধ, গুরুদেবের জ্ঞান বিনা
জীব অন্ধকার। কবীর কহেন, “তীহার চরণ
পরশ-হানি। (বে সেই) পরশ পাইরাছে, অন্য
মৃত্যু আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না,
(সে একেবারে অন্য মৃত্যুর) অতীত ধামে
গমন করে।

৩

ধীরে ধীরে পগ ধরো মুসাফির,
সীচী হৈ অধবনী।
মনমোঁ চিন্তা ক্যা কটের বোরে,
না সাহেবসে বনী ॥
কট্টে কবীর সুনো ভাজি সাধো,
অব না সমুঝ বড়ী।
রা ঘরসে অব রা ঘর জৈছৌ
লিখনী নুঝ পড়ী ॥

কবীর

‘ সোপান অত্যন্ত দুর্গম, হে বাত্মী, ধীরে
ধীরে রাখ পা । ওরে পাগল, কেন বৃথা মনে
মনে করিতেছিস্ চিন্তা ? কবীর সঙ্গে বৃষ্টি
তোর এখনও হয় নাই প্রেম ? কবীর কহেন,
‘শোন ভাই সাধু, তোমার বুদ্ধি এখনও
হয় নাই পরিণত, এই ঘরহইতে যখন সেই
ঘরে হইবে উপনীত, তখন (সমস্ত বিধে যে
উঁহার মহা পত্র লেখা আছে) সেই পত্র
তোমার চক্ষে হইবে প্রকাশিত ।

8

চেত সবেরে চলনা বাট ॥

মন মালী তন বাগ লগায়।

‘চলত মুসাফিরকো রিকায়।

তন সরারমে মন স্তায়।

অব চলো সাহব দরবার ॥

প্রত্যবেই আগ্রত হও, পথ হইবে চলিতে ।

মনমালী এই তনু-উত্তানকে সাজাইয়াছে, ০

চলন্ত পাছকে (এই উদ্ভানে বিশ্রাম করাইয়া)
সে করিল তৃপ্ত । তনু-উদ্ভানে মন বিশ্রাম
লাভ করিয়াছে, এখন যাই চল প্রভুর
দরবারে ।

যেরা দিল সাহিবসে রাজী ।

বেদ পঢ়ংতে পংডিত ভূলে

কতেব পঢ়ংতে কাজী ॥

সার শকসো সুরত লগাঈ,

ভয়া সবসে রাজী ।

কট্টই কবীর সুনো ভাঈ সাধো

সতপুর নৌবত বাজী ॥

আমার চিত্ত হামীর সঙ্গে রাজী ।

পণ্ডিত আছেন বেদপাঠের মধ্যে ভুলিয়া ।

কাজী আছেন কোরানপাঠের মধ্যে ভুলিয়া ।

আমি সার (সত্য) রাগিণীর সহিত প্রেমকে
মিলাইয়াছি, এখন সকলের সাথেই আমি রাজী,
(সকলেরই আমি অনুগামী এবং সর্বত্রই

কবীর

আমার আনন্দ)। কবীর কহেন, শোনো তাই,
সখু, সতাপুরে নহবত উঠিরাছে বাজিরা ।”

৬

তোর হীরা হিরাইহ বা কিঁচড়মে ॥
কোঠ চুঁটে পূবষ কোঁজি চুঁটে পশ্চিম,
কোঁজি চুঁটে পানী পপরেমে ।
দাস কবীর যে হীরাকো পরটৈ
বাধ নিহলৈ জায়রানে অচেরেমে ॥

তোর রতন কামার মধ্যে গিয়াছে
হারাইয়া । কেহ খুঁজিতেছে পূর্বদিকে, কেহ
খুঁজিতেছে পশ্চিমদিকে, কেহ খুঁজিতেছে
জলে, কেহ খুঁজিতেছে পাথরের মধ্যে ।

দাস কবীর সেই রতন পরধ করিরা
জীবনের অকালে তাহাকে লইয়াছে বাজিরা !

৭

আমৌ দিম গোনৈক হো,
মন চোত হলস ।

ডোপিয়া উতাইর বাজা বনবাঁ হো,

তই কোই ন হমার ।

পইরাঁ ভোরী লাগৌ কহরবা হো,

ডোপী ধর ছিন বাব ।

মিল লেবঁ সখিয়া সহেলর হো,

মিলৌঁ কুল পরিবার ॥

দাস কবীর গাঠেঁ নিরশুন হো

সাধো করিলে বিচার ।

নরম গরম সোদা করিলে হো,

আগে হাট ন বজার ॥

দিন আশিত্তেছে শিরতমের গৃহে বাইবার,
মন আমার উঠিতেছে উল্লসিত হইরা ।

[কিন্তু এ ভাব তো রহিল না । হঠাৎ যখন
তাঁহার বাহক আসিয়া আমাকে বহন করিয়া
লইরা চলিল, তখন ভয়ে বিহ্বল হইলাম ।]
(তাঁহাব বাহকেরা) শিবিকা আমার নামাইল
বিজন অরণোর মধো, যেখানে আমার
কেহই নাই ।

কবীর

“ওগো বাহক, তোর পারে ধরি, একটু ক্ষণ
কর বিলম্ব। আমি (একটিবার) সখি সঙ্গিনীদের
সঙ্গে দেখা করিরা আসি; কুল পরিবারের
সঙ্গে (একটু) সাক্ষাৎ করিরা আসি।”

দাস কবীর এই নিগূর্ণ সঙ্গীত গাহিতেছেন
“ওগো সাধু, বুঝিরা দেখ, ভাল মন্দ বাহািকছু
কিনিবার বেচিবার এখনই শেষ করিরা ফেল,
সম্মুখে নাই হাট নাই বাজার।”

৮

ভকু মন জীবন নাম সবেরা ॥

সুন্দর বেহ দেখ জিন জুলো,

সফল হোত মিরাঁ করত বসেরা ।

য়া নগরীমেঁ রহন ন পৈহৌ

কোই রহি আর ন হুক্খ ঘনেরা ।

কহেঁ কবীর সুনো ভাঙ্গ সাধো

ঐগন জনম ন পৈহৌ ফেরা ॥

হে মন জীবন (ব্রহ্ম) নাম এই
পেত্তাত কালে কর ভজন। এই সুন্দর দেহ

কবীর সাধনা

দেখিরা বাইও না ভুলিরা, যদি যামি ইহাতে
করিতেন বাস, তবেই ইহা চইত সকল ।

এই নগবে তো (বেনী দিন) থাকিতে
পাইবে না। এখনে জুঃখ সমূহের মধ্যে কেহ
বাস করিতেও পারে না।

কবীর কহেন, “শোনো ভাই সাধু, এমন
জন্য ছাব পাইবে না ফিবিয়া (অন্য সকল
করিয়া লও)।”

•

৯

কা নর পোবত মোহনিগামে
জগত নাহি কূচ নিরবানা ।
হোত পুকার নগর কসবেমে
মুসাফির সঠৈ অকুলানা ।
পুরণ ব্রহ্মকী হোত তরারী
অন্ত ভূবন বিচ প্রাণ লুকানা ।
প্রেম নগরিন্নামে হাট লগতু হৈ
জনম জনমকে প্যাস বুঝানা ॥

কবীর

হে নর, কেন আছ মোহ নিদ্রার গুইয়া ?
যাত্রা কবিবার হইয়াছে সময় আসন্ন, এখনও
জাগিতেছ না ? সমস্ত নগবে জাগণের
আসিয়াছে আহ্বান, সকল যাত্রা উঠিয়াছে
বাকুল হইয়া ।

পূর্ণ ব্রহ্মের যাত্রার চলিয়াছে আয়োজন ।
এই জগতের অহুবেব মণ্ডা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে
প্রাণ । প্রেমের নগরে কি হাটটি বসিয়াছে !
তৃপ্ত হইয়া গেল জনম জনমের পিপাসা ।

১০

অরে দিল,

প্রেম নগরকা অস্ত ন পায় ।

জ্যো আরা ত্যো জাবৈগা ॥

সুন মেয়ে সাজন সুন মেয়ে মীতা ।

রা জীবনমেঁ ক্যা ক্যা কীতা ।

সির পাহনকা বোকা লীতা ।

আগৈ কোন ছুড়াবেগা ॥

৩০

পরলো পার মেরা মাতা খড়িরা ।

উস মিলনেকা ধ্যান ন ধরিয়া ।

টুটী নাব উপর জা বৈঠা ।

গাফিল গোতা খাটবেগা ॥

দাস কবার কটাই সমুঝাঙ্গি ।

অন্তকাল তেরো কোন সহান্দি ।

চলা অকেলা সংগ ন কান্দি ।

কিয়া অপনা পাটবেগা ॥

ওষে চিন্ত, এই প্রেমনগরের মরম
না জানিলি! যেমন আসিরাছিস্, তেমনি
যাটবি চলিয়া ?

শোনো মোর স্বজন, শোনো মোর মিতা,
এই জীবনে তুমি করিয়াছ কি কি ? মাথার
লইয়াছ পাশাণের বোঝা, পরে ইহা হইতে কে
করিবে তোমাকে মুক্ত ? ঐ তীরে আমার
বন্ধ দাঁড়াইয়া, তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবার
অশ্রু না করিলি কোন চিন্তা ? নৌকা
তাঁড়িয়াছে বলিয়া গিয়া বসিলি উপরে ? বলিয়া

কবীর

বসিয়া খাইবি বার্থ ঢেউ ? দাস কবীর বুঝাইয়া
কহিতেছেন, “অশ্রু কালে তোব সহায় হইবে
কে ? একলা চলি, সঙ্গী তো কেহ নাই,
আপন কর্মের ফলই পাইবি।”

১১

ঘড়া জোঁা নীরকা ফুটা ।

পত্র জোঁা ডারসে টুটা ॥

বিন প্যার আপা অভিমানী

সব নর জান জিংদগানী ॥

তলার ফুটা জল কুস্তেব যে অকহা, শাখা
চইতে বিচ্ছিন্ন পত্রের যে অবস্থা, গেম হইতে
বিমুখ অংহ-অভিমানী জীবনের ঠিক সেট
অবস্থা । হে সকল মানব, ইহা জানিয়া লও ।

১২

দিন দস নৈহরদা খেললে,

নিজ সান্নর জানা হো ॥

গংগ-জমুন বিচ রেতরা
তই বাগ লগারা হো ।
কচী কলী ইক তোড়কে
মলিয়া পছতারা হো ॥

বাপের ঘরে দিন দশেক খেলিরা লও ;
ওগো, আপন স্বামীর ঘরে তোমাকে যাইতেই
হইবে ।

গঙ্গা ও যমুনার (জ্ঞান ও প্রেম) মধ্যে
যে ছাঁপ, সেইখানে বাগান হইয়াছে লাগান,
(সেই উদ্ভানের মধ্যে) একটি মাত্র মুকুল,
তাহা অপরিষ্কৃত অবস্থার সাজিরা, মালী
বেচারি অহুতাপে গেল দখ হ ইয়া ।

১৩

জো তু পিরকী লাড়লী
অপনা করলে রী ।
খগুন করনা মেটকে
চরনন চিত দে রী ॥

କବୀର

ପିୟକୌ ମାରଗ କଠିନ ହୈ
 ଧାଢ଼େକୌ ଧାରା ।
' ଡିଗମିଟୈ ଗ୍ରୌ ଗିରି ପଢ଼ି
 ନହି ଉତ୍ତରୈ ପାରା ॥
ପିୟକୌ ମାବଗ ସୁଗମ ହୈ
 ତେରୋ ଚ'ଲ ଅନେଢ଼ା ।
ନାଚ ନ ଜାଣି ବାବରୀ
 କହୈ ଆଜ୍ଞନ ଡେଟ୍ଟା ॥
ଜୋ ତୁ ନାଚନ ନିକମୀ
 ତୋ ସୁଂସଟ କୈମା ।
ସୁଂସଟକା ପଟ ଖୋଲ ଦେ
 ମତ କର ଅନେମା ॥
ଚଞ୍ଚଳ ବନ ହୈତ ଉତ ଫିରୈ
 ପରିବର୍ତ୍ତ ଜନାବୈ ।
ମେବା ମାଗି ଆନକୀ
 ପିୟ କୈମେ ପାବୈ ॥
ପିୟ ଧୋଜତ ବ୍ରହ୍ମା ଥକେ
 ସୁର ନର ସୁନି ମେସା

কবীর সাধনা

কঠিঁ কবীর বিচার কে

কর পীতমকী সেৱা ॥

তুমি যদি শ্রিয়ন্তমের সোহাগিনী, তবে
তাঁহাকে করিয়া লও আপনার। সমস্ত খণ্ডতা
সমস্ত কল্পনা মিটাইয়া তাঁহার চরণে চিত্ত কর
সমর্পণ।

শ্রিয়ন্তমের (কাছে যাইবার) পথ অতিশয়
কঠিন, শালিত ঝড়ের জায় তীক্ষ্ণ সেই পথ।
শিথিলভাবে পদ বিক্ষিপ করিলেই চরণ
হইবে স্থলিত, পথ আর যাইবে না
পার হওয়া।

শ্রিয়ন্তমের পথ অতি সূক্ষ্ম, তাঁরই
চলন কুৎসিত। ওরে মূঢ়া, তুই জানিস না
নাচিতে, আর অঙ্গন বলিস—বাক।

নৃত্য করিতেই যদি হইলি বাহির, তবে
কেম আর অবগুষ্ঠন ? খুলিয়া ফেল
অবগুষ্ঠনাবরণ, করিস্ না বৃথা চিন্তা।

• (তোমার) চকল মন কিরিতেছে এদিকে

কবীর

ওদিকে, আর প্রমাণ দিতেছে চঞ্চলতার ।
(~~কবীর~~ চঞ্চল মন) সেধিতেছে অত্ৰকে,
স্বামীকে পাইবি তবে কেমন করিয়া ?

প্রিয়তমকে অব্বেষণ করিতে করিতে ব্রহ্মা,
স্বর, নর, মুনি, দেবতা সকলেই হইয়া গিয়াছেন
ক্লান্ত । কবীর বিচার করিয়া কহিতেছেন,
“(একমাত্র) প্রিয়তমকেই কর সেবা ।”

১৪

তেরো কো হৈ রোকনহার
মগনসে আর চলী ॥
লোক লাজ কুলকী মর্জাদা
সিরসে ডাব অলী ।
পটকোয়া তার মোহ খণ্ডকা
নিরভর রাহ গহী ।
কাম ক্রোধ হংকার কল্পনা
দূরমত দূর করী ।
মান অপমান দোউ ধর পটুকোয়া
হোই নিঃশব্দ রলী ॥

কবীর সাধনা

পাঁচ পচীস করে বস অপনে
আঁখ মহাজ্ঞান তরী ।
অগলবগলকো হঁস হঁস দেখী
সনমুখ ডগর ধরী ॥
দরা ধর্ম হিরদে ধর রাখো
পর উপকার বড়ী ।
দরা সক্রপ সকল জীবন পর
জ্ঞান শুমান তরী ॥
ছুমা শীল সন্তোষ ধীর ধর
কর সিংগার খড়ী ।
ভট্ট ছলাস মিলী অব পিরকো
• অগত পসার চলী ॥
দীপক জ্ঞান লিরে কর অপনে
নিরখ পুরুষ তই মোদ তরী ।
দেখ পিরকো রূপ মগন তই
নিরখ পীঠ পর ধার চড়ী ।
করত বিলাস পিরা অপনে সংগ
দেহ প্রাণ পর প্রেম তরী ॥

কবীর

সুখ সাগরসে বিলসন লাগী

বিহরে শির ধন মিলি জোগসে ।

কই কবীর মিলী জব শিরতে

জম জন্মকো অমব ভঙ্গ ॥

কে আছে তোমাকে বাধা দিবার ?

পরমানন্দে তুমি আইস অগ্রসর হইয়া ।

ফেলিয়া দাও মাথা হইতে লোকলজ্জা কুলের

মর্যাদা, বাধা মাথায় আছে উচ্চ হইয়া ।

মোহের ভার খণ্ডতার ভার বে, মাথার
উপর (কলসীর ভার) চাপিয়া রহিয়াছে,
তাঁহা ঠেলিয়া দিমাঁছি ফেলিয়া । অন্তর পথে
করিয়াছি যাত্রা । কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার,
কল্পনা (অসত্য, খণ্ডিত তত্ত্ব) হৃৎস্বতি দূরে
করিয়াছি নিক্ষেপ । মান অপমান এই
ছুইটাকেই দূরে দিয়াছি ফেলিয়া । অন্তরের
সহিত হইয়াছি যুক্ত । পঞ্চ তত্ত্ব, পঞ্চবিংশতি
তত্ত্বকে আপনার অধীন করিয়া মহাজ্ঞানের
ধারা নরনকে করিয়াছি পূর্ণ ।

কবীর সাধনা

(এই সংসার পথে) এপাশ ওপাশ*
হাসিতে হাসিতে দেখিতেছি, আর সম্মুখ পথে
হটতেছি অগ্রসর ।

দয়া ধর্মকে হৃদয়ে করিয়াছি ধারণ ।
পরোপকারকে জীবনের করিয়াছি শ্রেষ্ঠ ব্রত,
সকল জীবের প্রতি পরিপূর্ণ দয়া হইয়াছে
উৎপন্ন । জ্ঞানের দ্বারা সকল সংশয়কে
করিয়াছি পরিপূর্ণ ।

কৃমা, শীল, সন্তোষ, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া
আপনামি নেপথ্য রচনা করিয়াছি সম্পূর্ণ ।
প্রিয়তমের সহিত যখন মিলিত হইলাম
তখন কী আনন্দই হইল ! তখন সমস্ত জগতে
(আপনাকে) চলিলাম প্রসারিত করিয়া ।*

জ্ঞানের দীপ আপন করে লইয়া স্বামীকে
দোধরা আনন্দে হইলাম পরিপূর্ণ ।

* অথবা—সমস্ত জগৎকে প্রসারিত করিয়া
চলিলাম ।

কবীর

প্রিয়তমের রূপ দেখিয়া আমি আনন্দে
হইলাম পরিপূর্ণ। তাঁহার রূপ নিরীক্ষণ করিয়া
ধাবিত হইয়া বসিলাম তাঁহার সিংহাসনের
উপর, এবং আপন প্রিয়তমের সঙ্গে বিলাস
(প্রেমলীলা করিতে করিতে দেহপ্রাণ প্রেমে
করিলাম পূর্ণ। বিরহিনী নারী যখন বিরহী
প্রিয়তমের সঙ্গে গেল মিলিয়া, তখন
আনন্দসাগরে চলিতে লাগিল বিলাস।
কবীর কহেন, “প্রিয়তমের সঙ্গে যখন হইল
মিলন, তখন মরণে জনমে হইলাম অমর ।”

১৫

মৈঁ দেখা তোরা নগরী অজব জোগিয়া ॥

জোগিটেক মট্টয়া অজব অনুপ ।

উন্টী নীম দঙ্গ মহবুব ॥

অট বিন লট বিংন অংগ ন ভড়ুত ।

লখ ন পট্টে জোগী ঐসো অবধুত ॥

কবীর সাধনা

জোগিয়া কী নগরী রহৌ মত কোয় ।

জো রে বসৈ সো জোগিয়া হোয় ।

• কট্টে কবীর জোগী বরনো ন জায় ।

জই দেখো প্রেমঘন পতিয়ার ॥

হে অপূর্ব যোগী, আমি তোমার ধাম
করিতেছি দর্শন ।

অপূর্ব, অমুপম সেই যোগীর কুটীর
(মন্দির) । প্রিয়তম সেখানে বিপরীত
করিয়া দিরাছেন নিয়ম ।

(সেই যোগীর) না আছে জটা, না আছে
জুট, না আছে অঙ্গে বিভূতি । এমন সে
অবশ্যত, যে তাহার রূপও হয় না দৃষ্ট ।

সেই যোগীর ধামে কেহ করিও না বাস ।
ওঃ, যে করে সেখানে বাস, সেও হইয়া
যায় যোগী ।

কবীর কহেন “সেই যোগীর কি করা
যায় বর্ণনা ? যেখানে করি নেত্রপাত,
সেখানেই দেখি সেই প্রেমঘন রূপ ।”

চুনরিয়া পচরংগ হঠমঁ ন সুহার ॥
 পাঁচ রংগটেক হমবী চুনরিয়া,
 প্রেম বিনা রংগ ফাক দিখার ॥
 যহ চুনরী মোরে মৈকেসে আঙ্গৈ
 অপনে পিয়াসে লেবঁ বদলার ।
 ত্রোবী চুনর পর সাহব রীবে
 জম দহিজরবা ফির ফির জার ॥
 কহেই কবীর সুনো ভাঙ্গৈ সাধো ।
 কো অব আটৈ কো ঘর জার ॥

(বিষয় বাসনা হেতুক) পাঁচ রঙ্গা চাদর
 আমাকে মানায় না, আর ভালও লাগে না ।

পাঁচ বর্ণে আমার চাদর রঞ্জিত, কিন্তু
 প্রেমের বর্ণে রঞ্জিত না হওয়ার খুলিল না
 ইহার রঙ্গ । এই চাদর আমার বাপের ঘরে
 পাইরাছি, পিরকমের সঙ্গে এখন ইহা লইব
 বদলাইরা ।

কবীর সাধনা

তোমার এই উত্তরীর দেবিচাই তোমার
ধার্মী পরিতৃপ্ত । হতভাগা মৃত্যু (তোমার
দ্বার হইতে) পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া ফিরিয়া
যাইতেছে । কবীর কহেন “শোনো ডাই
সাধু, এখন কেবা (বাহিরে) আসে, আর
কেবা ঘরে যায় ?”

১৭

কোন রংগরেস্তবা রংগে মোরী চুঁদরী ॥

• পাঁচ তন্তকৈ বনৌ চুঁদারিয়া,

চুঁদরী পহিরকে লাগে বড়ী সুন্দরী ॥

সোরহৌ সিংগার বতাসৌ অভরন ।

পির পির রটত পিয়া সংগ ঘুমরা ॥

কই কবীর সুনো ভঃসৈ সাধো ।

বিন সন্তসংগ কোন বিধি সুধরী ॥

কোন রঙ্গরেস্ত (বর্ণকর) আমার উত্তরীর
খানি (এমন করিয়া) রঙ্গাইল ? পঞ্চতন্তের
ধারা এই উত্তরীর খানি নির্মিত, ইহা পরিধান
করিলে আমাকে বড়ী সুন্দরী দেখায় ।

কবীর

যোল প্রকার নেপথ্য বিধানে অলঙ্কৃত
হইয়া, বৃষ্টিপ্রকার আভরণে সজ্জিত হইয়া,
“প্রিয় প্রিয়” বলিতে বলিতে প্রিয়তমের
সঙ্গে আমি করিতেছি প্রেম জ্বীড়া। কবীর
কহেন, “শোনো ভাই সাধু, সত্যের সঙ্গ
বিনা কেমন করিয়া আমি শোধরাইব (সুধারা
প্রাপ্ত হইব) ?”

১৮

কैसे হোরী খেলোঁ পিয়া সংগ

ছবিখা রার মচার রহোরে ।

তীনো তাল মূবক বজাটে

মৈঁ মৈঁ রাগিনো ছার রহোরে ॥

মাচত লাজ কর্মকে আগে

সংসা ভাব বজার রহোরে ।

আপা কটোরা মদ বিব ভরি ভরি

তুমা বনকে ছকার রহোরে ॥

দাস কবীর কটই কর জোরী

হমরী তো ঐসিহী বীত গরুরে ॥

কবীর সাধনা

প্রিয়তমের সঙ্গে কেমন করিয়া হোরী
খেলিব ? সংসর সেই মিলন সত্তাক মধ্যে
বাধাইয়া তুলিয়াছে বলহ। উচ্চ নীচ মধ্যম
সব তালেই মৃদঙ্গ “মৈঁ মৈঁ” (আমি,
আমি) সুরের দ্বারা (সেই মিলনসতাকে)
করিতেছে আচ্ছন্ন।

কর্শ্বকে পশ্চাতে রাখিয়া লজ্জা তাহার
সম্মুখে করিতেছে নৃত্য।

সংসর ভাব বাজাইতেছে সেই নৃত্যের তাল,
অহমিকার পাত্রে মদবিষ ভরিয়া ভরিয়া
পিপাসা মনকে করিতেছে প্রবঞ্চিত। দাস
কবীর করম্বোড়ে কহিতেছেন “আমার তো
এমন করিয়াই (জনম) গেল বহিয়া।”

১২

মন তোহিঁ নাচ নচাইবে মায়া ॥
আসা ডোরী লগার গলে বিচ
নট জিসি কপিহি নচার।

কবীর

নাচত সীল ফিঁর সবহীসে

পরম সুরত বিসরায়া ॥

কাম হেতু তুম নিস দিন নাচের

কা তুম ভবম ভুলায়া ।

প্রেম হেতু তুম কবল ন নাচের

গো অসল হৈ তুম ছায়া ॥

ঋপ্রহলাদ অচল তরে আসে

স্তরমী অচল পদ পায়া ।

অজহঁ চেত হেত কর পিউসোঁ।

হে রে নিলজ বেহায়া ॥

সুখ সম্পতি সাজ বড়াই

লিখ তেরে সাধ পঠায়া ।

কই কবীর শুনো ভাদৈ সাধো

সম্পদসে পদহি ছিপায়া ॥

হে মন, মারা তোমাকে বেড়াইতেছে
নাচাইয়া । বাজাকর যেমন বানর নাচার,
তোমার গলায় হেমন আশার রজু বাধিয়া
বেড়াইতেছে নাচাইয়া ।

কবীর সাধনা

সকলের কাছেই মস্তক প্রণত করিয়া
বেড়াইতেছ নাচিয়া । যিনি পরম, যিনি শ্রেষ্ঠ-
রূপ, (তাঁহাকেই) গিয়াছ ভুলিয়া ! কামের
জন্ত তুমি নিশিদিন নাচিতেছ, কোন্ ভ্রমে
আছ তুমি ভুলিয়া !

সেই শ্রেষ্ঠের জন্ত তুমি একদিনও নাচিলে
না, যিনি আসল এবং তুমি যার ছায়া ।

ঐক্য প্রহ্লাদ অসল পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন
যাহারু কৃপার, বিভ্রান্ত অসল ধামে প্রতিষ্ঠিত
হইয়া থাকেন যাহা হইতে, ওরে নিলজ্জ, ওরে
হেঁচারা, এখনও সচেতন হইয়া তুই সেই
প্রিয়তমের সঙ্গে করিয়া নে প্রেম ।

তিনিই সুখ সম্পত্তি সাজ সজ্জা ও শ্রেষ্ঠত্ব
নিখিয়া পাঠাইয়াছেন তোমার সঙ্গে । কবীর
কহেন, "শোন ডাই সাধু. এই সকল সম্পদের
মধ্যে (সেট পরম) পদ রাখিয়াছেন প্রহ্লাদ ।"

‘କବୀର ତତ୍ତ୍ୱ

ତୁ ସୁରତ ନୈନ ନିହାର

ବହ ଅଶ୍ରୁମେଁ ମାରା ହୈ ।

ତୁ ହିରଦେ ମୋଚ ବିଚାର

ରହ ବେଶ ହମାଘା ହୈ ॥

ମତଶୁକ୍ଳ ଦରମ ହୋର୍ ଅବ ଡାକ୍ତ

ବହ ମୈ ତୁମକୋ ପ୍ରେମ ଚିତାକ୍ତ ।

ସୁରତ ନିରତକେ ଡେମ ବହାକ୍ତ

ତବ ଦେଖେ ଅଶ୍ରୁକେ ମାରା ତୈ ॥

ମକଳ ଅଗତମେଁ ମତକା ନଗରୀ

ଚିତ ଭୁଲାବେ ବୀକୀ ଡଗରୀ ।

ମୋ ମହଚେ ଚାଲେ ବିନ ମଗରୀ

ଐମା ଦେଲ ଅମାରାଟୈ ॥

ମୀଳା ମୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ବାହାକୀ

ଅହି ମାମ ବିଳାମ ଅମାରା ହୈ ।

কবীর তত্ত্ব

গহন তজন ছুটে য়হ পাঈ
ফির নহিঁ পানা সতানাঈহে ॥
পদনিরবান হৈ অনস্ত অপারা
স্মরতি মুরতি লোক পসারা ।
সত্তপুরুষ নূতন তনধারা
সাহিব সকল রূপ সারা হৈ ॥
বাগবগীচে পিলী ফুলসারী
অমৃত লহরে হো রহিঁ আরী ।
হুসা কেল করত তাঁহ ভারী
অই অনহদ ঘুরৈ অপারা হৈ ॥
তামধ অধর সিংঘাসন গাঈ
পুরুষ মহা তাঁহ অধিক বিরাঈ
কোটিন সুর রোম হৈক লাঈ
ঐসা পুরুষ দীদারা হৈ ॥
পহু বীনা সতরাগ উচাঠৈ
জো বেধত হিয়ে মঁঝারা হৈ ।
জম জন্মকা অমৃতধারা
অই অধর অমৃতফুহারা হৈ ॥

কবীর

সতসে সত্ত সুর কহলাজি

৮ সত্ত ভণ্ডার মাহীকে মাহী ।

নিঃস্তত রচনা তাহি রচাজি

জো সবহিনতে গ্ভারা হৈ ॥

অহম লোক বঁহা হৈ ভাজি

পুরুষ অনামী অকহ কহাজি ।

জো পঁহচে জানেংগে বাহী

কহন সুননতে গ্ভারা হৈ ॥

রূপ সরূপ কছু বঁহঁ নাহী

ঠৌর ঠাব কছু দীসৈ নাহী ।

অরজ তুল কছু দৃষ্টি ন আজি

কৈসে কহুঁ সুমারা হৈ ॥

আপর কিরপা করিহঁে সাজি

অহম মারগ পাটৈ তাহী ।

উড়ৌ পরলয় পাবত নাহী

অব পাটৈ দীদারা হো ॥

কহঁে কবীর মুখ কহা ন আজি

না কাগদ পর অংক চড়াই ।

মানো গুংগে সম গুড় খাঁড়ি

কৈসে বচন উচারা হো ॥

হে মন, প্রেমের নেত্রে দেখ চাহিয়া, যিনি
ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ, তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে করিয়া
রহিয়াছেন ব্যাপ্ত। অন্তরে তুমি বুঝিয়া বিচার
করিয়া দেখ, এই জগৎ আমার জগৎ।

সেই সত্য গুরুর সঙ্গে যখন হইবে দেখা,
তখন তিনি তোমার প্রেমকে করিয়া দিবেন
জাগ্রত। তিনি যখন প্রেম ও বৈরাগ্যের রহস্য
দিবেন বুঝাইয়া, তখন বুঝিবে যে তিনি বিশ্বের
অতীত। .

সকল জগৎ সেই সত্যের ধাম, সেই (বিশ্ব
জগতের) বহুিম শোভন পথগুলি মুক্ত করিয়া
ফেলে চিত্তকে। যে সেই সৌন্দর্য্য যথার্থ
ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে, সে একটুও পথ না
চলিয়াই উপনীত হয় তাহার গন্তব্য ধামে;
এইনি তাহার অপার আনন্দের খেলা।

কবীর

সেখানে রসলীলায় অনন্ত আনন্দ, যেখানে অপার রাস-বিলাস-লীলা (সকল রস সুমধুর ছন্দে হাত ধরাধরি করিয়া তাঁহার চতুর্দিকে নৃত্য করিয়া ঘুরিতেছে)। ইহা পাইলে সমস্ত “পাওয়ার” ও সমস্ত “ত্যাগ করার” অবসান হয়—“পাওয়া” আর কখনও জীবনকে করে না সম্বস্ত ।

তিনি নির্কাণ পদ, তিনি অনন্ত অপার, তিনিই আপনার সুরতিতে (আনন্দে) মুরতি লোক (আপনার মধ্য হইতে) প্রসারিত করিতেছেন। সেই সত্য পুরুষ হইতে নিত্য নব নব তনু ধারা হইতেছে নিঃসৃত। সেই স্বামী সকলরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া প্রাণ হইয়া আছেন সকলরূপের। সকল উদ্ভান, সকল উপবন, সকল মালা হইয়া যাইতেছে পুষ্পে পুষ্পে পুষ্পময়; আর অমৃত-লহরীমালা হইতেছে প্রতিভাত। হংস (জীবাত্মা) সেখানে অতি বিরাট খেলার

হইয়া গিয়াছে মগ্ন । অসীম সেইখানে অপার
রাগিনীতে উঠিয়াছে বাজিয়া ।

তাহার মধ্যে অনন্তের সিংহাসন বিহীনের
স্বায় দীপামান, সেইখানে সেই মহাপুরুষ কি
অপূৰ্ণ ভাবে বিরাজমান । অপূৰ্ণ প্রেমরূপ
আমার স্বামী, কোটি কোটি সূর্য্য তাঁহার
এক এক বোমের দীপ্তিতে হইয়া যার
নিশ্চভ ।

পশু-বীণার* কী সত্য রাগিনী হইয়া
উঠিতেছে ঝঙ্কত, সেই স্রব হৃদয়েব মধ্যে
হইয়া যাইতেছে বিক । সেখানে জনম মরণেব

* ব্রহ্ম সাধনের এক একটি পথ যেন এক মহা-
ব্রহ্ম-বীণার এক একটি তন্ত্রী । সকল উদ্ভীর নানাবিধ
সুরে যেন এক মহা-ব্রহ্মরাগিনী ঝঙ্কত হইতেছে । অথবা
প্রত্যেক চরণ পাতে পাতে সূক্ষ্মঃখের নানাবিধ ঝঙ্কারে
পথ বীণাটি অতি নিবিড় মধুর সুরে সুরে উঠিতেছে
বাজিয়া বাজিয়া ।

কবীর

অমৃতধারা হইয়া উঠিতেছে উচ্ছ্বসিত ।
অনন্তের অমৃত উৎস সেখানে হইয়া উঠিতেছে
উৎসান্বিত ।

সকল সত্যের বাহা সত্য, সকলে তাহাকে
জানে শূণ্য বলিয়া, অথচ সত্যের তাণ্ডার
নিহিত তাহারি মধ্যে । সকল তত্ত্বের অতীত
রচনা সেখানে নিত্য হইতেছে রচিত, তিনি যে
সকল তত্ত্বের অতীত । সেইখানে অসীম
লোক, সেখানে আমার স্বামী, তাঁহার নাম
কি যার বলা ? এ এক অবর্ণনীয় কাহিনী !
যিনি সেখানে পৌছিয়াছেন তিনিই এই তত্ত্ব
জানেন, ইহা বচনের ও শ্রবণের অতীত । রূপ
স্বরূপ নাই সেখানে কিছুই, কারণ আরতন
কিছুই সেখানে যার না দেখা, দৈর্ঘ্য প্রস্থ কিছুই
নয়নে যার না দেখিতে পাওয়া, কেমন করিয়া
বুঝাইয়া দিব তাহার পরিমাণ ?

স্বামী যাহার উপর রূপা করিবেন, অসীমের
পথকে সেই হইবে প্রাপ্ত । সেই পরম সুন্দরকে

পাইলে আর জন্ম মৃত্যুদ্বারা হইবে না সে
ব্যথিত ।

কবীর কহেন, “ইহা নহে মুখে কহিয়া
বুঝাইবার, নহে লেখায় প্রকাশ করিবার ।
বোবা যেন থাইরাছে মিষ্ট । বাক্যে কেমন
করিয়া সে সেই মাধুর্য্যকে বলিবে প্রকাশ
করিয়া ?

২

বেদু কহে সরগুণকে আগে

নিরগুনকা বিসরাম ।

সরগুন নিরগুন তজহ মোহাগিন

দেখ সবহি নিজধাম ॥

সুখ দুখ বঁহা কছু নহিঁ ব্যাটৈপ

দরসন আঠৌ জাম ।

নূরৈ গুটন নূরৈ আসন

নূরৈকা সিরহান ॥

কটই কবীর সুনো ভাই সাধো

সতগুর নূর তমাম ॥

কবীর

বেদ কহেন সঙ্গের পারে স্তব্ধ হইয়া
আছেন নিশ্চল । ওগো সোহাগিনী, সঙ্গ
নিশ্চল প্রভৃতি বিচার কর ত্যাগ । সমস্তই তুমি
দেখ আপনার ধাম । সুখ দুঃখ সেখানে
কিছুমাত্র পারে না ব্যাপিতে । দিব্যরাত্রি
সেখানে ব্রহ্ম দরশন । জ্যোতিই বসন,
জ্যোতিই আসন, জ্যোতিরই মধ্যে মাথা
রাখা । কবীর কহেন, “হে ভাই সাধু,
সংস্কর আগাগোড়া জ্যোতির্ময় ।”

“

৩

অজর অমর জই জরামরণ নহিঁ
পছটে প্রেমী সূদানা ।
রাগ নিরখ পরখ ছবি ঝলকৈ
আনন্দকা মূল ঠিকানা ।
ছন্দে ছন্দ প্রগট ভয়ে বাহর
কহি গয়ে বেদ পুরাণা ।
কই কবীর সুনো ভান্ডি সাধো
ছন্দমৈ সুরত সমানা ॥

অজর অমর ধাম, যেখানে নাই জরা
মরণ—প্রেমিক সৃজন পৌঁছে সেই ধামে ।

সেই রাগিনী দেখিয়া স্পর্শ করিয়া রূপ
উঠে ঝলকিত হইয়া ; তিনি আনন্দের মূল
ঠিকানা ।

ছন্দে ছন্দেই সেই রাগিনী বাহিরে হইয়াছে
প্রকাশিত ; বেদ পুরাণ ইহা গিয়াছেন কহিয়া ।
কবীর কহেন, “হে ভাই সাধু, সেই ছন্দের
মধ্যে প্রেম সমাহিত ।”

৪

দূর গমন তেরো হংসা হো

• ষয় অগম অপার ॥

নহিঁ রহঁ কায়া নহিঁ রহঁ মায়া

নহিঁ রহঁ ত্রিগুণ পসার ।

চার বরণ উহ রাঁ হৈ নাহী

না হৈ কুল ব্যোহার ॥

নৌ ছঃ চৌদহ বিয়া নহিঁ

নহিঁ রহঁ ভেদ বিচার ।

কবীর

তপ জপ সংজম তীরথ নাই
নাই নেম অচার ॥
পাঁচ তন্তু নহি উৎপত্তি ভইলে
সো পরলম্নকে পার ।
তীন দেব না তেঁতীস কোটা
নাই দসো অবতার ॥
পুরুষ রূপ কই বরনোঁ মহিমা
তিন গতি অপন্নপার ।
কোটি ভামুকী সোভা তিন্হকে
ইক ইক রোম উজারি ॥
ছর অচ্ছর দুনোসে ছারা
সোঈ নাম হমার ।
অমৃতবাণী লেইকে আয়ে
মিরতু লোক মংঝার ॥
সকল জগকে তুম সব হংসা
গহিলো শক হমার ।
দাস কবীরা কস ছিপাঠেঁ
সবকো কহত পুকার ॥

হে হংস (জীব বা সাধক), বহুদূর
হইবে তোমাকে ঘাইতে, অগম্য অপারন্তোমার
ধাম । সেখানে না আছে কায়া, না আছে মায়ী,
না আছে ত্রিগুণের পসার । চারিবর্গ সেখানে
নাই, কুল ব্যবহার সেখানে কোথায় ?

নববিধ বিজ্ঞা, ষড়্‌বিজ্ঞা, চৌদ্দ বিজ্ঞা
সেখানে নাই ; বেদ বিচার সেখানে নাই । তপ
জপ সংযম তীর্থ সেখানে নাই, নিয়ম আচার
সেখানে নাই । সেই প্রলয়ের পারে
পঞ্চতন্ত্র উদয়ই হয় নাই । তিন দেব, ত্রিশ
কোটি দেব, এবং দশ অবতার কিছুই সেখানে
নাই ।

যিনি স্বামী তাঁহার রূপ কেমন করিয়া
করিব বর্ণনা ? অপরম্পার তাঁহার মহিমার
গতি, যাহার এক এক রোমের উজ্জলতার
কোটি ভাঙ্গুর দীপ্ত প্রভা ।

সান্ত্ব ও অনন্ত এই উভয়েরই অতীত আমার
নাম (স্বরূপ)। এই মৃত্যু লোকের মধ্যে আমি

কবীর

অমৃত বাণীকে লইয়া আসিয়াছি। এই জগতে
যত হংস আছে, তোমরা সকলে আমার কথা
গ্রহণ করিয়া লও। দাস কবীর কেমন করিয়া,
সেই অমৃত বাণীকে রাখিবে গোপন করিয়া ?
সকলকে ডাকিয়া সে উচ্চকণ্ঠে কহিতেছে
সেই বাণী।

৫

চল হংসা বা দেশ জই

পিয়া বসৈ চিত চোর।

সুরত সোহাগিন হৈ পনিহারিন

ভট্টের ঠাট্ট বিন ডোর ॥

বহি দেশবাঁ। বাদর ন উমড়ে

রিমঝিম বরসৈ মেহ।

চৌবারেমোঁ বৈঠে রহো না

জা ভীকহ নির্দেহ ॥

বহি দেশবামোঁ নিস্ত পুর্নিমা

কবহ ন হোর অংধের।

এক সুরজকৈ কোন বতাইর

কোটিন সুরজ উঁজেড় ॥

হে মন, চল সেই দেশে, যেখানে মনো-
হরণ প্রিয়তম করেন বাস। সেখানে
সোহাগিনী “প্ৰীতি”, কলস লইয়া ভরিতেছেন
জল, বিনাদড়ী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কূপ
হইতে তুলিতেছেন জল।

সেখানে মেঘ আকাশকে করেনা আচ্ছন্ন,
অথচ রিমঝিম করিয়া মেঘ হইতে হইতেছে
বৃষ্টি। . দ্বার-প্রান্তে থাকিও না বসিয়া;
হে অদেহ, সেই ধারায় গিয়া হইয়া লও সিক্ত।
সেই দেশে নিত্য পূর্ণিমা—কখনও সেখানে
হয় না অন্ধকার। এক সূর্যের আর কোন
কথা—কোটি সূর্যের প্রভায় সেই ধাম
সমুজ্জ্বল।

কবীর

৬

হমতো একহী কর জানো ॥
দোর কঠে তেহিকো ছবিধা হৈ,
জিন সত নাম ন জানো ॥
মায়া দেখকে জগত লুভানো
কাহেরে নর গরবানো ।
কঠেই কবীর সুনো ভাঙ্গ সাধো
প্রেমকে হাত কাহে ন বিকানো ॥

আমি তো “এক” বলিয়াই জানি; যে বলে
ছই, তাহারি তো দ্বিধা। যে সত্যনামকে
জানে নাই, তাহারই ছই বলিয়া হয় ভ্রম।

মায়া (খণ্ডতা) দেখিয়া জগৎ করিতেছে
লোভ। (খণ্ডতাকে লাভ করিয়া) ওরে
নর তুই গর্ক করিস কিসের ?

কবীর কহেন, “শোন ভাই সাধু, প্রেমের
হাতে কেন না বিকাইলে নিজকে ?”

কঠেই কবীর সুনো হো সাধো •
 অমৃত বচন হমার ।
 জো ভাল চাহো আপনো
 পরখো কয়ো বিচার ॥
 জে করতাতে উপজে
 তাসোঁ পরি গয়ো বীচ ।
 অপনী বুদ্ধি বিবেক বিন
 সহজ বিসর্জ মীচ ॥
 যহিমোঁতে সব মত চলে
 যহী চলোঁ উপদেস ।
 নিশ্চয় গছি নির্ভয় রহো
 সুন পরম তত্ত্ব সংদেস ॥
 কেহি গায়ো কেহি ধ্যায়হু
 ছোড়ো সকল ধমার ।
 যহ হিরদে সবকো বসে
 কোঁয়া সেবো সুন উজাড় ॥

কবীর

- দূরহি করতা ধাপিকে
করী দূরকী আস ।
জো করতা দূরে ছতে
তো কো অগ সিরজৈ আন ॥
- জো জানো যই হৈ নহী
তো তুম ধারো দূর ।
দূরসে দূর ভ্রমি ভ্রমি
নিষ্ফল মরো বিস্মর ॥
- ছলভ দরসন দূরকে
নিয়র সদাসুখ-বাস ।
কই কবীর মোহি ব্যাপিরা
মত দুখ পাবে দাস ॥
- আপ অপনপৌ চীনহু
নথ সিখ সহিত কবীর ।
আনং মংগল গাবহু
হোহি অপনপৌ খীর ॥
- কবীর কহেন, “হে সাধু, শোন আমার

অমৃত বাণী । যদি আপন কল্যাণ চাও, তবে^০ কর ইহা পরীক্ষা, দেখ বিচার করিয়া । যে কর্তা হইতে হইয়াছ উৎপন্ন, তাঁহার সহিত (আপন মোহে) হইয়া পড়িয়াছ ব্যবহিত । আপনার বুদ্ধি বিবেকের অভাবে সহজেই ক্রম করিয়াছ মৃত্যুকে । ইহাঁব মধ্য হইতে (উৎপন্ন হইয়াই) সব মত চলিয়াছে, এই নিশ্চয়কে গ্রহণ করিয়া হও নির্ভর । এই পবমতস্ব সংদেশ কর শ্রবণ ।

কাহার নাম গাহিতেছ, কাহাকে করিতেছ ধ্যান ? ছাড়িয়া দেও এই সব গণ্ডগোল । ইনি সকলের অস্তরে করেন বাস, তবে বৃথা কেন শূণ্যতাকে, প্রাণহীন মরুকে কর সেবা ?

সেই কর্তাকে দূরেই স্থাপন করিয়া, দূরকেই কবিলে সম্মানিত । আরে, কর্তা যদি থাকিতেন দূরেই, তবে অগ্র আর কে জগৎকে করিতেছেন সৃষ্টি ?

- যদি মনে কর তিনি এখানে নাই তবে

কবীর

ছুমি দূরে হও ধাবমান ; এবং দূর হইতে
অধিকতর দূরে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া নিষ্ফল মর
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ।

দূরের দর্শন ছলভ । নিকটেই নিত্য
আনন্দের বাস । কবীর কহেন, “পাছে
তঁাহার দাস (আমি) কোথাও ভ্রম পায়, সেই
ভয়ে তিনি আমাতে হইয়া রহিয়াছেন ব্যাপ্ত ।
হে কবীর, আপনাকে আপনি লও চিনিয়া,
তিনি তোমার আদি অন্তকে মিলিত করিয়া
বিরাজমান । আনন্দ মঙ্গল কর গান, আপনাতে
আপনি হও স্থির ।”

৮

না মৈঁ ধর্মী নহিঁ অধর্মী

না মৈঁ জতী ন কামী হো ।

না মৈঁ কহতা না মৈঁ সুনতা

না মৈঁ সেরক স্বামী হো ॥

না মৈঁ বংধা না মৈঁ মুক্তা

না বিরত মৈঁ রংগী হো ।

না কাহসে জায়া হুয়া

না কাহকে সংগী হো ॥

না হম নরক লোককো জাতে

না হম সূর্গ সিধারে হো ।

সবহি কর্ম হমারা কিয়া

হম কর্ম নর্তে জায়া হো ॥

রা মতকো কোই বিরলা বুঝে

সো অটর হো বৈঠে হো ।

মত কবীর কাহকো থাপে

মত কাহকো মেটে হো ॥

না আমি ধর্মী, না আমি অধর্মী, না আমি
যতী, না আমি কামী, না আমি কিছু বলি,
না আমি কিছু গুনি, না আমি সেধক, না আমি
স্বামী, না আমি বন্ধ, না আমি মুক্ত, না আমি
বিরত, না আমি রঙ্গী (রস যে সম্ভোগ করে),

কবীর

না আমি কাহারও নিকট হইতে গিয়াছি দূরে,
না আমি কাহারও সঙ্গী ।

না আমি নবক লোকে করি গমন, না
আমি স্বর্গ পথে করিব যাত্রা, সব কৰ্ম্মই আমার
করা, অথচ আমি সব কৰ্ম্ম হইতে দূরে
(স্বতন্ত্র) ।

এই মতকে কচিৎই কেহ বোঝে ; যে
বোঝে, সে বসে অটল হইয়া । না কবীর
কাহাকেও করেন স্থাপিত, না কাহাকেও
ফেলেন মিটাইয়া ।

৯

অপনপো আপুঁছি তৈঁ বিসরো ॥

জৈসে স্থান কাচ মংদিরমে

ভ্রমসে ভুঁকি মরো ।

জোঁ ॥ কেহরী নিরখি কুপ জল

প্রতিমা দেখি গিরো ॥

বৈসেহী গজ স্ফটিক সিলামেঁ

দসনন আনি অড়ো ।

কইঁ কবীর নলনিকে সুগনা

তোহি করন পকড়ো ॥

তুই আপনি আপনাতে করিলি ভুল !
কুকুর যেমন কাঁচের মন্দিরে (আপন প্রতি-
বিম্ব দেখিয়া শত্রু বোধে) ভ্রমবশতঃ চীৎকার
করিয়া মরে ; যেমন কেশরী কুপ জলের
প্রতিবিম্বে আপন দেহ দেখিয়া (শত্রু বোধে)
লাকাইয়া পড়ে ; তেমনি হস্তী স্ফটিক শিলাতে
(আপন প্রতিবিম্বকে শত্রু মনে করিয়া)
আপন দস্ত বসাইয়া আপনি হয় বদ্ধ ।

কবীর কছেন, “ওরে পাশবদ্ধ শুক, তোরে
ধরিল কে ?”

১০

সত্ত নাম হৈ সবতৈঁ জ্বারা

নিগুণ সগুণ শব্দ পসারা ।

নিগুণ বীজ সগুণ ফল ফুলা ।

সাধা জ্ঞান নাম হৈ মুলা ॥

ব বীর

মূলগহেতেঁ সব সুখ পাঠে ।
ডাল পাতমেঁ মূল গঁঝাঠে ॥

সার্দেঁ মিলানী সুখদিলানী ।

নিগুঁর্ন সগুঁর্ন ভেদমিটানী ॥

সত্য নাম সব (কিছু) হইতে স্বতন্ত্র ।
(তাঁহার) শব্দই নিগুঁর্ন সগুঁর্ন প্রসারিত
করিয়াছে ।

নিগুঁর্নই বীজ, সগুঁর্ন ফল ফুল ; জ্ঞানই
শাখা, নামই মূল ।

মূল গ্রহণ করিলেই মিলিবে সব সুখ ।
শাখায় পড়ে মূলই করিবে উপনীত ।

স্বামী-সঙ্গে-মিলন-করা, সকল সুখ-প্রাপ্ত-
করা, নিগুঁর্ন-সগুঁর্ন ভেদ-মিটান (সেই
মূল-গ্রহণ) ।

১১

নাম তত্ত্ব সংসারমেঁ

ওঁর সকল হৈ পোচ ।

৭০

কহনা, সুননা দেখনা

করনা সোচ অসোচ ॥

নিস বাসর ইক পল নহিঁ স্তারা ।

জানে মানুক জাননহারি ॥

সুরত নিরতমেঁ রাখে জহরঁ ।

পহুটে অজর অমর ষর তহরঁ ॥

সংসারের মধ্যে সেই নামই (সত্তা) এক
মাত্র তব ; বচন, শ্রবণ, দর্শন, কর্মন, শুচি,
অশুচি প্রভৃতি আর সব কিছু (তাহার) নীচে ।

কি দিবা কি রাত্রি, এক পলের জন্তও
তিনি নহেন দূরে ; মর্শ্বজ প্রেমিক ইহা
জানেন ।

প্রেমবৈরাগ্যকে গ্রহণ করিয়া যেখানেই
রাখ, অজর অমর ধাম সেখানেই হয় উপস্থিত ।

সত্তালোকৈক সবলোকপতি

সদা সমীপ প্রমাণ ।

কবীর

পরম জ্যোতসেঁ। জ্যোত মিলি

প্রেম সরূপ সমান ॥

অংস নামতেঁ ফির ফির আঁবে ।

পুরণ নাম পরম পদ পাঁবে ॥

নহিঁ আঁবে নহিঁ জায় সো প্রাণী ।

সত্য নামকো জেহি গতি জানী ॥

সত্ত নামমেঁ রঠেঁ সমাজেঁ ।

জুগ জুগ রাজ কবে অধিকাজেঁ ॥

সত্তলোকমেঁ জায় সমানা ।

সত্ত পুরুষসো ভয়া মিলানা ॥

সাজেঁ সুধর দরস দিখলারা ।

জনম জনমকৌ ভূথ মিটারা ॥

সুরত সোহাগিন্ ভই আগে ঠাটী ।

প্রেম সুভাব প্রীতি অতি বাটী ॥

পুছপ গগনমেঁ জায় সমানা ।

বাস সুবাস চহুঁ দিস আনা ॥

সত্য লোকই সকল লোকের পতি,

(তাঁহার) চিরন্তন সান্নিধ্যই তাহার প্রমাণ । °

পরম জ্যোতিতে সকল জ্যোতি মিলিত, প্রেম-
স্বরূপে (সকল স্বরূপ) রহিয়াছে ডুবিয়া ।

অংশনামে আসিতে হয় ফিরিয়া ফিরিয়া ।
পূর্ণনামে পাশ্চ হওয়া যায় পরমপদ । সত্য
নামের গতি (মৰ্ম্ম) যে জানে, সেই প্রাণী
আর আসেও না, যায়ও না ।

সত্য নামে সে থাকে ডুবিয়া, যুগ যুগ সে
করে মহারাজত্ব । সত্য লোকের মধ্যে সে
হয় নিমজ্জিত, সত্য পুরুষেব সঙ্গে হইয়া যায়
তাহার মিলন । স্বামী দেখাইয়াছেন (তাঁহার)
সুখামের দর্শন, জন্ম জন্মের ক্ষুধা তিনি
করিয়াছেন তৃপ্ত । তাঁহার সোহাগিনী প্রেম
আসিয়া দাঁড়াইল সম্মুখে ; আর (আমার)
প্রেম, স্বভাব প্রীতি অতিশয় উঠিল ভরিয়া ।

গগনের মধ্যে সমাহিত হইল পুষ্প, (তাহার)
গন্ধ সুগন্ধ চারিদিকে পড়িল ছড়াইয়া ।

କବୀର

୧୭

ପ୍ରଥମ ଏକ ଜୋ ଆଟେ ଆପ ।
ନିରାକାର ନିର୍ଗୁନ ନିର୍ଜାପ ॥
ନହିଁ ତବ ଆଦି ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାରା ।
ନହିଁ ତବ ଅଳ୍ପ ଧୂଳି ଉଜ୍ଜିରାରା ॥
ନହିଁ ତବ ଭୂମି ପବନ ଅକାଶା ।
ନହିଁ ତବ ପାବକ ନୀର ନିରାଶା ॥
ନହିଁ ତବ ସରସ୍ୱତୀ ଜୟନା ଗଙ୍ଗା ।
ନହିଁ ତବ ସାଗର ସମୁଦ ତୁରଙ୍ଗା ॥
ନହିଁ ତବ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବେଦ ପୁରାଣା ।
ନହିଁ ତବ ଭରେ କତେବ କୁରାଣା ॥
କଟିହିଁ କବୀର ବିଚାରକେ
ତବ କୁହ କିରଣା ନାହିଁ ।
ପରମ ପୁରୁଷ ତହିଁ ଆପଣୀ
ଅଗମ ଅଗୋଚର ମାହିଁ ॥
କରତା କହୁ ଧାଟିବ ନହିଁ ମୀଟିବ ।
କରତା କବହୁଁ ମଟିବ ନ ଜୀଟିବ ॥

করতাকে কুছ রূপ ন রেখা ।

করতাকে কুছ বরণ ন ভেখা ॥

জাকে ঝাত গোট কছ নহী ॥

মহিমা বরনি ন জার মো পাহী ॥

রূপ অরূপ নহী তেহি নার ।

বর্ণ অবর্ণ নহী তেহি ঠার ॥

প্রথমে সেই এক আপনাতেই আপনি,
নিরাকার নিগুণ রূপের অগম্য হইয়া ছিলেন
বিশ্বমান ।

না ছিল তখন আদি, না ছিল তখন মধ্য,
না ছিল তখন অন্ত । না ছিল তখন নরন,
না ছিল তখন অন্ধকার কুহেলিকা ও প্রকাশ ।

না ছিল তখন ভূমি, পবন, আকাশ ; না
ছিল তখন অগ্নি, জল, জীব নিবাস । না ছিল
তখন সরস্বতি, জমুনা, গঙ্গা ; না ছিল তখন
সাগর, সমুদ্র, তরঙ্গ ।

না (ছিল) তখন পাপ পুণ্য, বেদ পুরাণ ;
না হইয়াছিল তখন কিতাব কোরাণ ।

কবীর

কবীর বিচার করিয়া কহিতেছেন, “তখন
কোন ক্রিয়াই নাই। পরম পুরুষ সেখানে
আপনিই অগম্য অগোচরের মধ্যে (নিমজ্জিত)”

কর্তা না কিছু খান, না কিছু করেন পান ।
কর্তা না কখনও মরেন, না কখনও বাঁচেন ।
কর্তার না আছে রূপ বা রেখা, না আছে
কিছু বর্ণ বা বেশ ।

যাঁহার না আছে জাত, না আছে গোত্র,
না আছে আর কিছু ; তাঁহার মহিমা বর্ণনা করা
আমার সাধ্য নহে ।

রূপ, অরূপ, নাম, তাঁহার নাই ; বর্ণ, অবর্ণ,
ধাম তাঁহার নাই ।

১৪

কহেঁ কবীর বিচারকে

জাকে বর্ণ ন গাঁৱ ।

নিরাকার ঔর নিগুঁনা

হৈ পুরণ সব ঠাঁৱ ॥

কবীর তত্ত্ব

করতা আনন্দ খেল লাঙ্গি ।
ধুঁকারতে সৃষ্টি উপাঙ্গি ॥
আনন্দ ধরতী আনন্দ অকাস ।
আনন্দ চন্দ সুর পরকাস ॥
আনন্দ আদি অন্ত মধ তাবা ।

আনন্দ অন্ধকূপ উজ্জিয়ারা ॥
আনন্দ সাগর সমুদ্র তবংগা ।
আনন্দ সরস্বতি জমুনা গংগা ॥

করতা এক ঔর সব খেল ।
মরণ জনম বিরহ মেল ॥
খেল জল থল সকল জহানা ।
খেল জানোঁ জমী অসমানা ॥

খেলকা য়হ সকল পসারা ।
খেল মাহিঁ রইহ সংসারা ॥
কটইঁ কবীর সব খেলনমাহৌঁ ।
খেলনহারকো চীনট্টেইঁ নাহৌঁ ॥

কবীর বিচার করিয়া কহিতেছেন, “ধাহার

কবীর

না আছে বর্ণ, না আছে গ্রাম, যিনি নিরাকার
ও নিগুণ, তাঁহার দ্বারা সকল স্থান
রহিয়াছে পরিপূর্ণ।

কর্তা আনন্দের খেলা আনিলেন, এবং
(ভাবরূপ) গুঁকার হইতে সৃষ্টি করিলেন
উৎপন্ন। ধরিত্রী (তাঁহার) আনন্দ,
আকাশ (তাঁহার) আনন্দ। আনন্দ—চন্দ্র
সূর্যের প্রকাশ, আনন্দ—আদি মধ্য অন্ত।
আনন্দ—নয়ন অন্ধকূপ, জ্যোতি। আনন্দ—
সাগরসমুদ্রতরঙ্গ। আনন্দ—সরস্বতি, যমুনা,
গঙ্গা।

কর্তা এক জন, আর অন্য, মরণ, বিয়হ,
মিলন প্রভৃতি সবই তাঁহার (আনন্দের)
খেলা। খেলা—জল, স্থল, সকল বিশ্ব;
খেলা—পৃথিবী ও আকাশ। খেলাতেই
এই সকল সৃষ্টি প্রসারিত; খেলার মধ্যেই
সংসার অবস্থিত।”

কবীর কহেন, “সকল (সংসার) এই

কবীর তবু

খেলারই মধ্যে, (তবু) যাঁহাব খেলা, তাঁহাকে
বায় নাই চেনা ।”

১৫

আপুহি সবমুঁ রমা হৈ

আপ সবনকে পার ।

রূপ রংগ সব আপুহী

আপুহি সিরজনহার ॥

আগে বহুত বিচার ভৌ

রূপ অরূপ ন তাহি ।

বহুত ধ্যান করি দেখিয়া

• নহি তেহি সংখ্যা আহি ॥

আপনিই সকলের মধ্যে রম্বিতেছেন, অথচ
আপনিই সকলের অতীত । রূপ রংগ
সমস্তই আপনি, আপনিই সৃজন কর্তা ।

আগে অনেক বিচার হইয়াছে, রূপ অরূপ
নাই তাহাতে ; বহুতর ধ্যান করিয়া দেখিয়াছি,
• না তাহাতে আছে সংখ্যা ।

কবীর

১৬

বলতক সাহস কবো জিয় অপনা ।
তেছি সাহবসে ভেঁট ন সপনা ॥

আপনার জীবনে বলতর সাহস কব ।
ঠিক সেই স্বামীব সহিতই সাক্ষাৎ
(চলিয়াছে) ; স্বপ্ন নহে ।

১৭

পরদে পবদে চলি গঙ্গ
সমুঝি পরী নহি বাণি ।

জো জাঠন সো বাঁচিঠে
হোত সকলকী হানি :

মনমত মঠে ন জীবহি
জীবহি মরণ ন হোয় ।

শূণ্য সনেহী রাম বিহু
চলে অপন পৌ খোয় ॥

আপু আপ চেতে নহী
কহৌ তো কসরা হোয় ।

কহহিঁ কবীর জ্ঞো আপু ন জাগে

নিরা নাস্তি অস্তি ন হোয় ॥

পরদার পর পরদা গিয়াছে চলিয়া,
তবু তো বাণী ভাল করিয়া যায় নাই বুঝা।
সকলেরই হানি হইতেছে ; কেবল যে জানিতে
পারিয়াছে, সেই গেল বাঁচিয়া।

কল্পনা জীবিতও নহে মৃতও নহে,
জীবিত হইলে ত কল্পনার মরণই হইত না।
স্বামীকে ছাড়িয়া শূত্রে যাহার প্রেম,
সে (ভবের খেলায়) চলিল “দান” হারাইয়া।
কবীর কহেন, “যে আপনাতে আপনি হয় না
সচেতন, * এবং তাহা কহিলে করে রাগ,
যে আপনিই না জাগে, তাহার কেবলমাত্র
‘নাস্তি,’ কিছুমাত্র ‘অস্তি’ তাহার হইতেই
পারে না।”

১৮

পাহন ফোরি গংগ যক নিকরী

চহঁ দিশ পানী পানী।

কবীর

তেহি পানীতে পৰ্বত বৃড়ে

দরিয়া লহর সমানী ॥

পাষণ ভেদ করিয়া এক গঙ্গা হইল
বাহির ; চতুর্দিকে কেবল জল আর জল ।
সেই জলেতে পৰ্বত গেল ডুবিয়া । নদী
সমাहित হইল তরঙ্গের মধ্যে ।

১৯

উলটা গংগ সমুদ্রহি সোঠে

শশি ও সুরহি গ্রামে ॥

বৈঠা গুফামেঁ সব জগ দেখা

বাহর কছূ ন সুরে ॥

উলটা জ্ঞান পারধী লাগে

সুরা হোয় সো বুরে ॥

কথনী বদনী নিজটেক জোঠেঁ

ঈ সব অকথ কহানী ।

ধরতী উলটি অকাশ হি বেধে

ঈ পুরুষনকী বানী

কবীর তব

গঙ্গা উলটিয়া সমুদ্রকে করিল শোষণ
এবং চন্দ্র সূর্য্যকেও করিল গ্রাস ।

শুহার মধ্যে বসিয়া দেখিলাম সমস্ত বিশ্ব,
বাহিরে আর দেখিতেছি না কিছুই ; বাণ
উলটিয়া “ধী”র অতীতকে লাগিতেছে ;
যে পণ্ডিত সেই ইহা বোঝে ।

কথা ও বাক্য “নিজেকে”ই খুঁজিতেছে,
এই সবই তো অকথা কথা, ধরিত্রী উলটিয়া
আকাশকে বিদ্ধ করিতেছে, ইহাই স্বামীর
বাণী ।

২০

গায়ন কহে কবছ নহি গাঠৈ
অনবোলা নিত গাঠৈ ।
নটরট বাজা পেখনী পেঠৈ
অনহদ হেত বঢ়াঠৈ ॥
বিনা পিন্নালা অমৃত অঁচঠৈ
নদী নীর ভবি রাঠৈ ।

কবীর

কই কবীর সো যুগ যুগ জীবৈ

জো রাম সুধারস চাটৈ

গাহিতে कहিলে কখনই গাহে না গান,
অথচ বিনাকহায় নিত্য করে গান;
সন্তোগ করে নৃত্য বাণ্ড তামাশা, অসীমের
আকাঙ্ক্ষাকে তোলে বাড়াইয়া। পেয়লা
বিনা অমৃত করে পান; নদী রাখে জল
ভরিয়া। কবীব কহেন, “রাম সুধারস
ষে চাখে, সে যুগ যুগ থাকে বাঁচিয়া।”

২১

ঝী ঝী জংতর বাঁজৈ ।

কর চরণ বিহনা নাটৈ ॥

কর বিনু বাঁজৈ সুনৈ শ্রবণ বিনু

শ্রবণ শ্রোতা লোঙ্গৈ ।

পাটন সুবাস সভা বিনু অবসর

বুঝৌ মুনি জন সোঙ্গৈ ॥

ঝী ঝী করিয়া বাঁজিতেছে যন্ত্র । কর চরণ

-
কবীর তত্ত্ব

বিনাই চলিয়াছে নৃত্য । বিনা করেই বাজে,
বিনা শ্রবণেই শোনে ; তিনিই শ্রবণ, তিনিই
শ্রোতা । রুক্মদেবী সুগন্ধ, বিদ্যা সভায়
সুধোগ ; মুনিজনে ইহা লও বুঝিয়া ।

କବୀର ପ୍ରେମ

୨

ରତନ ଜତନ କରୁ

ପ୍ରେମକେ ତୁତ ଧରୁ ।

ସତଶୁରୁ ଇମରିତ ନାମ

ଜୁଗତକି ରାଧବରେ ॥

ବାବାସର ରହଣୋ

ବବୁଝି କହଣୋ ।

ସୈରାଘର ଚତୁର ସମାନ

ଚେତର ସରରା ଆପନ ରେ ॥

ଖେଳତ ରହଣୋ ମୈ

ସୁମଲୀ ମୌନିରା ।

ଓଠକ ଆସେ ଲେନିହାର

ଚଳବ କେସିଆ ବାରରେ ॥

ଚୁନ ଚୁନ କଲିରା ମୈ

কবীর প্রেম

সেজিয়া বিছোলোঁ ।

বিনারে পুরুষরাটেক নারী

তড়পৈ দিনরা রাতরে' ॥

তাল বুয়ায় গৈলে

ফুল কুম্হিলায় গৈলে ।

উড়ত হংসা অকেল

কোঙ্গি নহিঁ দেখলরে ॥

অবকা ডরৈলু নারি

• চলহুঁ মন মারি ।

মহি বাটে পুরিহৌ

জোবনারে ॥

দাস' কবীর ইহে

গারৈ নিরগুণবা ।

অবকা উহর'। জার তো

ফের নহিঁ আউবরে ॥

আমি সেই পরম রতনের আদর করিব,

• প্রেমের তরুকে (জীবনে) ধারণ করিব, সত্য

কবীর

গুরুর অমৃত নাম এই জগতে আমি স্থাপন করিব। পিতৃগৃহে যখন আমি ছিলাম, তখন আমাকে সকলে পিতার দুলালী বলিয়া জানিত। জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানময় গৃহ আমার স্বামী ; সেই ঘরকে আমার চৈতন্য দ্বারা আমি আপন করিয়া লইব। একেবারে তুচ্ছ খেলার মধ্যে যখন আমি মগ্ন ছিলাম, ঠিক তখনই হঠাৎ তাঁহার দূত দেখি আমার দ্বারে উপস্থিত। কোন মতে কেশ-সজ্জা করিয়া আমি সেখানে যাত্রা করিতেছি।

এতকাল আমি কত কুসুম চয়ন করিয়া করিয়া শব্দ্য রচনা করিয়াছি, আমার স্বামী বিহনে আমার প্রাণ দ্বিবারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে। এখন সরোবর হইয়া গিয়াছে নীরস। কমলদল হইয়া গিয়াছে শুষ্ক, হংস (আমার জীবাত্মা) একেলা উড়িয়াছে আকাশে, সঙ্গী তাহার কেহ নাই ; হার রে, কে তাহাকে দেখিবে !

কবীর প্রেম

ওগো নারী, এখন আর কিসের ভয় ?
এখন মন স্থিৰ করিয়া চল । এই পথেই
তোমার মৌন লাভ করিবে • পরিপূর্ণ
• মার্থকতা । দাস কবীর এই নিপুর্ণ গানই
গাতিতেছে, “এবার যদি সেখানে যাই, তবে
আর হইবে না ফিরিয়া আসা ।”

২

মোর ককিরবা মাংগি জায়

• মৈ তো দেখল ন পোলোঁয়ো ॥

মংগনসে ক্যা মাংগিয়ে

বিন মাংগে জো দেয় ।

কইঁ কবীর মৈ হৌ বাহীকে।

হোনী হোয় সো হোয় ॥

আমার ভিখারী (আমার কাছে) কি
জানি ভিক্ষা মাগিয়া গেল গো, আমি তো
তাহাকে দেখিতেও পাইলাম না ।

ভিখাবীর কাছে আবার কিসের ভিক্ষা ?

‘কবীর

না চাহিতেই তো সে সব দিতে প্রস্তুত । কবীর
কহেন, “আমি তো তাহাবই, ইগাতে যাহা
হইবার হুঁক ।”

৩

নৈহরসে জিয়রা ফাটবে ॥

নৈহর নগরী জিসকৈ বিগড়ী

উসকা ক্যা ঘর বাটরে ।

তনিক জিয়ররা মোর ন লাগে,

তন মন বহুত উচাটবে ॥

যা নগরীমে লখ ঘরবাজা

বীচ সমুন্দর খাটরে ।

কৈসেকৈ পার উতরিহো সজনী

অগম পহুকো পাটরে ।

অজব তরহকা বনা তংবুর।

তার লগে মন মাতরে ।

খুঁটি টুটি তার বিলগানা

কৌউ ন পুহুত বাতরে ॥

কবীর প্রেম

ইঁস ইঁস পুঁছ মাতু পিতাসেঁ।

• ভোটের সান্নুর জাববে ।

জো চাইই মো বোহী করিই •

পত রাহীকে হাথরে ॥

নহায় খোর ছলহিন হোর বৈঠী

জোইহ পিয়কী বাটরে ।

তনিক ঘুঘটরা দিখায় সখীরী

আজ সোহাগকী রাতবে ॥

চাইই কবীর সুনো ভাই সাধো

পিয়া মিলনকী আসরে ।

ভোর হোত বন্দে মাদ করোগে

• নীন্দ ন আবে খাটরে ॥

আমার স্বামীর গৃহের জন্ত এখন ব্যাকুল

আমার প্রাণ । স্বামীর গৃহ যাহার নিকট হয়

নাই প্রসন্ন, তার ঘরই বা কি পথই বা কি ।

ওগো, আমার (কিছুতেই আর) বিন্দুমাত্র

লাগে না মন । আমার তমু মন হইয়া আছে

• অত্যন্ত ব্যাকুল ।

কবীর

লক্ষ দ্বার সেট পুরেব কিঙ্ক মধ্যে অতল
সমুদ্র ব্যবধান। ওগো সখি, কেমন করিয়া
উদ্ধীর্ণ হইব সেই পথ? অগম্য সেই পথের
বিস্তার। (আমার দেহ) কী আশ্চর্য্য ভাবে
নির্ম্মিত এই বীণা, ইহার তন্ত্রীগুলি নিম্নজিত
হইলে মোহিত হইয়া যায় মনপ্রাণ। আর
যদি তাহার খুঁটি ভাঙ্গিয়া যায় কি তাব শিথিল
হইয়া যায়, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসাও করে
না কেহ।

হাসিয়া হাসিয়া আমাব মাতা পিতাকে
(সংসার) কে জিজ্ঞাসা করি, আমি প্রভা-
তেই স্বামীর গৃহে যাইব। তাঁহারা অমনি
রাগ করিয়া বলেন, “যাহা ইচ্ছা তাই উনি
করিবেন, স্বামী উহারই কথার বশ কিনা !
নাহিয়া ধাইয়া অমনি স্বামীর জন্ত পাগল
হইয়া উঠিয়াছেন ! অমনি স্বামীর পথ
খুঁজিতেছেন !”

ওগো সখি, আজ আমার অবশুষ্ঠন একটু- •

কবীর প্রেম

খানি অপসারিত কর, আজ যে প্রেমসোহাগের,
রাত্রি ! কবীর কহেন, “শোন ভাই সাধু, আজ
আমার প্রাণ প্রিয়মিলনের অত্ন ব্যাকুল,
• আমার শয্যার আমার আর নিদ্রা নাই,
প্রভাতেই আমাকে তুমি স্বরণ করিও ।”

৪

পীতমকা বোহার অনোধী

বহু সাধ লে বে ॥

পিয়া তুম্হারে রংগ বিরংগে

তুম হো নার কুচাল ।

সংগ তুম্হারো কৈসে নিবঠে

• মুরখ মুঢ় গব্বার ॥

ইত উত তকনা ছোড়দে বহবা

অপনে মহল চটি আব ।

ইমৃত সমুন্দর নহাও বহবা

অস্তর সেজ বিছাও ।

ইসকে প্রীতম আন মিলেঁগে

ছবিধা দুর বহার ॥

কবীর

কঠিঁ কবীর সুনো হো বহরা

সত সংগতকো ধার ।

সার সুর নিরীকে রে

অমর লোক চলি আব ॥

তোমার প্রিয়তমের ব্যবহার তোমার কাছে বোধ হইবে অত্যন্ত বিচিত্র । ওগো বধু, তুমি শিখিবার বাহা, তাহা লও শিখিয়া ; ওগো বধু, তোমার প্রিয় যে স্বীয় আনন্দে রঙ্গে বিরঙ্গে বিচিত্র, আর তুমি অত্যন্ত হুঃশীল, তুমি মূৰ্খ, মূঢ়, গ্রাম্য, তাঁহার সঙ্গ তুমি কেমন করিয়া করিবে লাভ ? ওগো বধু, ছাড়িয়া দেও এদিক ওদিক তাকান, আপনার মন্দিরে আসিয়া কর আরোহণ । ওগো, তুমি অমৃতের সমুদ্রে করিয়া লও জ্ঞান, অস্তরের শয্যা দাও বিছাইয়া । তোমার প্রিয়তম তোমার সহিত আসিয়া হাসিয়া হইবেন মিলিত, মনের সকল ছিধা করিয়া দাও দূর ।

কবীর প্রেম,

• কবীর কহেন, “ওগো বধু, তুমি সত্যের
সঙ্গের অঙ্গ হও খাবিত, সেই সঙ্গি সুরকে
নিজের জীবনে বাধাহীন করিয়া অমৃতলোকে
আইস চলিয়া।”

৫

হুলহিনী তোহি পিয়কে যব জানা ॥

কাহে রোবো কাহে গাবো,

কাহে করত বহানা ।

কাহে পহিরো হরি হরি চুরিন্না ।

পহিরো প্রেমকৈ বানা ॥

কট্টই কবীর সুনো ভাদ্দি সাধো

বিন পিয়া নহিঁ ঠিকানা ॥

ওগো বধু, তোমাকে প্রিয়তমের ঘরে
বাইতেই হইবে। কাঁদিলেই বা হইবে কি,
গাহিলেই বা হইবে কি, বৃথা বাহানা করিলেই
বা হইবে কি? (বালিকার জ্ঞান) সবুজ
সবুজ চুড়ী কেন বৃথা পরিয়াছ? প্রেমের বসন

কবীর

কর পরিধান। কবীর কহেন, “শোন ভাই
সাধু, প্রিন্তম বিনা আব নাই অত্র ঠিকানা
(গতি) ।”



জীব মহলমে সিব পছনবা
কঁহা করত উনমাদ রে ।

পঁহছা দেবা করিলে সেবা
রৈন চলী আবত রে ॥

জৃগন জৃগন কঠৈ পতীছন
সাহবকা দিল লাগারে ॥

স্বাত নাহি পরম-সুখ-সাগর
বিনা প্রেম বৈরাগরে ॥

মরবন সুর বুদ্ধি সাহবসে
পূরণ প্রগটে ভাগরে ।

কই কবীর সুনো ভাগ হমারা
পারা অচল সোহাগরে ॥

এই জীবনমন্দিরে সেই শিব (মঙ্গল

কবীর প্রেম

স্বরূপ) হইরাছেন উপস্থিত। সাবধান, কোর্থায় দাঁড়াইয়া করিতেছ উন্নতের ভায় ব্যবহার !

দেবতা আসিয়া (মন্দিরে) হইরাছেন উপস্থিত, করিয়া লও তাঁহার সেবা, ঐ দেখ ঘনাইয়া আসিতেছে রাত্রি ।

কত যুগ যুগ ধরিয়া প্রিয়তম করিয়া আছেন আমার প্রতীক্ষা, আমাতে যে তাঁহার মজিয়াছে মন। হাররে, এতদিন প্রেম ও বৈরাগ্য ছিল না বলিয়া সেই পরম-সুখ সাগর দেখিয়াও পারি নাই চিনিতে ।

শ্রবণে যে সুর বাজিয়াছিল, তাহা প্রিয়তমের নিকট লইয়াছি বুঝিয়া । আমার আজ পরম সৌভাগ্য সমুদিত । কবীর কহেন, “শোন আমার কি ভাগ্য, আমি প্রিয়তমের নিকট অচল সোহাগ করিয়াছি লাভ ।”

কবীর

৭

কা লৈ জৈবো, পীতম ঘর ঐবো ॥

গাৰ্বকে লোগ অব পুছন লগিহেঁ,

তব হম কা রে বঠৈবোঁ ॥

খোল ঘুংঘট অব দেখন লগিহেঁ

তব হম বহুত সন্নমৈবোঁ ।

কহত কবীর সুনো ভাই সাধো

ফিন্ন পীতম নহিঁ পৈবো ॥

ওগো, শ্রিয়ত্তম আসিবেন আমার ঘরে,
তিনি বাইবেন কী লইয়া? গ্রামের লোক
যখন তাঁহার বিষয়ে নানা কথা করিবে জিজ্ঞাসা,
ওগো, তখন আমি কীই বা বলিব?

অবগুঠন খুলিয়া যখন তিনি আমার মুখের
দিকে থাকিবেন চাহিয়া, তখন লজ্জার আমি
যে বাইব মরিয়া। কবীর কহেন, “শোন ভাই
সাধু, তবে কি আর শ্রিয়ত্তমকে কখনও
পাইব?”

চল চলরে ভঁ বরা কঁবল পাস ।

তোরা কঁবল গাঠে অতি উদাস ॥

খোজ করত বহ বার বার ।

তন বন ফুলোঁ ডার ডার ॥

দিবস চারকে সুরংগ ফুল ।

বহি লখ মনমেঁ লাগল শূল ।

পুহপ পুরানে কৈবৈ সুখ ।

তব ভঁ বরা কহাঁ সমাবে দুখ ॥

চল চল, ওরে ভ্রমর, চল তোরা কমলের
কাছে । তোরা কমল গাহিতেছে বিবাদের অতি
উদাস গীত ।

এই তনু বন এখন শাখার শাখার পুন্পিত,
তোমার কমল বার বার চাহিতেছে তোমার
পথ ।

দিন চারির অস্ত্রে এই রমণীর কুসুমের
ঐবচিত্র শোভা, তাহা দেখিয়াই তো মনের

কবীর

‘ মধো বাজিতেছে গভীর বেদনা । এই পুষ্প
পুরাতন হইলে যাইবে শুকাইয়া, তখন কোথায়
রাখিব এই হৃৎ ?

৯

কর সাহবসে প্রীত রে মন

কর সাহবসে প্রীত ।

ঐসা সময় বহরি ন’হি পৈহৌ

জৈহে ঔসর বীত ॥

তন সুন্দর ছবি বেধ পিরাসী

রখ পিতমমেঁ চিত ।

উস রোসনসে ধরলে শোভা

জৈসে তুনপর সীত ॥

সরন আয়ে সো সবহি উবারেঁ

যহৌ সাহবকী রীত ।

কর্হেঁ কবীর সুনো ভান্ন সাধো

চলিহৌ ভরখর জীত ॥

ওরে মন, সেই স্বামীর সহিত করিয়া,

কবীর প্রেম

নে প্রেম, স্বামীর সহিত প্রেম কর। এমন
সমস্ত আর পাইবি না ফিরিয়া। এমন সুযোগ
যাইবে চলিয়া।

(একী সুন্দর তনু !) এই তনুর শোভন-
সৌন্দর্য দেখিয়া যিনি পিপাসী, সেই প্রিয়তমের
মধ্যে রাখ আপনার চিত্তকে। ত্বণের উপরে
যেমন শিশির-বিন্দুর শোভা, সেইরূপ তাঁহার
জ্যোতিতে (উদ্ভাসিত হইয়া) তুই শোভাকে
কর ধারণ।

তাঁহার শরণ লইলে, সব কিছুই হয়
অক্ষয়, এমনি স্বামীর স্বভাব। কবীর কহেন,
“শোন ভাই সাধু, তুমি ভবধামকে করিয়া
যাইবে জর (যদি তাঁহার শরণ লও)।”

১০

সাঁঝ পড়ে দিন বীতবে,

চকরী দীন্হা য়োর।

চল চকরা রা দেশকো,

অহাঁ রৈন ন হোর ॥

কবীর

চকরী বিছড়ী সাঁঝকী,
আন মিলৈ পরজাত ।
ছো মর বিছুরে প্রেমসে,
দিবস মিলৈ নহিঁ রাত ॥

দিবা অবসান, সন্ধ্যা আসিয়াছে নামিয়া,
চক্রবাকী কাঁদিয়া কহিল, “ওগো চক্রবাক,
চল সেই দেশে, যেখানে নাই রাজির অধিকার ।”

চক্রবাকী সন্ধ্যার সময় তাহার প্রিয়তম
হইতে হর বিচ্ছিন্ন, আর সেই প্রভাতে আবার
তাঁহাদের হর মিলন। যে ব্যক্তি সেই
প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহার না মিলন দিবসে,
না মিলন রাত্ৰিতে ।

১১

হমসে রহা ন জার
দুরলিয়ারাকৈ খুন শুনকে ।
বিনা বসন্ত ফুল ইক ফুলৈ
ভঁবর সদা বোলায় ॥

কবীর প্রেমি

গগন গরুড় বিজুলী চমকৈ

উঠতী হিরে হিলোর ।

বিগসত কঁবল মেঘ বরসাতৈ

চিতবত প্রভুকী ওর ॥

তারী লাগী তাঁহা মন পছঁচা

গৈব ধুলা ফহরার ।

কই কবীর আজ প্রাণ হমারা

জীবত হী মর জার ॥

ওগো, মুরলীর ধনি ওনিরা আর যে
আমি পারিতেছি না থাকিতে ।

বসন্ত বিনাই কি এক কমল হইতেছে
বিকশিত, সদাই সে ভ্রমরকে করিতেছে
নিমন্ত্রণ !

গগন করিতেছে গর্জন, বিজুলী হইতেছে
চমকিত, আর আমার হৃদয়ে উঠিতেছে তরঙ্গ ।
আর কমল উঠিতেছে বিকশিত হইয়া,

কবীর

মেঘ করিতেছে বর্ষণ, আর চিত্ত স্বামীর জন্ত
উঠিতেছে ব্যাকুল হইয়া ।

যেখানে (বিশ্ব) তালে বাজিতেছে,
সেখানে পৌঁছিয়াছে আমার মন । গ্রহর
ধ্বজা সেখানে পত পত করিয়া উড়িতেছে ।
কবীর কহেন, “আজ প্রাণ আমার জীবন্তেই
যাইতেছে মরিয়া ।”

১২

ঐশা প্রেম কহাঁ হৈ ভাই ॥
সাত দীপ নৌখণ্ডকো ব্যাটৈপ,
জহরাঁ খোজ লগাঙ্গৈ ।
বা দেসবারৈক খবর ন জানৈ
জই মহ প্রেম ন পাঙ্গৈ ॥
প্রেম নগরকো গৈল কঠিন হৈ,
বহঁ কোই জান ন পাঙ্গৈ ।
চাঁদ সুরঙ্গ জই পৌন ন পানী
পতিয়া কোন লৈ জানৈ ॥

কবীর প্রেম

সোহকার সে কারা সিরাজী

ভামে রংগ সমাদ্দ ।

কই কবীর সুনো ভাই সাধু

বিরলৈ রহ স্বর পাঈ ॥

হে ভাই, এমন প্রেম আর আছে কোথায় ? সপ্ত দ্বীপ নব খণ্ড বসুধা ব্যাপিরা এই প্রেম, যেখানে 'খোজ করি সেখানেই এই প্রেম, এমন দেশের খবরই তো জানি না যেখানে না পাই এই প্রেম ।

প্রেম নগরের পথ অতি কঠিন, সেখানে কেহ গারে না বাইতে । চন্দ্র, সূর্য্য, পবন, জলের সেখানে নাই প্রবেশ, আমার প্রেমপত্র সেখানে বহন করিবে কে ? আপনার সহিত অভেদ করিয়া তিনি নির্মাণ করিয়াছেন কারা, এবং তাহাতে তাঁহার (প্রেম) রক্ত দিয়াছেন ডরিয়া । কবীর কহেন, "শোন ভাই সাধু, সেই ধামকে অন্ন লোকই হইয়াছে প্রাপ্ত ।"

কবীর

"

১৩

মেরী নজরমেরে মোতি আরা হৈ ॥

অহম শুকামে সোহঃ রাতৈ

মুরলী অধিক বজায়া হৈ ॥

সত্যলোক সত পুরুষ বিরাজ

অলখ সুগম দোউ ভায়া হৈ ।

পুরুষ অনামী সব পর স্বামী

অপার পার জো গায়া হৈ ॥

আমার নয়নে তাঁহার (শ্রমের) দৃষ্টি পড়িয়াছে। অসীম গুহার তাঁহার আমার অভেদ বিরাজ করিতেছে, সেখানে কী অপরূপ সুরই বাশরীতে বাজাইতেছেন। .. এই সত্যলোকে সত্যপুরুষ করেন বিরাজ। অলখা ও সুগম এই দুই রূপেই তিনি হইরাছেন প্রকাশিত। আমার স্বামীর কোন নাম হইতে পারে না, তিনিই সকলের উপর স্বামী; অপার পার এই দুই সুরই তিনি গাহিয়াছেন।

১০৬

সুর সর ছতিয়া বহাটবে
 জো পিরসৈ লগাটবে হো ।
 ঘটহিমো মান সরোবর
 ঘাট বংখাটবে হো ॥
 ঘটহিমো পাঁচো সখিরা
 ছলটহে নহরাটবে হো ।
 ঘটহিমো মন হৈ মালী
 ফুলমাল লে আটবে হো ॥
 ঘটহিমো জানকে জেবর
 জীটবে পহিরাটবে হো ।
 ঘটহিমো সোরহো সিংগার
 ছলটহে পহিরাটবে হো ॥
 ঘটহিমো নেহ সজনিয়া
 চরণ পখাটবে হো ।
 ঘটহিমো পাঁচো সোহাগিন
 মঙ্গল গাটবে হো ॥

৩
কবীর

ঘটহিমেঁ চিত পিয়ারী
 পিয়ার পুরাৰেঁ হো ।
সুরত নিরতসে কলস
 তহাঁ ভরবারে হো ॥
ঘটহিমেঁ অনহদ বাজন
 বজরাৰেঁ হো ।
ঘটহিমেঁ সুরত নার তো
 হুগটেহেঁ রিঝাৰেঁ হো ॥
লোক বীচ লোক পার
 পিরা ঘর আউব হো ।
কই কবীর ধরম দাস
 বহর নহি আউব হো ॥

যে তাহার বক্ষ প্রিরতমের সহিত মিলার,
সে বক্ষে সুর নদীর ধারা প্রবাহিত করার ।
এই ঘটের (দেহ) মধ্যেই যে মানসরোবর
তাহাতে সে ঘাট বান্ধার, এই দেহেই যে
পাঁচ সখী (ইঞ্জির) আছে তাহারা প্রিরতমকে

কবীর প্রেম

- মান করায়। তাহার এই দেহের মধ্যেই
বে মনমালী আছে, সে ফুলমালা যোগায়।
- তাহার এই দেহের মধ্যেই জ্ঞানের যে মণি
আছে, তাহা দ্বারা সে জীবকে অলঙ্কৃত করে।
তাহার এই দেহের মধ্যেই যোগ প্রকার
শৃঙ্গারে (প্রসাধন) প্রিয়তমকে সে সজ্জিত
করে।

তাহার দেহের মধ্যেই যে প্রেম সজনী
আছে, সে প্রিয়তমের চরণ ধোয়াইয়া দেয়।
এই দেহের মধ্যেই পাঁচ মোহাগিনী (ইন্দ্রিয়)
মঙ্গল গায়। তাহার এই দেহেই চিত্ত
পিপাসিত, প্রিয়তম সেই তৃষ্ণাকে পরিপূর্ণ
করিয়া দেন। সেখানেই সে প্রেম ও
বৈরাগ্যদ্বারা কলস ভরিয়া লয়। তাহার
দেহেই অসীম রাগিনী বাজিয়া ওঠে। এই
দেহেই প্রেমসুন্দরী সেই স্বামীকে • তৃপ্ত
করেন।

- লোক লোকান্তরের মধ্যে এবং লোক

কবীর

লোকান্তরের অতীত যে প্রিয়তমের ঘর,
সেখানে আমি যাইব। কবীর কহেন, “হে
ধর্মদাস, আর আমি কিরিয়া আসিব না।”

১৫

চরখা চলে সুরত-বিরহিনকা ॥
কার। নগরী বনৌ অতি সুন্দর
মহল বনা চেতনকা ।
সুরত ভাঁসরী হোত গগনমে
পীড়া জ্ঞান রতনকা ॥
মিহীন সূত বিরহিন কাঠে
মাঝা প্রেম ভগতিকা ।
কঠেই কবীর সুনো। তাপে সাধো ॥
মালা গুঁথো দিন রৈনকা ॥
পিয়া মোর ঐঠেই পগা রখিঠেই
অাসু ভেট ষেঠো নৈনকা ॥
প্রেমবিরহি নীর চরখা চলিয়াছে। এই

কবীর প্রেম

দেহনগরী অতি সুন্দর রচনা, চৈতন্যের (কি
আশ্চর্য) প্রসাদ রচিত ! প্রেমের ছন্দে ছন্দে
পা ফেলিয়া ফেলিয়া চক্রাকারে কী নৃত্যই
হইতেছে গগনধামে, তাহার নীচে জ্ঞানরতনের
সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। বিরহিণী কি স্তম্ভ
স্তম্ভই প্রস্তুত করিতেছে ও প্রেমভক্তি দ্বারা
তাঁহা মার্জিত করিয়া লইতেছে !

কবীর কহেন, “হে মাধু, আমি সেই স্তম্ভে
দিবস রাত্রি মালা গাঁথিতেছি। আমার
প্রিয়তম (আমার জীবনের মধ্যে) যখন
আসিয়া তাঁহার চরণ রাখিবেন, তখন আমার
নয়ন-সলিল-বিন্দুর মালা গাঁথিয়া উপহার দিব।”

১৬

কোটিন ভাঙ্গু চন্দ্র তারাগণ

ছত্রকী ছাঁহ রহাজি ।

মনমে মন নৈননমে নৈনা

মন নৈনা ইক হো জাজি ॥

কবীর

স্বরত সোহাগিন মিলত পিয়ারকে
তনকৈ তপন বুঝাঙ্গি ।
কহৈ, কবীর মিলে প্রেম পূরা
পিয়ারমে স্বরত মিলাঙ্গি ॥

কোটি কোটি সূর্য্য, চন্দ্র, তারাগণ
তাঁহার মহাছত্রের তলে শোভমান । তিনি
মনের মধ্যে মন হইয়া আছেন, তিনিই
আবার নয়নের মধ্যে নয়ন হইয়া আছেন ।
হার হার, মন আর নয়ন, যদি এক হইয়া
যাইত, তবে আমার প্রেমসোহাগিনী তাহার
প্রিয়তমকে পাইত, তনুমনের সকল জ্বালা
জুড়াইয়া যাইত । কবীর কহেন, “প্রিয়তমের
মধ্যে প্রেমকে মিলিত করিলে, তবে পরিপূর্ণ
প্রেম মিলে ।”

১৭

দিন পিয়া প্রেম-রস প্যালা ।
সোই জন মতহালা ॥

কবীর প্রেম

জবা মবন ভয় ব্যাটপ নাহী
মিলা পিরা ঘর আলা ॥
বিন ধরনী হরিমন্দির দেখা
বিন সাগর ঝর পানী ।
বিন দীপক মন্দির উজ্জ্বারা
বোটেল প্রেমরস বাণী ॥
টাদ ন সুরজ দিবস নহিঁ রজনী
তহা সুরত নৌঁ গাটৈ ।
অমৃত পিটৈ মগন হোয় বৈটৈ
অনহদ নাদ বজাটৈ ॥
টাদ সুরজ এটৈ ঘর রাটৈ
কুলা মন সমঝাটৈ ।
কটৈই কবীর সুনো ভাঙ্গ সাধো
সহজ সহজ গুন গাটৈ ॥

যে প্রেমরসের প্যালা পান করিয়াছে,
সে জন একেবারে প্রেমে মত্ত হইয়া গিয়াছে ।
জরা মরণের ভয় আব তাহাকে ব্যাপিতে

কবীর

পারে না, কারণ সে প্রিয়তমের পরম ধামকে
প্রাপ্ত হইয়াছে। সে ধরনী বিনা হরিমন্দির
দেখিয়াছে, বিনা সাগরে উত্তাল-জল-উচ্ছ্বাস
দেখিয়াছে, বিনা দ্বীপে মন্দির দীপ্যমান
দেখিয়াছে। সে যেই বাণী বলে, তাহাও
প্রেম-রসে সিক্ত।

সেখানে চন্দ্র সূর্য্য নাই, দিবস রজনী
নাই, সেখান পর্য্যন্ত সে তাহার প্রেমের
ধানকে লইয়া যায়। প্রেমামৃত পান
করিয়া সে (আনন্দে) মগন হইয়া বসিয়া
অসীম রাগিণী তোলে বাজাইয়া। চন্দ্র সূর্য্য
এক ঘরে রাখে, ভাস্ক চিত্তকে সে প্রবুড
করে। কবীর কহেন, “হে তাই সাধু,
সে সহজেই সেই সহজের গুণ গায়।”

১৮

আজ মেরে পীতম ঘর আয়ে ।

রহস রহসমোঁ অঙ্গনা বুঁহারোঁ ।

মোতিয়ন আঁখ পুরায়ে ॥

কবীর প্রেম

চরণ পথার প্রেম-রস করিকে

সব সাধন বরতাউ ॥

পাঁচ সখী মিল মঙ্গল গায়ে

রাগ সুরত লোঁ লাউ ॥

করুঁ আরতী প্রেম নিছাবর

পল পল বলি বলি আউ ॥

কট্টেঁ কবীবঁ ধন ভাগ হ্‌মারা

পরম পুরুষ বর পাউ ॥

আজ আমার প্রিয় বে আমার ঘরে
আসিয়াছেন, আজ আনন্দে আনন্দে আমি
আমার অঙ্গন পরিস্কৃত করিতেছি। আজ
অশ্রুমুক্তার আমার নরন তরিয়া আসিতেছে।

তঁাহার পদ প্রকালন করিয়া, প্রেমরস
পান করিয়া, আমার সকল সাধনা আজ
সার্থক করিব।

আজ আমার ঘরে পাঁচ সখী (ইন্দির)
মঙ্গল গাহিতেছে, তঁাহার প্রেমের সুরে তাহারা
সুর মিলাইয়াছে।

ঝর্বাঁর

০ প্রেমের অর্ঘ্য লইয়া আমি তাঁহার আৰতি
করিব, প্রতি পলে পলে তাঁহার চরণে
আমাকে আমি ডালি দিব। কবীর কছেন,
“ধনু আমার ভাগ্যা, পরম পুরুষ আমার
বরকে আমি পাইলাম।”

১২

আজ স্নবেলী স্নহাবনী

পীতম মেবে আয়ে ।

চন্দন অগর বসারে

কুসমন চৌক পুরারে ॥

সেত সিংঘাসন বৈঠে পীতম

সুর্ভ নিরত কর দেখা ।

পিরা প্রেমঠে দরসন পায়ে

জীররা ভরকে পেখা ॥

ঘর অন্নমো আনন্দ হোবৈ

সুর্ভ রহী ভরপুর ।

ঝরি ঝরি পড়ে অমীরস দ্বর্লভ

• • হৈ নেড়ে নহীঁ দূর ॥

অগম অচাল গতিকো লখিহৈ •

সাহিব সবকে জীবা ।

কহৈঁ কবীর সুনো ধর্মদাস

ভেঁটলে অপনো পীবা ॥

আজ আমার শুভলগ্ন. ওগো সুভাসিনী,
আজু প্রিয়তম আমার ঘরে আসিয়াছেন ।
চন্দনে অঙ্কুরে মন্দির আমার সুবাসিত
হইয়া উঠিল, অঙ্গন আমার কুসুমে কুসুমে
আচ্ছন্ন হইয়া গেল ।

শুভ সিংহাসনে প্রিয়তম আমার উপবিষ্ট,
প্রেম ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহা আমি দেখিয়াছি ।
প্রিয়তমের প্রেমের বলেই তো এই দর্শন
লাভ হইল, জীবন ভরিয়া (পরিপূর্ণ করিয়া)
দেখিয়া লইলাম ।

আমার ঘরে আমার অঙ্গনে আজ কি

কবীর

যানন্দ, প্রেম আজ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ।
 দুর্লভ অমৃতরস আজ ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে,
 প্রিয়তম যে আমার নিকটে, প্রিয়তম তো
 হুরে নহেন ।

অগম্য ও অচলের গতি (রহস্য) দেখা
 হইল, স্বামী আমার সকলের জীবন ।
 কবীর কহেন, “শোন ভাই ধর্মদাস, আজ
 আপনার প্রিয়তমকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া
 লও ।”

২০

আজ দিনকে মৈ আউ বলিহারী ।

পীতম সাহব আয়ে মেরে পছনা ।

ধর অংগন লগৈ স্নহোনা ॥

সব গ্যাগ লগৈ মঙ্গল গাবন ।

ভরে মগন লখি ছবি মনভাবন ॥

চরণ পথারু বদন নিহারু ।

তন মন ধন সব সাজি পর বারু ।

আ দিন আয়ে পিরাধন সোজি ।

হোত আনন্দ পরম সুখ হোদ্দি ॥

সপ্তহিব মিলি মোরি ছুমতি খোই ॥

সুরত লগী সত নামকী আসা । ০

কইই কবীর দাসনকে দাসা ॥

আজিকার দিনের আমি বলিহারী বাই ।
প্রিয়তম স্বামী আজ আমার ঘরে অতিথি
আসিয়াছেন । আমার গৃহ, আমার অঙ্গন,
পরমু শোভন হইয়া উঠিল । আমার বস
তৃষ্ণা ছিল সব মঙ্গল গান করিতে আরম্ভ
করিল । তাঁহার মনোহরণ ছবি (পরম
সুন্দর-রূপ) দেখিয়া আমার সকল তৃষ্ণা
(আনন্দ সাগবে) মগ্ন হইয়া গেল ।

তাঁহার চরণ প্রকালন করিতেছি, আর
তাঁহার বদন নেহারিতেছি । (তাঁহার রূপ
দেখিয়া) এখন আমার তনু মন ধর সব
স্বামীর চরণে ডালি দিতেছি ।

যে দিন প্রিয়তম, আমার ধন, আমার

কবীর

বরে আসেন, সেদিন আমার গৃহে কি আনন্দ,
সে দিন . পরম সুখ ! সেই খামীর দেখা
পাইলে আমার সকল দুঃখিতি দূরে পলায়ন
করে ।

“(আমার) প্রেম তাঁহাতে লাগিয়াছে, সেই
সত্য নামের জন্ত (আমার মন এগন) ব্যাকুল ।”
দাসের দাস কবীর এই গান গাহিতেছেন ।



